উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 September 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 111 MLD

খোলা আকাশের নীচে কাটছে দিন, রাতে আতঙ্কে ত্রাণশিবিরের মহিলারা

‘জীবজন্তুর থেকে মানুষেরই ভয় বেশি’

শেখ পান্না

রতুয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : কেউ এক মাস, তো কেউ দেড় মাস। ভিটেমাটি হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন শ্রীকান্তটোলা ও কান্তটোলার প্রায় ৬০টি পরিবার। যদিও প্রশাসনের কথায়, অত নয় ৩০টি পরিবার। পরিবারের পুরুষ মানুষ আয়ের আশায় বাইরে। কাজ না করলে পেট ভরবে কীভাবে? তাই প্রায় সব পরিবারের মহিলারা কার্যত অসহায়। কারণ, আরজি করের ঘটনায় যখন সারা দেশ তোলপাড়, ঠিক তখনই মালদায় উঠে এল বানভাসিদের মর্মান্তিক ও আতঙ্কের ছবি।

দিনের আলো কেটে যায় কোনওরকমে। কিন্তু অন্ধকার নামতেই একরাশ ভয় ভিড় করে বুকে। ওদের কথায়, ‘জীবজন্তুর চেয়ে এখন মানুষেরই ভয় বেশি।’

কেন? বানভাসি মহিলাদের কথায়, আরজি করের নৃশংসতা তাঁরা দেখছেন। দেখছেন আর ভাবছেন নিজেদের কথা। তিলোত্তমা তো ছিল নিরাপদে, কিন্তু তাঁরা। তাঁদের না আছে স্থায়ী বাসস্থান, না আছে নিরাপত্তা।

> এখন আমাদের মাথার উপর ছাদ নেই। ঘরবাড়ি গঙ্গামায়ের গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আমার স্বামী শংকর মণ্ডল ভিনরাজ্যে কাজ করেন। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই থাকতে হচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জীবজন্তুর চেয়ে এখন মানুষেরই ভয় বেশি।
>
> **কল্যাণী মণ্ডল**

শ্রীকান্তটোলার অস্থায়ী আস্তানায় জটলা মহিলাদের। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

বাড়ি ছাড়ার প্রথম কয়েকদিন প্রশাসনের তরফে মিলেছিল একটা করে পলিথিন। ব্যস... ওই পর্যন্তই। তারপর আর দেখা যায় না কর্তাদের। নেই নজরদারিও।

গত বছরের মতো এবছরও রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয়েছে গঙ্গার তাণ্ডব। সর্বস্বান্ত শ্রীকান্তটোলা ও কান্তটোলা সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষ। ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি সবই তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। গৃহহীন কয়েকশো পরিবার। বিপন্ন মানুষের অভিযোগ, নদীর তাণ্ডবে কপর্দকহীন হয়ে গেলেও শুধুমাত্র পলিথিন ছাড়া সরকারি আর কোনও সহায়তাই পাননি তাঁরা। কথা দিয়েও এখনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। অন্যের জমি কিংবা বাঁধের উপর ত্রিপল টাঙিয়েই পরিবার নিয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে তাঁদের। শ্রাবণের বৃষ্টি আর ভাদ্রের চড়া রোদে মরণদশা তাঁদের। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে বাড়ির মহিলাদের। তাঁরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

কেন নিরাপত্তার অভাব? করুণ মুখে কল্যাণী মণ্ডলের বক্তব্য, ‘এখন আমাদের মাথার উপর ছাদ নেই। ঘর-বাড়ি, গঙ্গামায়ের গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আমার স্বামী শংকর মণ্ডল ভিনরাজ্যে কাজ করেন। দুই ছেলেমেয়ে এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

নারীবিদ্বেষ আমার ঘরে, জাস্টিস চাই নিজের কাছেও

গৌতম সরকার

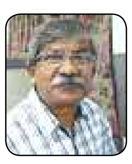

যাচ্ছি কোথায়! বিচার চাই! চাইছি বটে, দিচ্ছে কে! কতই বা চাইব? এক তরুণীর ভালো চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর প্রাণটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের ঢেউ গঙ্গাপার, তিস্তা-তোর্ষাপার ছাড়িয়ে যমুনা তীর, এমনকি টেমস নদীর ধারে আছড়ে পড়ছে। ডিজিটাল দুনিয়ার ভাষায় তিনটি শব্দ ট্রেন্ডিং- উই ওয়ান্ট জাস্টিস। জাস্টিস চাওয়ার পরিধি আর ওই তরুণীর ধর্ষণ-খুনে আটকে নেই।

ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ফোঁপরা চেহারাটা দেখে ঘেন্নায় শিউরে ওঠার অবস্থা। হাসপাতালের মেডিকেল বর্জ্য নিয়ে ব্যবসা হবে, ভাবা যায়! কাঞ্চনমূল্যে বিকোবে ডাক্তারি পরীক্ষার নম্বর, শুধু টাকা দিয়ে নম্বর কিনে কেউ আমার-আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে যাবেন, ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে না? ওষুধ সরবরাহকারীর কাছ থেকে মেডিকেল কলেজ সোফা, ফ্রিজ কিনেছে, (আরজি করে নাকি তাই হয়েছে) ভাবলে মনে হয় না নরকে আছি আমরা!

জাস্টিস তো এই কেলেঙ্কারিরও চাই। যত কাণ্ড আরজি করেই, আর বলা যাচ্ছে না এখন। প্রমাণ হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল, মেদিনীপুর মেডিকেল অনিয়ম, দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে উঠেছিল। এ সবের জাস্টিস চাইব না? আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ড তাঁর সহকর্মীদের বিবেক নাড়িয়ে না দিলে এ সব কেউ হয়তো বলতেনই না।

স্বাস্থ্য দপ্তর সব কেলেঙ্কারি জেনেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে তার জাস্টিস চাইব না? চারদিকে এক আওয়াজ- জাস্টিস, জাস্টিস! এত যে চিৎকার করছি, কিন্তু কে দেবে জাস্টিস! আদালত আরজি করের দু’-দুটি তদন্তের ভার সিবিআইকে এরপর দশের পাতায়

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে অভিনব সাজে বালুরঘাটের শিল্পীরা। শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে দিনভর তল্লাশি ইডি’র

সন্দীপের বাগানবাড়িতে হানা

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : সুবিশাল গেট। সবুজে ঘেরা বাগান। তার মাঝে ৪০ কাঠা জমিজুড়ে চোখ ধাঁধানো বাংলো। রয়েছে সুইমিং পুল। বিলাসবহুল দামি গাড়ি প্রায়ই ঢুকত ওই বাংলোয়। সবুজে ঘেরা ওই বাংলোর দিকে নজর ছিল স্থানীয় লোকজনের। কিন্তু বাংলোর কর্তা স্থানীয় লোকজনকে সেভাবে কোনওদিনই ‘পাত্তা’ দিতেন না। বাংলোর কেয়ারটেকার দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। কালো গেটের অন্দরে বাইরের লোকের প্রবেশাধিকারই ছিল না।

শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের ওই বাংলোয় যখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ঢোকেন, তখন স্থানীয় লোক জানতে পারেন, ওই বাংলোর মালিক আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। বাড়ির মাথায় বড় বড় হরফে লেখা ‘সংগীতাসন্দীপ ভিলা’। সংগীতা তাঁর স্ত্রীর নাম।

শুধু সিবিআই নয়, আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে এবার মাঠে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও (ইডি)। শুক্রবার সকাল থেকেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ তাঁর ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে তল্লাশিতে নামে ইডি। সকাল ৬.২৫ মিনিটে সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। এরপর হাওড়া, হুগলি,

সন্দীপ ঘোষের বাগানবাড়ি।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ১২টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযানে নামেন তাঁরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল সিবিআইকে। এখন শুধু সিবিআই নয়, ক্রমশ ইডির জালেও জড়িয়ে পড়ছেন সন্দীপ ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা।

সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে পৌঁছে বাইরে অপেক্ষা করেন ইডি আধিকারিকরা। দরজায় তালা দেওয়া ছিল। শেষ অবধি তাঁর পরিবারকে ফোন করতে বাধ্য হয় ইডি। ৩ ঘণ্টা পর সন্দীপের স্ত্রী দরজা খোলেন। সন্দীপের স্ত্রী মন্তব্য করেন, ‘তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সবরকমভাবে সাহায্য করছি। কাগজপত্র কিছু পাওয়া যায়নি। আর যাবেও না। উনি কিছুই করেননি। সেটা আপনারাও জানতে পারবেন। সমস্ত মিথ্যা। প্রমাণের আগেই কাউকে ভিলেন বানিয়ে দেবেন না, এটা আমার অনুরোধ।’

ধৃত বিপ্লব সিংহের হাওড়ার সাঁকরাইলের বাড়িতেও গিয়েছে ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে আরজি করের টেন্ডারে অনিয়ম থেকে শুরু করে নানারকম আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিপ্লব ঘনিষ্ঠ কৌশিক কোলের বাড়িতেও যায় ইডি। বিপ্লবের বাড়ি থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে কৌশিকের বাড়ি। সুভাষগ্রামে প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও যায় ইডি। প্রসূন নিজেকে সন্দীপের ব্যক্তিগত সচিব বলে দাবি করতেন। তাঁর বাড়িতে এদিন তল্লাশির পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়া যায়। তারপর তাঁকে আটক এরপর দশের পাতায়

এখনও তেলধারে পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা ফলক

কোনও দেশেই নেই ‘অশরীরী’ গ্রাম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : এ যেন লীলা মজুমদারের ‘অশরীরী’ গল্প। তবে, একটা মানুষ নয়, এখানে গোটা গ্রামটাই এখানে অশরীরী হয়ে গিয়েছে। অন্তত দেশের নথিপত্র এমনই বলছে।

সে গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, এমনকি প্যান কার্ডের মতো নাগরিক পরিচিতি থাকলেও ভারতের মানচিত্রে এমন কোনও গ্রামের অস্তিত্ব নেই। জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্তে এই গ্রামটির নাম বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামটিকে আশপাশের মানুষজন বকসিপাড়া বলেই সম্বোধন করে থাকেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ির ২১ নম্বর বিন্নাগুড়ি মৌজা এবং ৪ নম্বর সাকাতি মৌজা ঘিরে রেখেছে গ্রামটিকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বোদা থানার অধীনেই ছিল। দেশভাগের পর গ্রামটি বোদা থানার অধীনে থেকে গেলেও তার চারপাশে ছিল ভারতীয় ভূখণ্ড। কিন্তু ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল সেই তালিকায় নাম ছিল না বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের। ফলে ওই বছর ৩১ জুলাই বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই তালিকায় বাদ পড়ে যায় বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

নিজের জমিতে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত পিলার দেখাচ্ছেন যতীন সরকার।

এমন জটিলতার মধ্যে পড়ে ভৌগোলিক পরিচিতিটাই কার্যত হারিয়ে ফেলেছেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা। পরিচিতি বলতে গ্রামের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের নামাঙ্কিত সীমানা ফলক।

এই জটের কারণেই এখানকার ৩৫টি পরিবারের নিজেদের জমির উপর অধিকারের সংশোধিত কাগজপত্রই নেই। গ্রামে ৯০ একর অর্থাৎ ২৭০ বিঘা জমি রয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে থাকা জমির কাগজপত্র ও নকশায় পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানা দেখানো রয়েছে।

চারদিকে ভারতের ভূখণ্ড থাকায় বাস্তবে ছিটমহলের রূপ নিয়েছিল বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। অথচ বাংলাদেশের মানচিত্রে তাঁদের অস্তিত্ব না থাকায় এরপর দশের পাতায়

অপরাধ ও শাস্তি

আরজি করের ঘটনার শাস্তি চেয়ে রাত জাগছেন মেয়েরা। পথে ছবি আঁকছেন শিল্পীরা। ২৭ দিন অতিক্রান্ত হলেও ঘটনা থেকে গিয়েছে রহস্যেই। তবে গ্রেপ্তার হয়েছেন কয়েকজন। এর মাঝে সালিশি সভায় মহিলা নিগ্রহের ঘটনা যেমন উঠে এল, তেমনই সাড়ে চার বছর আগে শিশু নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আদালত।

সালিশি সভায় মহিলা নিগ্রহ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : শুধুই কি চার দেওয়ালের ভিতর? বাইরে নারীরা কি সুরক্ষিত? আরজি কর কাণ্ডের পর এই প্রশ্ন উঠেছে। তিলোত্তমার মর্মান্তিক পরিণতিতে জনরোষ যে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে, সেটা বুঝছেন সবাই। কিন্তু খোদ তৃণমূলের নেতা-নেত্রী কিংবা জনপ্রতিনিধিরা কী বুঝছেন? এই প্রশ্ন উঠেছে রায়গঞ্জ ব্লকের লোহুজ গ্রামের ঘটনায়। বুধবার রাতে সেই গ্রামে অনুষ্ঠিত এক সালিশি সভায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের সামনেই নিগ্রহ করা হয় এক মহিলাকে। নীরব দর্শক হয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন পঞ্চায়েত সদস্য। মারধরে আহত ওই মহিলাকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ছাড়া পেয়ে শুক্রবার তিনি গোটা ঘটনা জানিয়ে রায়গঞ্জ থানায় ১০ জনের

দর্শক হয়ে উপভোগ করলেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। একইসঙ্গে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন, কলকাতার মতো মেট্রো শহর তো বটেই, লাহুজের মতো প্রত্যন্ত গ্রামেও নারীরা কতটা নিরাপদ?

গ্রামের বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বুধবার নিগৃহীতা মহিলা এক প্রতিবেশীর ডাকে সাড়া দিয়ে ওই সালিশি সভায় গিয়েছিলেন। ওই প্রতিবেশীর সঙ্গে গ্রামেরই একটি পরিবারের ঝামেলা চলছিল। সেই বিবাদ মেটানোর জন্য সালিশি সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভা চলাকালীনই সেখানে বেশ কয়েকজন ওই মহিলার উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। তাঁকে গালিগালাজ করে। হুমকিও দেয়। ওই মহিলা প্রতিবাদ করতেই তাঁকে লাথি ও ঘুসি মারতে থাকে অভিযুক্তরা। সেই সময় স্থানীয় কয়েকজন এগিয়ে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন। তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয়রা আরও জানান, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুকেশ দাসের বাড়ির পাশেই ওই সালিশি সভা বসেছিল। সুকেশবাবু তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি। তিনি নিজেও সভায় উপস্থিত ছিলেন। দুই গ্রামবাসীর বিবাদ মেটাতে পদক্ষেপও করেছিলেন। কিন্তু ওই মহিলাকে রক্ষা করতে তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি। তিনি এগিয়ে গেলে হয়তো ওই মহিলা নিগ্রহের শিকার হতেন না।

শুক্রবার নিগৃহীতা বলেন, ‘আমাকে বেধড়ক মারধরের পর ওরা আমার চুল টেনে ধরে। গলা টিপে আমাকে খুন করতে যায়। আমার গলার চেন ও সোনার কানের দুল ছিনিয়ে এরপর দশের পাতায়

শিশুর যৌন নির্যাতনে ২০ বছরের কারাদণ্ড

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর আবহেই তিন বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের মামলায় রায় ঘোষণা করল বালুরঘাট আদালত। এই মামলায় গত বুধবার অভিযুক্ত তরুণকে দোষী সাব্যস্ত করেন বালুরঘাট জেলা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারক শরণ্যা সেন প্রসাদ। শুক্রবার দোষীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেছেন তিনি। ঘটনার প্রায় সাড়ে চার বছরের মাথায় এই রায় ঘোষণা করা হল। যখন আরজি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে পথে নেমেছে বাংলা, সেই সময় এই রায়ে বিচার ব্যবস্থার উপর কিছুটা হলেও ভরসা পেল মানুষ।

২০২০ সালের ১৮ জানুয়ারি মাসে ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট থানা এলাকায়। বাড়ির পাশেই খেলছিল তিন বছরের শিশুটি। সেই সময় তাকে এক প্রতিবেশী তরুণ বাড়ি তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন

আরজি কর আবহে বালুরঘাটে বিচারের বাণী

চিকিৎসাধীন ছিল সে। তার গোপনাঙ্গ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এনিয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতা শিশুর পরিবার। পরদিনই বাড়ি থেকে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু হয়। তারপর থেকে ওই তরুণ জেল হেপাজতে ছিল। ঘটনার প্রায় সাড়ে চার বছর পর এদিন বালুরঘাট জেলা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারক দোষীকে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছ’মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

জেলার সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, ‘২০২০ সালে বালুরঘাট থানা এলাকার এক শিশুকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হয় বালুরঘাট থানায়। বুধবার জেলা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারক শরণ্যা সেন প্রসাদ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজ দোষীর ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এরপর দশের পাতায়

সমস্যা হলেই ফোন ববি, মদনের

শিলিগুড়িতে ডেরা বিতর্কিত বিরূপাক্ষের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শাসকদল তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম ছিল তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের। বিতর্কিত ওই চিকিৎসকের কুকীর্তিতে এবার জড়াল মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের নাম। যাঁকে নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য, সেই বিরূপাক্ষর বাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে। প্রতিবেশীরা বলছেন, শিলিগুড়িতে এলেই নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ওই চিকিৎসক। আর তাঁর বাড়িতে সামান্য সমস্যা হলেই তা মেটাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে ফোন আসত মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘ওঁর (বিরূপাক্ষর) বাড়ির নালা তৈরিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মেটানোর জন্য ববিদা (ফিরহাদ হাকিম) ফোন করেছিল। আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস লাগোয়া শিবমন্দিরের মাস্টারপাড়ায় রাস্তার পাশেই রয়েছে বিরূপাক্ষের চারতলা বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালে লাগানো বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে বিরূপাক্ষের নাম। তাঁর বাবা বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক। এক ছেলেকে নিয়ে বিশ্বরঞ্জন এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া রয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কলিং বেল বাজাতেই সস্ত্রীক বিশ্বরঞ্জন দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বিরূপাক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করতেই চিৎকার করে ওঠেন, ‘ও এখানে থাকে না। কলকাতায় খোঁজ করুন।’ ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রশ্ন থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরঞ্জন বলেন, ‘ও এক বছর হল বাড়িতে আসে না। দশ বছর থেকে আমি অনেক কিছু শুনছি। এখন আপনারা যা দেখার দেখুন।’ আর কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। বিরূপাক্ষকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

বিরূপাক্ষর কথা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন তাঁর এক প্রতিবেশী। তাঁর কথায়, ‘পাড়ার কারও সঙ্গেই এরপর দশের পাতায়

প্রশাসনিক টালবাহানায় বেহাল সরকারি স্কুল

করণদিঘি, ৬ সেপ্টেম্বর : পাকা বিল্ডিংয়ে ধরেছে ফাটল। ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার তাগিদে স্কুলের বারান্দায় নেওয়া হচ্ছে ক্লাস। এই বেহাল চিত্র ডালখোলা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি স্কুলের। নাম পশ্চিম মাটিয়ারি এসএসপি স্কুল।

মিড-ডে মিল রান্নাঘর দিয়ে চুইয়ে পড়ছে জল। স্কুলের কাগজপত্র রাখার জন্য নেই কোনও আলমারি। স্কুলের দিদিমণি বিবি জুলেখা খাতুন বলেন, 'এই স্কুলঘরের পিছনের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। যে কোনও মুহূর্তে দেওয়াল ভেঙে পড়তে পারে। আতঙ্কের মধ্যেই রয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের বারান্দায় ক্লাস করতে হয়।'

অপর এক দিদিমণি নুরুন নিশার অভিযোগ, '২০১১ সালে আমরা নিযুক্ত হয়েছি। তখন থেকেই দেখছি পাকাঘরে ফাটল। ফাটল ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। তাই ঘরের বারান্দায় ক্লাস করা হয়। মিড-ডে মিলও সেখানেই খাওয়ানো হয়। স্কুলে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী, কোনওরকমে স্কুল চলছে। মাঝেমধ্যেই ঘরে সাপ ঢুকে পড়ে।'

করণদিঘি ব্লকের পশ্চিম সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক নূহুশান বেকের সাফাই, 'স্কুলটির দেখভাল করার দ্বায়িত্ব পুরসভার। আমরা শুধু বই ও কন্টিনজেন্সি দেই। মিড-ডে মিল সহ বেতন পুরসভা থেকে দেওয়া হয়।'

কাউন্সিলার তাহাসিন খাতুনের দায়সারা বক্তব্য, 'অতি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুরসভাকে অনুরোধ করব।' পুরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার জানান, 'স্কুলের সমস্যার কথা কেউ লিখিতভাবে জানায়নি। লিখিত অভিযোগ পেলে মেরামত এবং নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। জেলা প্রশাসন পর্যাপ্ত ফান্ড অনুমোদন করলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।'

তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ করতে গিয়ে তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। মৃত তরুণের নাম সৌমিত্র মণ্ডল (২৯)। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের কাজ করছিলেন সৌমিত্র। সেই সময় তড়িদাহত হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান।

মণ্ডপের পথে গজানন। শুক্রবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত

প্রোটিনের ঘাটতি পূরণে বিকল্প মাশরুম

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে বিকল্প মাশরুম। পিএম পোষণ প্রকল্পে পড়ুয়াদের প্রোটিনের জোগান দিতে মাশরুমকেই বেছে নিয়েছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার বালুরঘাটের আশুতোষ বালিকা বিদ্যাপীঠে জেলার ১০টি স্কুলের রাঁধুনিদের মাশরুম রান্নার প্রক্রিয়া শেখানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ওসি (পিএম পোষণ ও শিক্ষা) অরুণ সরদার, প্রধান শিক্ষিকা পম্পা দাস, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র প্রমুখ।

মাশরুম রান্না অনেকের কাছে অজানা। এখনও বাঙালির রান্নাঘরে মাশরুমের তেমন প্রচলন নেই। কিন্তু এই মাশরুম প্রোটিনের ভাণ্ডার। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে প্রশাসন। এদিন আশুতোষ স্কুলে একাধিক স্কুলের রাঁধুনিদের ডাকা হয়েছিল। মঞ্চের উপর গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে হাতে-কলমে তাঁদের মাশরুম রান্না শেখানো হয়েছে। অধিকাংশ রাঁধুনি এদিন প্রথম মাশরুম রান্না করলেন। আগামীতে জেলার প্রতিটি স্কুলে রান্না করা মাশরুম পড়ুয়াদের দেওয়া হবে। এই উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার খেলে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের অনেকটাই উন্নতি হবে বলে আশাবাদী সবাই। তবে শুধু প্রোটিন নয়, একাধিক ভিটামিনেও সমৃদ্ধ এই মাশরুম। জেলার স্কুলগুলিতে মাশরুম চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাশরুম চাষের জন্য মূলত স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র পরিবেশ প্রয়োজন। এই স্কুলে এমন ঘর রয়েছে। সেখানেও মাশরুম চাষ করা যেতে পারে। এদিন প্রশাসনের কর্মী ও আধিকারিকরা রাঁধুনিদের রান্না করা মাশরুম চেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আগামীতে জেলার যেসব স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি, সেখানে এই প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা রয়েছে।

অরুণ সরদার জানান, 'আজ মাশরুম রান্না শেখানোর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পড়ুয়াদের প্রোটিনের অভাব থেকেই যায়। মাশরুমে সেই চাহিদা পূরণ হবে। রান্নার কাজে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই মাশরুম চাষ করে সরবরাহ করবেন। এতে স্কুল অল্প মূল্যে মাশরুম পাবে, মহিলারাও স্বাবলম্বী হবেন। জেলার প্রতিটি ব্লকের অন্তত দুটি স্কুলে এই প্রক্রিয়া চলবে। রাঁধুনিদের মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।'

পম্পাদেবী বলেন, 'আজ বালুরঘাট, হিলি, গঙ্গারামপুর ও তপন ব্লক থেকে ১০টি স্কুলের রাঁধুনিরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সয়াবিনের থেকেও মাশরুমের পুষ্টিগুণ বেশি। সমস্ত জিনিসের বাজারদর বেশি হওয়ায় চাইলেও বাচ্চাদের পাতে পুষ্টির জোগান দিতে পারি না। সেখানে মাশরুম রান্না ভালো উদ্যোগ। স্কুলে মাশরুম চাষের পর্যাপ্ত পরিবেশও তৈরি করতে পারব।'

গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙাপাড়া স্কুলের রাঁধুনি ছবি সরকার জানাচ্ছেন, 'মাশরুম রান্না শিখে আমি খুশি। এই রান্না জানতাম না। আজ শিখলাম। স্কুলে গিয়ে অবশ্যই রান্না করব।'

পুষ্টি সপ্তাহ পালিত

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লক আইসিডিএস ও সিনির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার গৌরী পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে ব্লকের কিশোরী ও প্রসূতিদের নিয়ে পুষ্টি সপ্তাহ দিবস পালন করা হল। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা হয়। জেলায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। কীভাবে অপুষ্টির হাত থেকে শিশুদের বাঁচানো সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করেন আইসিডিএস ও সিনির প্রতিনিধিরা।

এদিকে, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার দুপুরে দুর্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাপুর গ্রামে শোভাযাত্রা বের করল স্বাস্থ্যকর্মীরা। এবারের থিম, সকলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য।

অপরদিকে, ১২ নম্বর বরুয়া পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উদ্যোগে ছোট নারায়ণপুরে পালিত হল পুষ্টি সপ্তাহ। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। এদিন সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। এলাকার বিশেষ করে মহিলাদের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করতেই এই পুষ্টি সপ্তাহ পালন করা হয়। এদিন উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে পুষ্টির ওপর কুইজ করানো হয়। ছিলেন প্রাক্তন সুপারভাইজার পাপিয়া তরফদার ও ইন্দ্রাণী দাস প্রমুখ।

পানীয় জলপ্রকল্প

রতুয়া, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রতুয়া ১ ব্লকের চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের উদ্বোধন হল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ফিফটিন ফিন্যান্সের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প। জলপ্রকল্পটি স্থাপিত হয় চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে। এদিন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তানজেমা বিবি।

কর্মখালি

মহিলা সহায়ক চাই, দিনরাত্রির জন্য, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সঙ্গে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, সময় সীমিত 25 হইতে 35-এর মধ্যে হতে হবে,পড়াশোনা নিম্নতম মাধ্যমিক, বা উচ্চ মাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। যোগাযোগ - 94340-43593, শিলিগুড়ি, সেবক রোড। (C/112289)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dhiraj Roy ও Dhiraj Rai একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/112342)

•

শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকে ৬.৯.২৪-এর অ্যাফিডেভিট বলে লালদাস জোত, পোঃ লিচুপাকুরি, থানাঃ ফাঁসিদেওয়া,দার্জিলিং-এর Nikunja Singha, পিতা গণেশ সিংহ এবং Nikunja Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/112336)

•

আমি Chamiruddin Ahamed, S/o. Late Jamiruddin, গ্রাঃ উঃ মাটিয়ালী পোঃ লাটাগুড়ি থানাঃ মালবাজার, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫২১৯, জমির খতিয়ান নং ২১ জে.এল নং ৯১-এ পিতার নাম এবং খতিয়ান নং ৩৯ জে.এল নং ৯১ মাতার নাম ভুল থাকায়, গত ১৫.০৭.২৪-এ এলডি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Late Jamiruddin ও Kebu Mohammad এবং Macchiman Necha ও Ahiman Necha-কে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করলাম। (C/112334)

•

আমার পুত্র Arman Hassan-এর জন্ম শংসা পত্র নং- 04 dtd. 05-01-2016 আমার নাম, স্ত্রীর নাম এবং পুত্রের নাম ভুল থাকায় গত 30-08-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ejajul Haque-এবং Ajajul Hoque, পুত্র Arman Hassan এবং Arman Hossain, স্ত্রী Anjuwara Khatun এবং Anjuara Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ঃ কলাবাড়ি ঘাট, পোঃ D.K.D. Bash, P.S. কোতোয়ালি, Dist কোচবিহার। (C/111811)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T Memo No. 645/KCK-IIIPS Sl No- 01 to 18 & 646/KCK-IIIPS, SL no 1 to 12 only Dated 06-09-2024 invited by the E.O Kaliachak-III P.S from bonafide bidder. Last date of application on 13.09.2024 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app and portal Tender ID 2024_ZPHD_745961_1 to 18. and portal Tender ID 2024_ZPHD_746417_1 to 12

Sd/-
Executive Officer, Kaliachak-III
P.S, Baishnabnagar, Malda

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum NIT NO- TUFANGANJ/05/2024-25, Memo No- 889 Date- 06/09/2024 Tender ID : 2024_MAD_741776_1, ID : 2024_MAD_741776_2 & ID : 2024_MAD_741776_3, Description of the work:- i) illumination of street light, ii) fitting & fixing High Mast, iii) supply of LED street light Under Green City Mission. Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

Govt. Of West Bengal
Office of the District Magistrate
Disaster Management Section
E-tender Notice

On behalf of the District Magistrate, Darjeeling, E-tender has been invited vide E-Tender Reference No. 01 second/DMS/CLTH/2024-25 and Tender ID No. 2024_DMD_745538_1 dated 05/09/2024 for supply of warm clothes under MLA's fund of Darjeeling and Kurseong for Eid and Durga puja for FY 2024-25. Details can be had from E-Tender portal of District Website- www.darjeeling.gov.in or wbtenders portal- http://wbtenders.gov.in
Last date of submission of bid is 21/09/2024.

Sd/-
District Magistrate
Darjeeling

বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

মুরতুজ আলম

সামসী, ৬ সেপ্টেম্বর : কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভের ঘটনায় বহিরাগত ছাত্রদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আনল সামসী কলেজ কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ছাত্রীকে 'শ্লীলতাহানির' কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

শুক্রবার সামসী কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট রিয়াজুল করিম বক্সী সাফ জানান, 'কলেজে বহিরাগতরা ঢুকে যখন-তখন অযথা ঝামেলা পাকাচ্ছে। তাই কলেজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বহিরাগত ছাত্রদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই।'

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালীন সামসী কলেজে পড়ুয়া এবং বহিরাগতরা মিলে স্লোগান দিতে দিতে কলেজ চত্বরে প্রবেশ করে। এরপর তাঁরা শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানকক্ষে জোর করে প্রবেশ করে। অধ্যাপকদের দাবি, পড়ুয়ার নামে বহিরাগতরা এসে গণ্ডগোল পাকায়। কলেজের তরফে জানানো হয়, কলেজে নির্বাচিত কোনও ছাত্র সংসদ না থাকায় শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আয়োজন করেছিল। এনিয়ে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ তুলেন শিক্ষকদের একাংশ। যদিও ছাত্রদের অভিযোগ ছিল, এক ছাত্রীকে ইভটিজিং করেছিল কলেজেরই এক ছাত্র। এবিষয়ে অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হলেও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেননি। বাধ্য হয়ে তাঁরা অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সাফ কথা, এমন কোনও ঘটনা ঘটলে লিখিত অভিযোগ জানাতে হয়। এমন কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

সামসী কলেজের সিদ্ধান্ত

ইভটিজিং প্রসঙ্গে কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট রিয়াজুল করিম বক্সীর সাফ বক্তব্য, 'তাঁদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কলেজে ইভটিজিং-এর মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। তাই ছাত্রীর শ্লীলতাহানির কোনও প্রশ্নই আসে না।'

এইডস নিয়ে পথনাটক

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উদ্যোগে শুরু হয়েছে সচেতনতা কর্মসূচি। তার অঙ্গ হিসেবেই শুক্রবার পথনাটক অনুষ্ঠিত হল ইটাহার ও রায়গঞ্জে। এদিন কোচবিহার জেলার ছায়ানীড় নাট্যসংস্থা ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজে, ইটাহার বাজারে এবং রায়গঞ্জের সেন্ট জন অ্যাম্বুল্যান্সের কার্যালয়ে পথনাটক মঞ্চস্থ করে। এদিন 'নবদিশা' নামক পথনাটক অনুষ্ঠিত হয়। কীভাবে এইডস ছড়ায়, এর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। স্বাগত পাল নির্দেশিত নাটকে নিরঞ্জন মুখার্জি, তালেব হোসেন, বাপি দাস অভিনয় করেন।

কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিআইসি মহম্মদ ইউসুফ আজিম জানান, 'খুব সুন্দরভাবে নাটক উপস্থাপন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই ধরনের নাটক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।'

আজ টিভিতে

হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সঙ্গে মন ভালো করা গান নিয়ে **সারেগামাপা**-য় দুর্দান্ত পর্ব। শনি ও রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ৮.০০ অরুন্ধতী, রাত ১০.৫৫ জানেমন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩৫ এই ঘর এই সংসার, বিকেল ৪.৫০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধ্যা ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চনমালা, সন্ধ্যা ৭.৩০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ নিশিপদ্ম

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

ছোট বউ সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

অন্যায় অত্যাচার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

বরেলি কি বরফি রাত ১০.২৭ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের একটি ট্রিপ বাতিল

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের ওয়ারাঙ্গল-কাজিপেট-বলহারশাহ শাখায় আসন্ন নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ০৩৪৩০ মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১০.২০২৪) এবং ০৩৪২৯ সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.১০.২০২৪) বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হোমি ভাভা কেন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং নবীন বিজ্ঞানের উপর

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই কার্যক্রমের অনুরূপ **ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি)** তত্ত্বাবধানে **জাতীয় মানদণ্ডের পরীক্ষা (এনএসইএস)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) যেটি **২০২৪ সালে ২৩ শে এবং ২৪ শে নভেম্বর** অনুষ্ঠিত হবে, সেই পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। এনএসইতে যোগ্য হওয়া এর অনুরূপ **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৫** কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হবে।

নথিভুক্ত করুন :
এনএসইএস : https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১-সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৪)
আরও বিশদ বিবরণের জন্য : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

CBC - 48143/12/0009/2425

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
ROJI	24/08/2021	Female	HEIGHT - 84 cms WEIGHT - 10 Kg COMPLEXION - Fair EYE COLOR - Black HAIR COLOR - Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at G-SAA, Sahid Bandana Smriti Balika Abas, Coochbehar.
Any Legal claimant of the babies may contact within 120 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division
Government Children Home
Nimtala, Matigara, Darjeeling

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র

আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?

আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?

আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে

jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬

আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃষ : আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। কর্কট : গুরুজনের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। মায়ের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। সিংহ : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। কন্যা : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। তুলা : অফিসে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয়। পরিবার নিয়ে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। বৃশ্চিক : বন্ধুকে ঘরের কথা বলবেন না। ব্যবসার জন্যে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হবে। ধনু : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসান। মকর : কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে আজ ঠকাতে পারে। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা। হঠাৎ নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ। মীন : হাঁটুর সমস্যা ভোগাবে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৬ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২১ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৮। শনিবার, চতুর্থী দিবা ২।১৪। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১০।৪৯। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১০।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ২।১৪ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।৪৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ২।১৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৪২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও পঞ্চমীর সপিণ্ডন। দিবা ২।১৪ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে বরাদচতুর্থী। সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত। শ্রীশ্রী গণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দরজায় তালা সত্ত্বেও চুরি হচ্ছে সম্পত্তি, মোথাবাড়িতে উদাসীন প্রশাসন

কর্মীসংকটে ধুঁকছে ৪ গ্রন্থাগার

তনয়কুমার মিশ্র

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : গ্রন্থাগারে ঝুলছে তালা। ভবনের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। কোনওটার দরজা-জানলার জীর্ণ দশা। কোনও গ্রন্থাগারের সামনে পাথর-বালি ফেলে রাখা চলছে ব্যবসা, আবার কোনও গ্রন্থাগারের সামনের রাস্তা দখল হয়ে গিয়েছে। কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ গ্রন্থাগার। মোথাবাড়ির ৬টির মধ্যে ৪টি গ্রন্থাগারের ছবিটা এমনই। তবু উদাসীন প্রশাসন। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে জেলায়।

কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রন্থাগার কর্মী সংকটে ধুঁকছে। এর মধ্যে মাশুমচক আজাদ ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি, খাসমহল যুব সংঘ, পঞ্চানন্দপুর ও বাঙ্গীটোলা ভারতী গ্রন্থাগারের মতো স্বনামধন্য ঐতিহ্যশালী সরকারি গ্রন্থাগারে আজ তালা ঝুলছে। ২-৩ মাস থেকে কোনও লাইব্রেরিয়ান নেই। আর এই সুযোগেই এলাকার কিছু জমি মাফিয়া গ্রন্থাগারের মূল্যবান সম্পত্তি ও জমিজমা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ।

মাশুমচক গ্রন্থাগারের সামনের ফাঁকা জায়গা দখল করে ইট, বালি-সিমেন্টের ব্যবসা চলছে। বাঙ্গীটোলা ভারতী গ্রন্থাগারে যাওয়ার সামনের রাস্তা দখল হয়ে গিয়েছে। লাইব্রেরিগুলিতে একাধিকবার বিভিন্ন আসবাব চুরির ঘটনা ঘটছে। দীর্ঘদিন বন্ধ অবস্থায় পড়ে থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে খাসমহল যুব সংঘ লাইব্রেরির। এক বছর বন্ধ পঞ্চানন্দপুর গ্রন্থাগারও। ফলে গ্রন্থপ্রেমীরা জ্ঞানের সুধা আহরণ করতে পারছেন না।

বাঙ্গীটোলা ভারতী গ্রন্থাগার লাইব্রেরির ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারি অচিন্ত্য মিশ্রর অভিযোগ, 'বেশ কিছুদিন থেকে গ্রন্থাগার বন্ধ। মাঝে সপ্তাহে একদিন লাইব্রেরি খোলা হলেও গত তিনমাস থেকে কোনও লাইব্রেরিয়ান না থাকায় তালা ঝুলছে। মাঝেমধ্যেই লাইব্রেরিতে চুরি হচ্ছে। লাইব্রেরির সামনের রাস্তা বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এরপরে লোকে লাইব্রেরির একটা একটা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে। আমরা খুব চিন্তায় আছি।'

অবহেলায় পড়ে রয়েছে মাশুমচকের গ্রন্থাগার। - সংবাদচিত্র

মাশুমচক আজাদ ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা কালাম শেখের অভিযোগ, 'বহুদিন থেকে লাইব্রেরি বন্ধ। স্থানীয় কেউ বা কারা লাইব্রেরির ফাঁকা জায়গায় ইট, বালি-পাথরের ব্যবসা শুরু করেছে।'

তবে কালিয়াচক-২ ব্লকের লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য নজরুল ইসলাম জানান, 'জেলাজুড়ে লাইব্রেরি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সমস্যা সমাধানে খুব দ্রুত জেলাব্যাপী লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ হচ্ছে। কোনও লাইব্রেরির সম্পত্তি বেদখল হওয়ার কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। অভিযোগ এলে আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

উল্লেখ্য, মালদা জেলায় এই মুহূর্তে ১০৪টি সাধারণ গ্রন্থাগার পূর্ণসময়ের জন্য চালু। কিন্তু জেলায় লাইব্রেরিয়ান আছে মাত্র ২১ জন। আর তাঁরা সকলেই ৩-৪টি করে অ্যাডিশনাল চার্জ নিয়ে আছেন। জেলায় ৮টি লাইব্রেরি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বড় সংখ্যক ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়ে চলছে লাইব্রেরিগুলি। ২০০৬-০৭ এর পর এই দপ্তরে কোনও নিয়োগ হয়নি।

যদিও মালদা জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রত বিশ্বাস জানিয়েছেন, '২১ জন লাইব্রেরিয়ান নিয়ে আমরা ১০৪টি লাইব্রেরি চালু রেখেছি। তবে কোনও লাইব্রেরির জায়গা দখল হচ্ছে এমন অভিযোগ লিখিতভাবে পাইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই তার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

নাবালক উদ্ধার বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বিহারের ১৩ বছরের এক নাবালককে শহরের জেলা প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। শুক্রবার তাকে জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সাহায্যে হোমে পাঠানো হয়। পুলিশ ওই নাবালকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। নাবালক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাটে এসে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিষয়টি পুলিশের নজরে পড়ায় তারা দ্রুত নাবালককে উদ্ধার করে। আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ওই নাবালককে জেলা প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সিডব্লিউসি'র সাহায্যে তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে। ওই নাবালকের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।'

অনিশ্চয়তায় হোমের কর্মীরা

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : হোম তৈরি করা হয়েছিল মূকবধিরদের জন্য। সেখানে একসময় সদস্য সংখ্যাও ছিল ৭৬ জন। তবে বর্তমানে সদস্যদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। স্বভাবতই চাকরি নিয়ে চিন্তার ভাঁজ রায়গঞ্জ 'সূর্যোদয় চিল্ড্রেন হোম ফর ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব বয়েস অ্যান্ড গার্লস' হোমের অস্থায়ী কর্মীদের কপালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে রাজ্যের একমাত্র মূকবধিরদের জন্য তৈরি করা হয় ওই হোম। এই হোমে আবাসিক সংখ্যা কমতে কমতে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৭ জন। যার মধ্যে ১৪ জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে রয়েছে। তবে তাদের দেখভালের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে রয়েছে ২১ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও প্রশিক্ষক। হোমে আবাসিক সংখ্যা কমতে থাকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অস্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একাংশ। এই হোমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে উদ্ধার হওয়া মূকবধির ছেলেমেয়েদের প্রশাসনের তরফে নিয়ে আসা হয়। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তারা এখানেই থাকার সুযোগ পায়। তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে কর্মসংস্থানের সুযোগও করে দেওয়া হয়।

কিন্তু কেন কমছে আবাসিকদের সংখ্যা? আধার কার্ড তৈরি করতে গিয়ে বেশ কিছু আবাসিক নিজের পরিবারকে খুঁজে পেয়েছেন। প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেয় হোম কর্তৃপক্ষ। পূর্বে এই হোমের বহু ছেলেমেয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অভাবনীয় পারফরম্যান্স করেছিল। অনেকেই আবার কর্মসূত্রে থাকে বাইরে। যদিও হোমের অধ্যক্ষ পার্থসারথি দাস এব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। তবে জেলা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের জেলা আধিকারিক তথা অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক নার্গিস পারভিন বলেন, 'আবাসিকদের সংখ্যা কেন কমছে বলতে পারব না। তবে হোমের ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।'

এক বিজ্ঞাপনে

বিয়ে

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেবেন?

পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

আপনার বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে আমাদের ই-পেপারেও প্রকাশিত হওয়ার সুবাদে, পাত্র-পাত্রী সংবাদ এখন পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশ থেকে বিদেশে। ১৬২টি দেশে ছড়িয়ে আছেন আমাদের পাঠক। যেখানেই উত্তরবঙ্গবাসী সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার মুশকিল আসানে হাজির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমাদের পাত্র-পাত্রী কলামে একটি বিজ্ঞাপনেই চার হাত এক হওয়ার নজির অজস্র

তাই শুভ কাজে আর দেরি কেন? আজই বিজ্ঞাপন দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদে, আমাদের অফিসে এসে, আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্রে অথবা শুধুমাত্র একটা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে।

9064849096

শিলিগুড়ি : 0353-2524722, জলপাইগুড়ি : 9641289636, কোচবিহার : 9883550605, আলিপুরদুয়ার : 9883539878, মালদা : 9800585950, রায়গঞ্জ : 9531538275, বালুরঘাট : 9434220580, কলকাতা : 9073204040

এছাড়াও উত্তরবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কেন্দ্র

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং—শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার—আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার—কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর—রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর—বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা—ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ— এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান—১৪৩১'-এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....

....

যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....

পুজোর থিম (থাকলে) ....

মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ....................................

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

বহুজাতিক কোম্পানির নাম ব্যবহারের অভিযোগ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : এক নামী বহুজাতিক ওয়াশিং পাউডার নির্মাণকারী কোম্পানির লোগো ও ডিজাইন ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুরের এক কাপড় কাচার পাউডার নির্মাণকারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে ওই বহুজাতিক কোম্পানি গ্রামের ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

শুধু তাই নয়, কোম্পানির প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বেজপুরা গ্রামে হানাও দেয়। সেখানে ওই ব্যবসায়ীর ফ্যাক্টরি ঘুরে দেখার পর তাঁর কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

স্থানীয়রা জানান, বেজপুরার বাসিন্দা মহম্মদ রেজাউলের একটি ওয়াশিং পাউডার তৈরি করার ফ্যাক্টরি রয়েছে। কিন্তু সেই পাউডারের প্যাকেটের লোগো ও ডিজাইন মুম্বাইয়ের একটি বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে মিলে যাওয়ার পরেই শুরু হয় গণ্ডগোল। ওই বহুজাতিক কোম্পানির তরফে আদালতে মামলা করা হয়।

যদিও রেজাউলের দাবি, তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে ব্যবস্থা করার পারমিশন নিয়েই এই কারখানা চালু করেছেন। তাছাড়া তাঁর তৈরি ওয়াশিং পাউডারের নামও ভিন্ন। এরপরও আদালতে মামলা হয়েছে। আপাতত ওই ফ্যাক্টরি বন্ধ রয়েছে।

গাজোলে খুঁটিপুজো

গাজোল, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দুপুরে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গাজোল থানা রোডের ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাবের খুঁটিপুজো হল। এবছর এই পুজো ৩৮তম বছরে পড়ল।

স্থানীয় সুইটি প্রসাদ জানান, 'আমরা মহিলারাও এই পুজোতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে থাকি। হিন্দু-মুসলিম সবাই আমাদের এই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়ে থাকে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন সংগ্রাম।। হলদিবাড়িতে তিস্তা নদীতে। নারায়ণ দাসের ক্যামেরায়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে জখমের পুরোনো কুকর্মের রেকর্ড

মাদক ব্যবসার যোগ সন্দেহে প্রৌঢ়কে গুলি

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় এক ব্যক্তিকে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় গুলি করা হয়। আহত ব্যক্তির নাম শচীন পোদ্দার। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে এই গুলি কাণ্ডে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি এক সময়ের কুখ্যাত দুষ্কৃতী এবং ডাকাত। বর্তমানে যিনি মাদকের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। তার এলাকারই আরেক মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিবাদ চলছিল।

সেই বিবাদের জেরেই গুলি চলার সম্ভাবনা বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে জানালেন, তিনি আগে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার জন্য জেলও খেটেছেন। বেশ কয়েক বছর আগে থেকে তিনি এই মাদকের ব্যবসা শুরু করেছেন। কিছুদিন ধরে এলাকারই আরেক মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিবাদ চলছিল। তবে কে তাকে গুলি করেছে, এ ব্যাপারে তার কোনও ধারণা নেই।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়ারি এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন কুস্তরিয়া এলাকার বাসিন্দা শচীন পোদ্দার(৫৮)। তিনি এবং তার ছেলের দাবি, তারা বাইকে হাট থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় আরেক বাইক আরোহী পেছনদিক থেকে গুলি চালায়। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত। তদন্তের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই উঠে এসেছে এসব বিস্ফোরক তথ্য। সংবাদমাধ্যমের সামনেও সমস্ত কথা স্বীকার করেছেন শচীন পোদ্দার। তার দাবি, দুই বছর ধরে তিনি মাদকের ব্যবসা করতেন। গাঁজা আনতেন রায়গঞ্জ থেকে। এর আগে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন।

> বৃহস্পতিবার রাতে বাইকে করে ফেরার সময় দুটি ছেলে আমাদের বাইকের পাশে এসে গুলি করে। গুলি বাবার পেট ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ছেলেগুলোর বয়স ২০ থেকে ২২ হবে। কাছেই বিহার। সেখানেও তারা পালিয়ে যেতে পারে।
>
> **ভোলা পোদ্দার**
> **আহত ব্যক্তির ছেলে**

আইসি মনোজিৎ সরকার জানিয়েছেন, 'তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিহারের দুষ্কৃতী যোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

আহত ব্যক্তির ছেলে ভোলা পোদ্দার বলেন, 'গতকাল রাত্রে বাইকে করে ফেরার সময় দুটি ছেলে বাইকে আমাদের ধাওয়া করেছিল। ফাঁকা জায়গায় আমাদের বাইকের পাশে এসে গুলি করে। গুলি বাবার পেট ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ছেলেগুলোর বয়স ২০ থেকে ২২ হবে। কাছেই বিহার। সেখানেও তারা পালিয়ে যেতে পারে।'

বালুরঘাটে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে

ঘরে আটকে মার পুরকর্মীদের

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হল বালুরঘাটের পুরকর্মীদের। ইঞ্জিনিয়ার ও পুরকর্মীদের বাড়ির ভেতরে তালাবন্দি করে আটক ও মারধরের অভিযোগ উঠল গৃহকর্তার বিরুদ্ধে। ঘণ্টাখানেক বদ্ধ ঘরে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন আটকে থাকা ওই ৯ জন কর্মী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই কর্মীদের উদ্ধার করেন বালুরঘাট থানার পুলিশ শান্তিনাথ পাঁজা ও পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

এই ঘটনায় বালুরঘাট পুরসভার তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই বাড়ির মালিক ও তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পাঠানো হলে তাঁদের জেল হেপাজতে দেওয়া হয়। এদিকে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুপ্রস্তাব দেওয়া ও টাকা না মেটানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ। পাশাপাশি ওই গৃহবধূর মামলার তদন্তও শুরু হয়েছে।

বালুরঘাট শহরের এক বাসিন্দার নবনির্মিত তিনতলা বাড়িকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়। ওই বাড়ি নির্মাণের কারণে প্রতিবেশীর সীমানাজনিত সমস্যা হওয়ায় পুরসভায় অভিযোগ জানানো হয়। পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যানের বাইরে গিয়ে বেআইনিভাবে বাড়ি সম্প্রসারিত করায় তাঁদের ছাদের জল প্রতিবেশীদের বাড়িতে পড়ছে বলে অভিযোগ। বালুরঘাট পুরসভার অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি এ নিয়ে কয়েকবার বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। গৃহকর্তাকে বারবার নোটিশ দিয়েও উত্তর মেলেনি। অবশেষে গতকাল দুপুর থেকে পুরসভার তরফে ওই বাড়ির কিছু বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দুপুরে শুরু হওয়া সেই কাজ শেষ করতে সন্ধ্যা লেগে যায়। বাড়িতে একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ মোট নয় জন পুরকর্মী কাজ করছিলেন। অভিযোগ, সিঁড়ির লাগোয়া ঘরে তালা দিয়ে তাঁদের আটকে দেয় বাড়ির মালিক ও তার ছেলে। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁদের আটকে রাখা হয়। কর্মীদের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার আবার ওই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এক মহিলা থানায় অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আমার স্বামী ওই বাড়ি বানানোর বরাত নিয়েছিলেন। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ টাকা দিয়ে দিলেও, এখনও প্রায় চার লক্ষ টাকা বাকি ছিল। কিন্তু তার আগেই আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে মারা যান। এরপর থেকেই ওই বাড়ির মালিক টাকা দিতে অস্বীকার করছে। দীর্ঘদিন ধরেই ঘোরাচ্ছে। টাকা দিচ্ছে না, কুপ্রস্তাব পর্যন্ত দিয়েছে।

> আমরা বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়েছিলাম। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা সেখানে কাজ করছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ করে যখন কর্মীরা বের হবেন তখন তাঁদের আটকে দেন ওই বাড়ির মালিক। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
>
> **অশোক মিত্র, চেয়ারম্যান**
> **বালুরঘাট পুরসভা**

বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় পুরসভার তরফে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে কর্মীদের আটকে রাখা নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার তরফে মামলা দায়ের হয়েছে। ওই বাড়ির মালিক ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজকে ওই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা হয়েছে।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'আমরা বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়েছিলাম। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা কাজ করছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ করে যখন কর্মীরা বেরবেন তখন তাঁদের আটকে দেন ওই বাড়ির মালিক। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

কুমারগঞ্জে মেশিন চালু

কুমারগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জে প্রথম স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিসপোজাল ইনসিনেরেটর মেশিন উদ্বোধন হল। একলক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি ইনসিনেরেটর মেশিন রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের ধাদলপাড়ায় বসাল কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি।

প্রতি বাড়িতেই এখন স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহৃত হয়। এই স্যানিটারি ন্যাপকিন পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের মধ্যেই ঢুকে থাকে। এটি কোনও কাজে লাগে না। তবে এর থেকে রোগ ও জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি এবার সেই ন্যাপকিনগুলো আবর্জনার স্তূপ থেকে আলাদা করে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলার জন্য দুটো ইনসিনেরেটর মেশিন বসাল। এইরকম উদ্যোগ কুমারগঞ্জে প্রথম বলে জানা গিয়েছে।

কুমারগঞ্জ ব্লকের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'আমরা ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দিতে চাই। পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিই।'

এখনও আলোচনা বন্যাদুর্গত ভূতনিতে

বাঁধ কাটার বলি অন্তঃসত্ত্বা বিউটি

আজাদ

মানিকচক, ৬ সেপ্টেম্বর : কাটা বাঁধই কাল হল। নষ্ট হল দুটি প্রাণ। বাঁধ কাটার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়নি অন্তঃসত্ত্বা বিউটি মণ্ডলকে। তাতেই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ৪ সেপ্টেম্বর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। বাঁচানো যায়নি গর্ভস্থ সন্তানকেও। তেমনটাই অভিযোগ তাঁর পরিবারের।

প্লাবিত ভূতনিতে নৌকার অভাবে বিউটির মৃত্যু নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে সমালোচনার ঝড়। প্রশাসনিক অব্যবস্থাকেই দায়ী করছেন সবাই। মৃত বিউটির বাপের বাড়ি হিরানন্দপুর অঞ্চলের শিবুপাড়া এবং শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণ চণ্ডীপুরের করমুটোলায়। ৪ তারিখ বিউটি বাপের বাড়িতেই ছিলেন। সন্ধে নাগাদ তাঁর স্বামী প্রতাপ ফোন মারফত জানতে পারেন, স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তড়িঘড়ি বাইকে করে শ্বশুরবাড়ি যান তিনি। একটি অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে বাঁধের রাস্তা দিয়ে তিনি ভূতনি ব্রিজের দিকে রওনাও দেন। কিন্তু বাধ সাধে কাটা বাঁধ। বন্যার জমা জল বের করতে প্রশাসনিক নির্দেশ উপেক্ষা করে ২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে উত্তর চণ্ডীপুরের কিছু মানুষ জোর করে দক্ষিণ চণ্ডীপুর স্লুইস গেটের কাছে বাঁধ কেটে দেয়। সেই জায়গাতেই আটকে পড়ে বিউটির অ্যাম্বুল্যান্স।

অভিযোগ, সেদিন রাতে পারাপারের জন্য কোনও নৌকা ছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও নৌকা না পেয়ে বিউটিকে টোটোতে চাপিয়ে কোনওরকমে ভূতনি ব্রিজের কাছে নিয়ে আসা হয়। তখন বিউটির প্রবল রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ভূতনি ব্রিজে থাকা অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে দ্রুত মালদা নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে তাঁকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিকেলে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

মানিকচক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার তিনদিন আগে থেকেই রক্তক্ষরণ শুরু হয় বিউটির। তিনি সেকথা কাউকে জানাননি। বিউটিকে প্রথমে কোনও সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সেই রাতে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত। ইতিমধ্যে ১৬ জন গর্ভবতীকে প্লাবিত এলাকা থেকে এনে হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। গর্ভবতীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার জন্য বারবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র ভূতনির প্লাবিত এলাকায় ১০০ জনেরও বেশি গর্ভবতী মহিলা রয়েছেন। তার মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ জন মহিলার প্রসবের সময় প্রায় চলে এসেছে। তবে এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মানিকচক স্বাস্থ্য দপ্তর গর্ভবতীদের নিয়ে কতটা তৎপর হয় এখন সেটাই দেখার। আর যেন কোনও গর্ভবতীকে বিউটির মতো অকালে হারিয়ে না যেতে হয়, সেটাই চাইছেন ভূতনিবাসী।

'বিভীষণ' খুঁজতে অভিষেকের দূত

করণদিঘি, ৬ সেপ্টেম্বর : মাঝে রয়েছে আর একটি বছর। তারপরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। লোকসভা ভোটের আগে দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার দল যদিও ভালো ফল করেছিল। কিন্তু এবারের বিধানসভার আগে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের জনরোষের মুখে বেশ ব্যাকফুটেই ঘাসফুল শিবির। তার উপরে উত্তরবঙ্গে আশানুরূপ ফল না হওয়ার কারণ হিসেবে দলীয় সংঘাতের ইঙ্গিত। এমনই মতামত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

এখন প্রশ্ন, তৃণমূল হাইকমান্ডেরও কি এই একই ভয়? সম্প্রতি দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেকের 'দূত'দের ডালখোলা সফর সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বলেছিলেন, 'পঞ্চায়েতে আপনি টিকিট পাবেন। পুরসভায় টিকিট পাবেন। আপনি জিতবেন। কিন্তু বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে প্রার্থীকে জেতাতে হবে, এটা চলবে না। খারাপ ফল হলে দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তা তিনি যত বড় নেতা হোন না কেন, যাঁর ছত্রছায়াতেই থাকুন না কেন। তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।'

'২৪শের লোকসভা ভোটে ডালখোলা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের তিনটিতে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। বাকি ১৩টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। লোকসভায় ভরাডুবির পর তৃণমূলের অভ্যন্তরে অভিযোগ উঠতে থাকে, নিষ্ক্রিয় নেতা, কর্মীদের জন্য তৃণমূলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি।

এবারে সেই নিষ্ক্রিয় কাউন্সিলার ও কর্মীদের চিহ্নিত করতেই অভিষেকের 'দূত' পৌঁছাল ডালখোলায়। দলের অন্দরে গুঞ্জন, লোকসভা ভোটের সময় কারও গাফিলতি ছিল। এমন প্রমাণিত হলে ছেঁটে ফেলা হতে পারে দল থেকে।

শুক্রবার ডালখোলা পুরসভার কাউন্সিলারদের ডেকে খোঁজখবর পর্ব সেরেছেন 'যুবরাজের' দূতেরা। যদিও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ডালখোলা পুরসভায় পরাজিত হলেও বিজেপিকে বেশ কঠিন লড়াই দিয়েছিল ঘাসফুল।

কিন্তু লোকসভা ভোটে ৩ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তাঁরা। যার জন্য দলের অভ্যন্তরে নেতা ও কাউন্সিলারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই দায়ী করেছেন নীচুতলার কর্মীরা। সে কথা মাথায় রেখে, ২১ জুলাই-এর মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা বাস্তবায়নের জন্যই এই সফর। বিশেষ করে কার্তিক পালের রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের ফলে বিভীষণদের চিহ্নিত করতে ময়দানে নেমেছে অভিষেকের দূতেরা। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কারা বিভীষণ হিসেবে চিহ্নিত হবেন ও তাঁদের বিরুদ্ধে দল কী ব্যবস্থা নেবে।

লটারি প্রতারণায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুর সহ চাঁচল মহকুমা জুড়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে জাল লটারি টিকিটের কেনাবেচা। মহকুমা জুড়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হচ্ছে একের পর এক জাল লটারি বিক্রেতা। এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে জাল লটারি কাণ্ডে চাঁচল থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক সিভিক ভলান্টিয়ার। জাল টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে খবর।

পুলিশ জানায়, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সামিম আখতার। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে হরিশ্চন্দ্রপুরে বিহার সীমানার কুশিদা থেকে গ্রেপ্তার করে চাঁচল থানার পুলিশ। সামিম আখতার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চাঁচল মহকুমা আদালতের মাধ্যমে ধৃতকে চারদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জাল লটারির টিকিট বিক্রি চক্রে সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জড়ানোর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, 'পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এর আগেও এই জাল লটারি টিকিট কাণ্ডে একাধিক গ্রেপ্তার হয়েছে। আইন আইনের পথেই চলবে।'

> পুলিশ গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এর আগেও এই জাল লটারি টিকিট কাণ্ডে একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে। আইন আইনের পথেই চলবে।
>
> **সোমনাথ সাহা**
> **এসডিপিও, চাঁচল**

পুলিশ ও টিকিট বিক্রেতাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগে হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয়েছিল জাল টিকিটও। এরপর গত ৩০ অগাস্ট জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগে চয়নপুরের মুক্তার আলম ও স্বরূপগঞ্জের সুব্রতকুমার দাস নামে দুই টিকিট বিক্রেতাকে চাঁচল থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করতেই উঠে আসে সিভিক ভলান্টিয়ার সামিমের নাম। সামিম জাল টিকিট সরবরাহ করত বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। সেই টিকিট কোথা থেকে সে নিয়ে আসত, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এমনকি এলাকার কোথাও গোপনে জাল টিকিট ছাপানোর ছাপাখানা রয়েছে বলেও পুলিশের অনুমান।

এলাকারই এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লটারির স্টকিস্ট জানান, দীর্ঘদিন ধরেই এই জাল টিকিটের কারবার চলছে এলাকাজুড়ে। নকল টিকিটে প্রাইজও লেগে যাচ্ছে তারপরে শুরু হচ্ছে সমস্যা। আমরা এনিয়ে বহুবার প্রশাসনকে বলেছি।

বার্ষিক সাধারণ সভা পতিরামে

পতিরাম, ৬ সেপ্টেম্বর : জেলা ও ব্লক কৃষি দপ্তর স্বীকৃত এবং কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নে গঠিত ইছামতী-কুমারগঞ্জ এগ্রো প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা হল পতিরামে। বৃহস্পতিবার পতিরাম তিনকোণা মোড় পথসাথী হলঘরের সভায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, বিভিন্ন ব্লকস্তরের কৃষি দপ্তরের আধিকারিক, তাঁদের সহযোগী ও এই সংস্থার সদস্যরা ছিলেন। ছিলেন ডিডিএ বাদল শীল, এডিএ (এডমিন) দেবরাজ সরকার, এডিএইচও বানাজ আলম প্রমুখ। সভায় কৃষির সঙ্গে জড়িত কৃষক ও মানুষের উন্নয়ন, আয়ের সংস্থান বৃদ্ধি, উন্নত ও নতুন ধরনের ফসলের চাষ নিয়ে আলোচনা হয়। সাতজনকে নিয়ে নতুন এফপিসি পরিচালন কমিটি গঠিত হয়।

তৃণমূলের বৈঠক

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে বিশেষ বৈঠক করল বালুরঘাট টাউন তৃণমূল কমিটি। যেখানে রাজ্য তৃণমূল ঘোষিত একাধিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুক্র, শনি ও রবিবার বিভিন্ন দাবিতে সোচ্চার হওয়ার কথা বলা হয়েছে এদিনের বৈঠকে। উপস্থিত ছিলেন টাউন সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডল সহ তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব।

গণপতি বাপ্পা। শুক্রবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ব্যারিকেড

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল চত্বরের জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল পুলিশ প্রশাসন। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে জাতীয় সড়কের দুপাশেই দেওয়া হল ব্যারিকেড। বালুরঘাট সদর ট্রাফিক পুলিশের তরফে চারটি ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ার।

সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : লায়ন্স ক্লাব ইন্টার ন্যাশনালের রায়গঞ্জ ইউনিটের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাতে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীচরণ সাহা, ডঃ সঞ্জয় সাহা, বিনয় আগরওয়ালা প্রমুখ।

পাখিগণনা

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : আগামী ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ কুলিক পাখিরালয়ে এবছরের পাখিগণনা হবে। তার আগে শুরু হয়েছে পাখিরালয়ের গাছগুলির নতুন করে নাম্বারিংয়ের কাজ। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের গণনায় স্বেচ্ছাসেবকেরা ছাড়াও কলেজ পড়ুয়ারা অংশ নেবেন।

বিজ্ঞানমেলা

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কর্ণজোড়ার ইউথ হস্টেলে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেলা বিজ্ঞানমেলা ও সেমিনার। এবারের বিষয় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা এতে অংশ নিতে পারবে।

সাপ উদ্ধার

পতিরাম, ৬ সেপ্টেম্বর : ফের উদ্ধার বিষধর সাপ। পতিরাম দক্ষিণপাড়া বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় লোকালয়ের মধ্যে বিশালাকার কিং কোবরা সাপের দেখা দেওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। উদ্ধারের জন্য বন দপ্তর ও সর্প বিশারদদের খবর দেওয়া হয়।

পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন

কুমারগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জের ধাদলপাড়ায় অবস্থিত নির্মল বাংলা মিশন সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কর্মীদের জন্য এবং এলাকার ২০০ পরিবারের জন্য পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সোলার চালিত পানীয় জলের মেশিন বসানো হল। পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গণেশ দাস প্রমুখ।

বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'ত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে বছর তিনেক আগে ধাদলপাড়ায় নির্মল বাংলা মিশনের অন্তর্ভুক্ত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি করা হয়েছিল। এখানে বর্জ্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে পচনশীল ও অপচনশীল কাজটা করানো হয়। সার বানানো হয়। প্রচুর কর্মী কাজ করেন এখানে। পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করে এই প্রকল্পটি করা হল।'

বিকল ট্রান্সফর্মার

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা বজ্রপাতে শহরের সাহেবকাছারি এলাকার একটি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যায়। পাশাপাশি ওই এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে ইলেক্ট্রিক সামগ্রীও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর ফলে ওই এলাকায় দীর্ঘক্ষণ লোডশেডিং থাকে। ফলে এই গরমে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় এলাকাবাসীকে।

রক্ষণাবেক্ষণ নেই, টাকার অভাবে ভেঙে পড়ছে স্কুল

পড়ুয়া নেই ছাদহীন শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : ভেঙে পড়ছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ভবন। শিক্ষাদান করেন মোটে দু'জন শিক্ষিকা। প্রাণ ও শিক্ষার মান দুই-ই হাতে করে ক্লাস করছে পড়ুয়ারা। নজর নেই প্রশাসনের। এই শোচনীয় চিত্র হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের তুলসীহাটা কেলাবাড়ি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের।

২০০২ সালে কেলাবাড়ি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটি চালু হয়। সেই সময় তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৩,৬৩,৮৮৪ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় একটি শ্রেণিকক্ষ। এরপর ২০১০ সালে আরও দুটি শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হলেও এখনও পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষ দুটির ছাদ তৈরি হয়নি। একটি শ্রেণিকক্ষেই চলছে সব শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস। ছাদ না থাকার কারণে রৌদ্র, বৃষ্টিতে কক্ষ দুটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। দেওয়াল থেকে খসে পড়ছে ইট। অপরদিকে বিমের চাঙড় খসে পড়ছে। বেরিয়ে এসেছে লোহার রড। যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষিকারা। অভিভাবকদের একাংশ ভয়ে বাচ্চাদের স্কুলেও পাঠাচ্ছেন না। ক্রমেই স্কুলে কমছে পড়ুয়াদের সংখ্যা। এমতাবস্থাতেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

বেহাল শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। শুক্রবার হরিশ্চন্দ্রপুরে। - সৌরভকুমার মিশ্র

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা সায়েদা খাতুন বলেন, 'স্কুলে মাত্র দু'জন শিক্ষিকা আছে। খাতায়-কলমে ১৭০ জন ছাত্রছাত্রী থাকলেও ৩০-৪০ জন স্কুল আসে। ২০১০ সালে দুটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৪ বছর কেটে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ছাদ হয়নি। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেয়। মিড-ডে মিল রান্নার জন্য কোনও রান্নাঘর নেই। আমরা ব্লক নোডাল অফিসারকে একাধিকবার সমস্যার কথা জানিয়েছি। কোনও সমাধান হয়নি।'

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের নোডাল অফিসার হুমায়ুন কবির বলেন, 'স্কুলটি পরিদর্শন করেছি। ফান্ডে টাকা না থাকায় কক্ষ দুটির কাজ সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। আমি জেলায় বিষয়টি জানিয়েছি।'

ভিনরাজ্যের ছাত্রীর মৃত্যু বিশ্বভারতীতে

বোলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে বিশ্বভারতীতে ভিনরাজ্যের আবাসিক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, আম্রপালি ছাত্রী নিবাসেই বিষ খেয়েছেন ছাত্রীটি। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তবে এই ঘটনায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ছাড়াই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ছাত্রী নিবাসে ঢোকে বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগে মধ্যরাত পর্যন্ত পুলিশকে ছাত্রী নিবাসে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীকে আরজি কর হতে দেব না' সহ তথ্য লোপাটের চেষ্টা চলছে বলেও স্লোগান ওঠে। যদিও বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দাবি, যাতে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ লোপাট না হয় তাই পুলিশ হস্টেলের ঘরটি তড়িঘড়ি সিল করেছে। বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী আদতে বারাণসীর বাসিন্দা।

হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন বাম সংগঠনের অভিযানের মুহূর্তে। শুক্রবার।

‘গণধর্ষণের প্রমাণ নেই’

সিবিআইয়ের চার্জশিট শীঘ্রই, সঞ্জয়ের জামিনে না

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে গণধর্ষণের অভিযোগ কার্যত ক্ষীণ হচ্ছে সিবিআইয়ের দাবিতে। কারণ, তাদের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, নির্যাতিতা চিকিৎসককে গণধর্ষণের কোনও প্রমাণ মেলেনি। সমস্ত তথ্যপ্রমাণেই এই ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে সিবিআইয়ের সূত্র অনুযায়ী এমনটাই দাবি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত তারা চার্জশিট দাখিল করতে চলেছে। শুক্রবার সঞ্জয়কে জেল হেপাজত শেষে ভার্চুয়ালি শিয়ালদা কোর্টে হাজির করানো হয়। জামিনের জন্য রীতিমতো কান্নাকাটি করতে থাকে সঞ্জয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী সময়ে হাজির না হওয়ায় একসময় বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সঞ্জয়কে জামিন দিয়ে দেওয়া হবে কি না জানতে চান। শেষমেশ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আরজি করের ঘটনায় ক্রমশ রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ ও সিবিআইয়ের কাছে সঞ্জয়ের পৃথক বয়ান তদন্তের মোড় ঘুরিয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআই এখনও পর্যন্ত ১০০ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে। ১০টি পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছে। তার মধ্যে দুটি টেস্ট সন্দীপ ঘোষের। তদন্তের শেষ পর্যায়ে এসে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর সিবিআই তাদের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে বলে আশা করছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ও মেডিকেল রিপোর্ট দিল্লির এইমসের বিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে সিবিআই। সেখানে চিকিৎসকদের মতামত জানার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে তারা। হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর যদি সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেয় তখন এইসব তথ্য প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

জনরোষের আশঙ্কায় এদিন সঞ্জয়কে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদা কোর্টে ভার্চুয়ালি হাজির করানো হয়। কারণ, তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, আরজি করের ঘটনায় যে ক্ষোভ মানুষের মনে রয়েছে তাতে সশরীরে সঞ্জয়কে পেশ করা হলে হামলা হতে পারে। সন্দীপ ঘোষের ক্ষেত্রে তা দেখেছেন তদন্তকারীরা। এদিন ৪.১০ মিনিটে নিম্ন আদালতে শুনানি শুরু হয়। কান্নাকাটি করে জামিন চান সঞ্জয়। তবে সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসারের ওপর ক্ষুব্ধ হন বিচারক। কারণ, সাড়ে ৪টে বেজে গেলেও তাঁরা কেউ সময়মতো হাজির ছিলেন না। সঞ্জয়ের আইনজীবী কবিতা সরকার জানান, তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন, সে কিছু করেনি। উচ্চ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা পড়ে নেই। সিবিআই এতদিন ধরে তদন্ত করছে, কিন্তু তদন্তের কোনও অগ্রগতি হয়নি। সঞ্জয় অন্য কোনও অপরাধের সঙ্গেও জড়িত নয়। তাই জামিন পেতে বাধা নেই। তারপর সিবিআইকেও সওয়াল করতে বলেন বিচারক। কিন্তু সিবিআইয়ের আইনজীবী বা তদন্তকারী অফিসার হাজির না থাকায় সহকারী তদন্তকারী অফিসারকে বিচারক প্রশ্ন করেন, ‘আপনাদের আইনজীবী কোথায়?’ সহকারী অফিসার জানান, তাঁরা রাস্তায় রয়েছেন। এজলাস থেকে বেরিয়ে তাঁদের ফোন করেন ওই অফিসার। তারপর তিনি জানান, আর কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিচারক বলেন, ‘তাহলে এই কেসে জামিন দিয়ে দেব? এটা তো সিবিআইয়ের চরম গাফিলতি।’ ৪০ মিনিট পর সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হন। অবশেষে সঞ্জয়কে পুনরায় ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়।

মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল, সরানো হল ৫২ জনকে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রোর সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় ফের বিপত্তি বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেনে। বৃহস্পতিবার রাতে নির্মীয়মাণ টানেলে জল ঢুকতে দেখা যায়। বিপদ এড়াতে শুক্রবার সকালে ওই এলাকার ১১টি বাড়ির ৫২ জনকে তড়িঘড়ি অন্যত্র পাঠানো হয়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। শুক্রবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে আসেন মেট্রো রেল আধিকারিকরা। স্থানীয় কাউন্সিলার ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। তখনই ১১টি বাড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়। স্থানীয় হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পর তাঁদের বাড়িতে ফেরানো হতে পারে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, কতদিন এই ভোগান্তি পোয়াতে হবে? ক্ষুব্ধ জনতা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান। কেএমআরসিএল-এর পক্ষে জানানো হয়, আশা করা হচ্ছে সমস্যার সমাধান হবে।

রাষ্ট্রপতিকে অপরাজিতা বিল পাঠালেন রাজ্যপাল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আগেই জানিয়েছিলেন, বিধানসভা থেকে টেকনিকাল রিপোর্ট পেলেই অপরাজিতা বিল নিয়ে তিনি যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবেন। সেই দাবি মেনে বিধানসভায় পাশ হওয়া ধর্ষণ দমনে রাজ্যের বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট শুক্রবার রাজভবনে পাঠাল বিধানসভা। ৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এই বিল পাশ হওয়ার পর তা রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই বিল নিয়ে বিধানসভায় যে বিতর্ক হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি পাননি এবং তাতে তিনি অখুশি।

রাজভবন সূত্রে খবর, বিধানসভায় পাশ হওয়া ‘অপরাজিতা বিল’-এ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সংশোধনী খারিজ হওয়া নিয়ে সরকারের আইনি যুক্তি দেখে নিতে চান রাজ্যপাল। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার বিধানসভার কাছে বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষের চেম্বারে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। অধ্যক্ষ বলেন, ‘রাজ্যপাল যে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তা এদিনই রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। আশা করি এবার তা খতিয়ে দেখে দ্রুত বিলে স্বাক্ষর করবেন।’ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘এটা রাজ্য সরকার ও রাজভবনের বিষয়। আমরা বিল সমর্থন করলেও, সেদিনই বলেছি বিলটি ত্রুটিপূর্ণ। আমার দেওয়া সংশোধনী খারিজ করা হয়েছে। রাজ্যপাল আইনগত দিক খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই এই বিলে স্বাক্ষর করবেন।’

টেকনিকাল রিপোর্ট হল, এক কথায় বিলের খুঁটিনাটি বিষয়। বিল পাশ বিতর্কে কতক্ষণ আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনায় শাসক ও বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল কি না, হলে তা গ্রহণ না খারিজ করা হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের বক্তব্য ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে মূলত শুভেন্দুর দেওয়া সংশোধনী খারিজের বিষয়টি মুখ্য বলেই মনে করছে বিধানসভা।

৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ধর্ষণ দমনে এই অপরাজিতা বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল। ওই বিলে মূলত ২টি সংশোধনী গ্রহণের দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। সংশোধনী ছিল তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী বয়ান বদল করলে সেক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় রাখতে হবে তাঁদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিজেপির সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

যাইহোক, বিলে অনুমোদন চেয়ে রাজভবনে বিল পাঠানোর সময় বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট কেন পাঠায়নি বিধানসভা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নবান্নে পরশু প্রশাসনিক সভা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যজুড়ে থমকে যাওয়া প্রশাসনিক কাজে গতি ফেরাতেই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠকে কড়া নির্দেশ জারি করবেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন যেভাবে বাড়ছে, তাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই আবহে সরকারের চলতি সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিও অল্পবিস্তর ব্যাহত হচ্ছে। এতে রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তার ওপর আঘাত আসতে পারে বলে আশঙ্কা নবান্ন প্রশাসনের।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রের খবর, অস্থির প্রশাসনিক কাজে উদ্ভূত এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতেই সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর তড়িঘড়ি এই বৈঠক ডাকার পিছনে শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সায় রয়েছে।

কলকাতায় নার্সদের মোমবাতি মিছিল

মেয়েদের ফের ‘রাত দখলের’ ডাক কাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ফের মেয়েদের ‘রাত দখল’-এর ডাক। ৮ সেপ্টেম্বর রবিবারের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, ‘শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন গানের ভোর’। যত দিন যাচ্ছে, আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় ততই উঠছে। শুক্রবার হাওড়ায় বিক্ষোভ-মিছিলে শামিল হয় বামেরা। কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে মোমবাতি মিছিল করেন বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সরা। শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ‘সারা রাত মেয়েদের থিয়েটার’ অনুষ্ঠিত হবে। কচিকাঁচাদের নিয়ে রাতভর হবে নানা থিয়েটার। ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওইদিন কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করবেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। বিকালে গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাবেন ৯-১০টি স্কুলের প্রাক্তনীরা।

আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৪ অগাস্ট ‘মেয়েদের রাত দখল’ নিয়ে সারা রাজ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোনও তুলনা নেই। ওই রাতে শুধু মহিলা নন, প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন পুরুষরাও। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী রিমঝিম সিংহ। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় একমাস। এখনও পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধী সাজা পায়নি। তার প্রতিবাদেই ফের মেয়েদের পথে নামার ডাক দিলেন রিমঝিমরা। শুক্রবার রিমঝিম জানান, ৮ সেপ্টেম্বর ফের রাত দখলে নামবেন রাজ্যের মেয়েরা। সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপি গাইন ও বাঘা বাইন’ সিনেমায় যেমন রাজার ঘুম ভাঙাতে দরজায় ধাক্কা দিতে হয়েছিল, তেমনি সরকারের ঘুম ভাঙাতে আবারও রাত জাগবে মেয়েরা। রাজ্যজুড়ে এবারও এই কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া মিলবে বলে আশা।

ফের অভিযান ছাত্রসমাজের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানের ধাঁচে ফের বড় ধরনের অভিযানে নামতে চলেছে ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ’। পুজোর আগেই এই অভিযানের ডাক দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ছাত্রসমাজের অন্যতম নেতা শুভঙ্কর হালদার। আরজি কর কাণ্ডে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে নেমেছিল ছাত্রসমাজ। ওই অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ হয়েছিল আন্দোলনকারীদের। কয়েক হাজার মানুষ শামিল হয়েছিলেন সেদিনের আন্দোলনে। সেই সাফল্য দেখেই নতুন করে আন্দোলনে নামতে চলেছেন তাঁরা। তবে এবারের আন্দোলনে শুধু দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা নয়, সারা রাজ্য থেকে মানুষকে যোগদানের ডাক দেওয়া হবে। শুভঙ্কর বলেন, ‘আরজি করের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।’ তবে কবে আন্দোলন হবে, সেই দিন এখনও স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়নি।

শনিবার, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১১১ সংখ্যা

ধৈর্যের পরীক্ষা

আরজি করের চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের পর থেকে প্রায় একমাস কেটে গেল। অথচ বহুকাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার এখনও অধরা। প্রায় প্রতিদিন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। পাল্লা দিয়ে চলছে রাজনৈতিক আকচা-আকচি। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তেমন খবর নেই এখনও। সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন ঘটনাটি নিয়ে নতুন তথ্য আসছে। আরজি করের পাশাপাশি রাজ্যের অন্য মেডিকেল কলেজগুলিতে কুকর্মের নানা ঘটনাও সামনে আসছে।

কিন্তু চিকিৎসক মৃত্যুর তদন্ত চলছে আপন গতিতে। ওই ঘটনায় মূলত যাঁর দিকে আঙুল উঠেছিল, আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তও চলছে। ওই অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রাথমিক ঘটনাটির তদন্ত ঘিরে এখনও ধোঁয়াশাই আছে। বরং একের পর এক অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ঠেলায় ধর্ষণ, খুনের বিষয়টি ক্রমশ আড়ালে চলে যাচ্ছে যেন।

রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দল পরস্পরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি অপরাজিতা বিল অনুমোদন করিয়েছে বিধানসভায়। বিরোধী দল বিজেপি তাতে অনন্যোপায় হয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে তাদের সংশোধনী খারিজ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু আইন তৈরি করলেই অপরাধের কিনারা হয় না কিংবা অপরাধ দমন করা যায় না। এটা দেশের মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা সামলানোর ভার, সেই সরকারও তিলোত্তমার বিচার চাই দাবি তুলছে। গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিচারের দাবিতে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুতে দোষী খুঁজে বের করার কাজটিতে তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। মানুষ বিচার চাইছে। নিহতের পরিবার বিচার চাইছে। বিরোধীরা বিচার চাইছে। সরকারও চাইছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধর্ষণ, খুনের মতো জঘন্য অপরাধে কঠোর সাজা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। কেউ অপরাধীদের আড়াল করলে তার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু আরজি করে মূল দোষী কে, তাই এখনও জানা গেল না। সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করার পর গত একমাসে আর একজনও ধরা না পড়ায় তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঠিক পরদিনই আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই ঘটনাস্থল সেমিনার হলের পাশের ঘরটি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। যে বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক হাজির ছিলেন। এই তথ্য জনমানসে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে।

তদন্তে এই রহস্যের কিনারা হওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সন্দেহগুলির উত্তর মিলছে না কোনও স্তর থেকে। সরকার অপরাজিতা বিল অনুমোদনে অতিসক্রিয় হলেও খুন-ধর্ষণের তদন্তে অতিসক্রিয়তার অভাব আছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর সময় বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর যেন তদন্ত গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্যাঁচপয়জার বোঝে না। বুঝতেও চায় না। তারা শুধু সুবিচার চায়।

দিল্লিতে নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের পর দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। গুঁতো খেয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও দিল্লির সরকার তদন্তের গতি বাড়িয়েছিল এবং শেষমেশ সাজা হয়েছিল নির্ভয়ার খুনিদের। যদিও ওই ঘটনার পর দেশে মহিলা নির্যাতন বন্ধ তো দূরের কথা, কমেওনি। আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার ভবিষ্যৎও এখনও অজানা। আমজনতাকে শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কিন্তু আর কতদিন, তাও অজানা।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

অস্থিরতার জলছবিতে নিস্পৃহতার বৃত্ত

শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে জানতে বয়েই গিয়েছে! বাঙালির ভাবনা আজও কলকাতা নির্ভর।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই দিয়ে যদি এক অস্থিরতার জলছবি আঁকতে যাওয়া হয়, তা হলে এই মুহূর্তে ঘুরেফিরে আসতে পারে আমাদের উপমহাদেশের মানচিত্র। বারবার। প্রতিবার।

এক একটা সময় মনে হবে, গোটা দেশজুড়ে এত অস্থিরতা, এত বিতর্ক তৈরি হল কী করে? এর পিছনে কোনও অঙ্ক রয়েছে, নাকি সব শাসকই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো হয়ে উঠল একসঙ্গে?

আরও একটা ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা কি আর দেশ নিয়ে বেশি ভাবছি না? শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে ভাবতে, ভারত নিয়ে জানতে আমাদের বয়েই গিয়েছে! টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন কলতলার ঝগড়া আমাদের ভাবনাচিন্তা এবং বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে? আমরা আমাদের জানার পরিধি সমুদ্র থেকে নিয়ে ফেলছি ডোবায়। এবং কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বাইরে আমাদের আগ্রহের পরিধি বাড়ছে না।

এসবের মাঝে বিভিন্ন রাজ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে, যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

মণিপুরে মৃত্যুমিছিল, আগুন নিয়ে বিভাজনের খেলা চলছেই।

মহারাষ্ট্রে শিবাজির মূর্তি ভেঙে পড়ায় গোটা রাজ্যে তোলপাড়। থিতিয়ে এসেছে থানেতে স্কুল ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা।

কেরলে মালয়ালম সিনেমায় যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই। তার রেশ তেলেঙ্গানাতেও।

উত্তরপ্রদেশে অ্যাম্বুল্যান্সে স্ত্রীর যৌন হেনস্তার পর স্বামীকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তায়। নার্সারির বালককে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে স্রেফ ননভেজ বিরিয়ানি টিফিনের জন্য আনায়।

অসমে নগাঁওয়ের গণধর্ষণে থামল না বিতর্ক। ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিটেনশন ক্যাম্পে। ৮৯ বছরের পুরোনো মুসলিম বিবাহ বিল বদলে ফেলল সরকার।

রাজস্থানে কনস্টেবলের পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির মাঝে স্কুল ছাত্রীদের দেওয়া সাইকেলের রং করে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া।

বেঙ্গালুরুতে ওলার অটো ড্রাইভার থাপ্পড় মারে তরুণীকে। খুনের দায়ে জেলে থাকা নামী অভিনেতা দর্শনের বন্দি অবস্থায় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিয়ে শোরগোল।

ঝাড়খণ্ডে সরকার পালটানোর খেলার মধ্যে কনস্টেবল হওয়ার পরীক্ষায় দৌড়োতে গিয়ে মৃত ১১ জন।

তামিলনাড়ুতে এক আইপিএস অফিসার তাঁর লিভ ইন পার্টনারকে মারধর করে বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার।

নয়াদিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠানোর খেলা নিয়ে টানাপোড়েন।

ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় মাওবাদীদের হত্যার খেলা।

কাশ্মীরে ভোটকে কেন্দ্র করে চলছে নানা রকম রাজনৈতিক অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতির অঙ্ক।

হরিয়ানায় ধর্ষক রামরহিমকে ছ'বার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া কারা অফিসার ভোটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিজেপির হয়ে।

আরও দীর্ঘ হবে তালিকা। বিরক্তিকর। এখানেই থেমে যাওয়া ভালো।

এসব লিখতে লিখতে সবিস্ময় ভাবতে হয়, সব জায়গাতেই মানুষের প্রতিক্রিয়া। কেমন নিস্পৃহ সবাই। এমনিতেই মানুষ খুব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে সর্বত্র। কোথাও নিজের ভাগ্যের সুতোয় টান পড়লে, নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে জ্বলে ওঠে। বাকি সময় চুপ করে থাকে। বাংলা এ জায়গায় বরং ব্যতিক্রম। আরজি করের দুর্ভাগা মেয়েটি আমাদের বিবেকবোধ কিছুটা হলেও জাগিয়েছে। রাস্তায় নেমেছে জনতা। বাকি রাজ্যগুলোতে কোনও প্রতিবাদের কাহিনী নেই। বাঙালি বলতে পারে, আমরা কিছুক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে জানি। অন্য রাজ্যে সেটাও তো হচ্ছে না।

গুজরাটে গত মার্চে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে নমাজ পড়ছিলেন কয়েকজন বিদেশি ছাত্র। তাঁদের ঘরে ঢুকে চার-পাঁচজন হিন্দু মৌলবাদী আক্রমণ করে। প্রচণ্ড মারধর করে। ঘর ভেঙে দেয়। কোনও কারণ ছাড়াই। এ নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদ দূরে থাক, অনেক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনও সে সব খেয়াল করেনি।

নিস্পৃহতাই আমাদের বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। কলকাতার প্রতিবাদ মিছিলগুলোতে রাজনীতির নোংরা জল ঢুকে সেটাকে তছনছ করে দিল বলে। কিন্তু এটা অন্তত বোঝানো গিয়েছে, শাসক, তোমার দুর্নীতির দিকে আমাদের চোখ রয়েছে। ভোটে কী হবে জানি না, তবে সব জানি। সেই প্রতিবাদের রেশ তো দেশের আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আর আমরা বাঙালিরাও কলকাতার বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারছি না। আমরা জেলায় বসে কলকাতাকে গালাগাল দেব, অথচ আমাদের সব ভাবনা চক্কর খাবে কলকাতাকে ঘিরে।

বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মালদার মানিকচক ও রতুয়া। মানিকচকের ভূতনির হিরানন্দপুরে ২৫ বছরের বিউটি মণ্ডল আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন। রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল তাঁর। বন্যার জল পেরিয়ে যেতে হবে ব্রিজে। প্রশাসনের তরফে নৌকোর ব্যবস্থা না থাকায় অপেক্ষা করতে হয় চার ঘণ্টা। রক্তশূন্যতার শিকার বিউটি বাঁচেননি। বাঁচেনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও।

তাঁর কথা ভেবে ক'টা প্রতিবাদ সভা হল মালদা শহরে? রাজ্য ও কেন্দ্রের কানে খবরটা পৌঁছোনো হল?

মুর্শিদাবাদের এক ঝাঁক পরিযায়ী শ্রমিককে ওডিশা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিনা, তাঁদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করেছে ওডিশার কিছু লোকজন। প্রাণ হাতে করে ফিরলেন তাঁরা। ওদিকে সমস্যায় পড়ল মুর্শিদাবাদের পুলিশ। ফরাক্কা অঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় চাকরি করেন ওডিশার লোকজন। মুর্শিদাবাদের প্রচুর লোকে দাবি শুরু করল, ওই লোকগুলোকেও ওডিশায় তাড়াতে হবে। পুলিশ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি শান্ত করল।

বহরমপুরে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মেটাতে ক'টা আলোচনা সভা হল? জানানো হল কেন্দ্র বা রাজ্যকে?

উত্তরবঙ্গে আরজি করের ঘটনার পরেই বেশ কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটল। উত্তরের কোন শহরে প্রতিবাদের মোমবাতির আলোয় উঠে এল সেইসব নির্যাতিতার জন্য প্রতিবাদ? আমরাই আবার বলব, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, অবহেলিত।

সব জায়গাতে ঘুরেফিরে আসবে একটি শব্দ। নিস্পৃহতা।

এই নিরাসক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও অবশ্য ভয়ে।

অসমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তবু তেমন হইচই হল না রাজ্যে। নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ব্যাপারটা স্রেফ চেপে দেওয়া হল। ঝাড়খণ্ডে এতজন স্রেফ কনস্টেবল হতে গিয়ে মারা গেলেন, সেটা নিয়েও যেন কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

অসমের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শুনলাম, সেখানে অনেকেই অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আর রাজি নন। কথা বলবেন। কিন্তু নাম ব্যবহার করতে চাইবেন না। গণধর্ষণ নিয়ে পর্যন্ত কথা বলায় আপত্তি।

কারণটা কী? শুনলে বোঝা যায়, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেই ভয়। হিমন্ত মোটামুটি যোগী আদিত্যনাথ বা অমিত শা'র মতো ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন। সমালোচনা শুনতে পছন্দ করেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ।

কেন্দ্রের দৌলতে অনেকরকম কাজ আসছে অসমে। প্রচুর টাকার কাজ। সবাই সে টাকার বখরা নিতে চান। বাংলায় কুড়ি বছর আগে যা হয়েছে, এখন তা শুরু হয়েছে অসমে। দাদাগিরি। ডিটেনশন ক্যাম্পে ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠানোর খবর চাপাই ছিল। অনেক কাগজ ছাপায়নি, টিভি দেখায়নি। এর পিছনে মধুভাণ্ডের বখরা নিয়ে টানাটানি। গুয়াহাটিতে প্রচুর লোকের হাতে হঠাৎই প্রচুর টাকা। কেউ আর সরকারকে চটাতে চায় না। বিরোধী নেতারাও।

বাংলার অনেক শহরে যা হয়ে থাকে। এই যে আরজি কর মেডিকেল কলেজ বা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এত দুর্নীতি নিয়ে খবর বেরোচ্ছে, অন্য মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি হয় না বিশ্বাস করতে হবে? সবাই কিন্তু চুপ। নিজের স্বার্থেই চুপ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পড়ুয়াদের এতদিনে ঘুম ভেঙেছে। এতদিনে প্রতিবাদী হয়েছেন। অথচ মালদা, রায়গঞ্জে আবার প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্তি। আবার কোন কলেজে কোন সকালে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে পড়ুয়ারা, কে জানে!

উদাসীনতা সরিয়ে রেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অঙ্কে রাজনীতি মিশে গেলে সবচেয়ে ভয়ংকর। তা টের পাওয়া যায় পাশের বাংলাদেশকে দেখে। যত দিন যাচ্ছে, তত বোঝা যাচ্ছে ইউনূসের নয়া দেশে ভয়ংকর হয়ে উঠছে জামায়াতে। আওয়ামি লিগহীন দেশে দু'নম্বর দল বিএনপিকেও আজ ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহরের বাইরের গ্রামগুলো মৌলবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে। হিন্দুদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, বলার কিছু নেই। পুলিশে অভিযোগ জানালে হিতে বিপরীত হবে। এবার দুর্গাপুজোর সংখ্যাও অনেক কমে যাচ্ছে, গ্রামে এতটাই ভয়ংকর ভয়। হাসিনার পতনে যাঁরা খুশি হয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে তাঁদের গলাতেই হতাশার সুর।

আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা অধিকাংশই বন্দি বা পলাতক। আওয়ামি সমর্থক বুঝলেই তাঁদের আক্রমণ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লাইন প্রশাসনের বিরুদ্ধে লেখা হলে মেরে ফেলা হচ্ছে। মারা গিয়েছেন অজস্র পুলিশ। অথচ হাসিনাকে যাঁরা আর্মির হেলিকপ্টারে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, সেই সেনার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। সেনাপ্রধান আবার হাসিনার আত্মীয়। এখন বাংলাদেশের অনেককে বলতে শুনছি, ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে জামায়াতের হাত ছিল। কুমিল্লা, রাজশাহি, নোয়াখালি, খুলনা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রভাব মারাত্মক তাদের। কিন্তু অবাধ নির্বাচন হলে জিতবে খালেদা জিয়ার বিএনপি--তাই তাদেরও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

আমেরিকার হস্তক্ষেপেই বাংলাদেশে এই অবস্থা এবং হিলারি ক্লিন্টন বান্ধব ইউনূস ক্ষমতায়-এমন বিশ্বাস বাংলাদেশে অনেকের। তাঁরা মনেপ্রাণে চাইছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়। কেননা কমলা হ্যারিসের ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ হবে না। ইউনূস নিজে হিলারি ক্লিন্টন সহ ডেমোক্র্যাটদের খুব ঘনিষ্ঠ। ট্রাম্প হয়তো জামায়াতেকে ক্ষমতাবান হতে দেবেন না।

এত অঙ্কের মধ্যে বাস্তব সত্য হল একটাই। বাংলাদেশে আর প্রতিবাদের জায়গা নেই। পাকিস্তানেও নেই। ভারতে যেটা এখনও রয়েছে। এবং সেই স্বাধীনতারই অপব্যবহারে নেমেছে কিছু সরকার। থাকছে পরাধীনতা জালও। উত্তরপ্রদেশে যোগী রাজ্যে নতুন বিল এনেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দেশবিরোধী' ও 'অশালীন' মন্তব্য করলেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারের প্রচার করতে পারলে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের দেওয়া হবে প্রচুর টাকা।

লিখেছিলাম না শুরুতেই, অস্থিরতার জলছবি।

আজ

১৯৩৪

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের দিনে।

১৯৯৯

আজকের দিনে আত্মহত্যা করেছিলেন বিখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

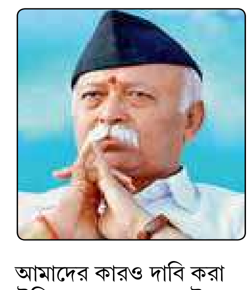

আমাদের কারও দাবি করা উচিত নয় যে, আমরা ঈশ্বর হয়ে গিয়েছি। কাজের মাধ্যমেই লোকে একটা সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছোয়। তবে আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি কি না, সেটা ঠিক করবে অন্যরা। আমি নই।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

আমির খান-মাধুরী দীক্ষিতের সুপারহিট 'দিল' ছবির কিছু অংশ হয়েছিল যে বাড়িতে, সেই বাড়ি পরে কিনে নেন শাহরুখ খান। এখন সেটাই মান্নত। অনুপম খের সেই ছবির কিছু অংশ পোস্ট করেছেন, যা এখন ভাইরাল।

ভাইরাল/২

একটি বিশাল কুমির হাঁ করে এগিয়ে আসছে ছোট পুকুরের মধ্যে। বিশিষ্ট ওয়াইল্ডলাইফ বায়োলজিস্ট ক্রিস্টোফার জিলেট তাকে খালি হাতে মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন। ভিডিও দেখে শিহরিত নেটিজেনরা।

উত্তরের পাঁচালি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

পাকিস্তানি সেনারা বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় শেলিং করেছিল। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে (রথতলা) এমনই একটি শেলের অংশ আজও মাটির নীচে গেঁথে রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আঁকড়ে। শেলটির পাশ দিয়ে নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। সেটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী তা অনেকেরই জানা নেই। সালটা ১৯৭১। পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের আবহে তোলপাড়। সাহায্যে ভারতীয় সেনা। তারা বালুরঘাটের একাধিক জায়গায় বেস ক্যাম্প তৈরি করেছিল। সেগুলি লক্ষ করে পাকিস্তানি সেনারা বোমা ছোড়ার পাশাপাশি সমানে শেলিং চালায়। হিলি সহ বালুরঘাটের কাঁঠালপাড়া, সাহেব কাছারি সহ বিভিন্ন এলাকায় শেল পড়েছিল। বহু মানুষ তাতে প্রাণ হারান। বালুরঘাটের সকলের বাড়িতেই তখন বাংকার তৈরি হয়েছিল। সাইরেন বাজলেই সবাই সেই বাংকারে ঢুকে পড়তেন। ইতিহাস গবেষক সমিত ঘোষ জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা শুধু পাকিস্তানি বেস ক্যাম্পে শেলিং করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা বেস ক্যাম্পের পাশাপাশি জনবসতিতেও শেল ফেলেছিল। এলাকার বিশিষ্ট মানুষ তুলসী বক্সির সহোদর ক্ষুদিরাম মোড় এলাকায় শেলিংয়েই মারা গিয়েছিলেন। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে মাটিতে গেঁথে থাকা শেলটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করলে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে সমিতদের মতো অনেকেরই দাবি।

–পঙ্কজ মহন্ত

অবহেলায়।। বালুরঘাট শহরের রথতলায় পাকিস্তানি শেল।

সম্প্রীতির ধারকবাহক

উজ্জ্বল।। রায়গঞ্জে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার।

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার পূর্বদিকে জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার। ২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন আইন অনুসারে ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পুরাকীর্তি ও প্রত্ন এলাকা ঘোষিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে। মাজারটি চাকচিক্যময় অবস্থায় থাকলেও পাশের পিরপুকুরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। বিদ্রোহী ফকিরদের অন্যতম নেতা হিসেবে পির বুরহান সঈদ রায়গঞ্জে পরিচিতিলাভ করেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত রায়গঞ্জের পিরপুকুর পাড়ের মাজার আজও সম্প্রীতির ধারকবাহক হয়ে অবস্থান করছে। এই মাজারটি কবে তৈরি হয়েছিল বা এটির ইতিহাসের বিষয়ে সেভাবে জানা যায় না। তবে দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত এখানে প্রতি বছর বড় করে পিরের মেলা বসত বলে স্থানীয়রা জানান। শিক্ষাবিদ শুভব্রত লাহিড়ির দাবি, 'হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত রায়গঞ্জে পিরপুকুর পাড়ে থাকা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রতীক এই পির বুরহান ফকিরের মাজারটির যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' একই দাবিতে সমসুর অনেকেই।

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সুখটানের রূপকথায় চাপা যন্ত্রণার সমুদ্র

মুর্শিদাবাদের প্রচুর গ্রামে নারী স্বাধীনতার এক অন্য স্বাদ এনে দেয় বিড়ি বাঁধার কাজ। অনেক যন্ত্রণার মাঝেও তাই কাজ চলে।

শিমূল সরকার

ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। চরাচর দুধের চাদরে ঢাকা। স্কুল থেকে ফেরার পথে কেন রোজ বৃষ্টি নামে? আমিনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কেউ ছিল না। মুর্শিদবাদের ছাবঘাটির ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বৃষ্টি নামলেই তার ও মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। মায়ে-বেটিতে বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়। তাদের দু'কুলে কেউ দেখার নেই।

একজন নয়, এমন হাজারো আমিনা মুর্শিদাবাদের সূতি, সামশেরগঞ্জ, জঙ্গিপুরে বাস করেন। তাদের মুখে ভাত ওঠে বিড়ি বেঁধে। কেউ বিড়ি বাঁধার প্রথাগত শিক্ষা দেয়নি। পেটের টানে পাশের বাড়ির ফুফা, খালা, দাদিদের কাছে শিখে নেয়। বসে টুকটুক করে হাত চলতে থাকে, কোলের কুলোতে আছে তাদের আশা।

এই বিড়ি বড় বিতর্কিত। বিড়ি থেকে দূষণ। বিড়ির জন্য তামাকঘটিত একাধিক রোগের কথা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এলাকাতেও এক সময়ে, এই বিড়ি বাঁধলে বুকে ক্ষয়রোগ হয়, এমন কথাও উঠেছিল। সেই বিড়ি শ্রমিকদের চাপে এক সময়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে হাসপাতালও হয়েছিল। আজ সেই হাসপাতাল উঠে যাবার মুখে।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি উৎপাদনের জন্য খ্যাত। অথচ এই জেলাতে না বিড়ি পাতার চাষ হয়, না তামাকের চাষ। এই বিড়ি স্থানীয় অর্থনীতিতে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নজরে না পড়লেও আমিনারা হাতেনাতে নিত্যদিন অনুভব করে। মজার কথা, বাংলাতে শহর বা গ্রামীণ নাগরিকরা বহুদিন বিড়িকে দুর ছাই করে বিলাতি সিগারেটের ধোঁয়াতে নেশার মৌতাত নিয়েছেন।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে ট্রাকের লম্বা সারি জানান দেয়, বিড়ি ভারতের অন্য প্রদেশে পাড়ি দেয়। সেই বিড়ি আকারে বড়। কান পাতলে শোনা যায়, চলে হিন্দি বলয়ে। কারণ বাঙালির পছন্দ ছোট বিড়ি! বাংলাদেশে কাগজে মোড়া বিড়িও চলত।

তবে ছোট লাল বা সবুজ সুতোর বিড়ি বাংলাতে আজও মাঠে-ঘাটে খাটা নাগরিকদের বড় শখের। সেই বিড়ি তৈরি হয় ছোট কারখানায়। এক সময় দিওয়ার সিনেমায় অমিতাভ বা কালাপাত্থরে শত্রুঘ্ন সিনহাকেও দেখেছে সারা ভারত বিড়ি মুখে। সুখটান দিলে মনে শান্তি!

আমিনারা অতশত জানে না। জানে বৃষ্টিতে স্কুলে আটকে থাকলে আগামীকাল সকালে মুন্সি এলে বিড়ি দিতে পারবে না। বরং মিইয়ে গেলে টাকা কাটা যাবে। তার পড়ার সময়ের বাইরে এটাই বিড়ি বাঁধার একমাত্র স্লট।

হাজার বিড়ির মশলা ও পাতা নিয়ে আসতে হয়। কোলে করে দু'হাতে ধরে পরম যত্নে নিয়ে আসা। বিপদ হচ্ছে ভিজে গেলে বা স্যাঁতসেঁতে হলে। কেউ কেউ নিজেদের জন্য খানিকটা মশলা ও পাতা বের করে রাখেন ওই হাজার বিড়ি বাঁধার পরেও।

এতে মহিলাদের কী উপকার হল? এখনও বুঝলেন না? পুরুষেরা রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে যান। রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজের মারাত্মক চাহিদা ভারতজুড়ে। বাড়িতে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বিড়ি বেঁধে। হাজারে একশো পঁচাত্তর টাকা, শহরে কিছু না হলেও দু'দিনে এক হাজার বাঁধলেও দিব্যি সংসার চলে যায়। বহু মেয়ে লেখাপড়ার খরচ এভাবেই তুলে নেয়। গহনাপটিতে শুনলাম আরেক উপাখ্যান। এই বিড়ি বাঁধার রোজে, কিস্তিতে বিয়ের গহনা গড়িয়ে নেয় মেয়েরা। স্বামী ছেড়ে দিলেও কিছু যায় আসে না। দু'হাতে বিড়ির পাতা ধরা থাকলেই হল।

নারী স্বাধীনতায় বিড়ির অবদান এক আষাঢ়ে গল্প নয়, এক কঠিন বাস্তব। এই এলাকায় নারীশিক্ষায় বড় অবদান বিড়ির আয়। তামাকের খারাপ প্রভাবের মাঝে নারী স্বাবলম্বীদের জন্য এক উপায় সেই তামাক।

(লেখক পুলিশ অফিসার। প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩২

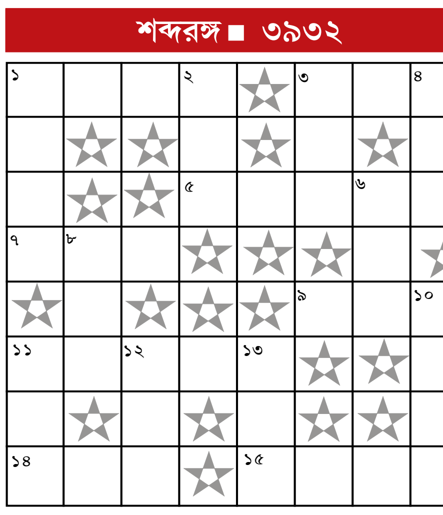

পাশাপাশি : ১। পিরের পুত্র ৩। দেনাদার, জলাশয়, খাত, পরিখা ৫। পায়ে চুমু খেয়ে ও হাত দিয়ে প্রণাম করা ৭। আদরের সঙ্গে আহ্বান ৯। অদ্ভুত, অপূর্ব, আশ্চর্য ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। কপিল রংয়ের গাই, কামধেনু ১৫। পাতাল।

উপর-নীচ : ১। বাবার বোন, পিসি ২। অহংকার বা দেমাকে যার মাটিতে পা পড়ে না ৩। যে খেদমত বা সেবা করে, ভৃত্য, সহচর ৪। কলস,গাগরি, ছোট কলস ৬। দুর্গের প্রাচীর, চূড়ার মতো উঁচুঘর, গম্বুজ ৮। ভিড়,পাল, দল ১০। অনর্গল অর্থহীন কথাবলা, বাচালতা ১১। লিপিকর,চিত্রকর ১২। গোরুর ঘর, গোয়াল ১৩। নারী,পত্নী, স্ত্রী।

সমাধান ■ ৩৯৩১

পাশাপাশি : ১। জম্বুক ৩। দাপ ৫। দানা ৬। দশক ৮। দস্তুর ১০। বচসা ১২। ফারসি ১৪। নব ১৫। মউ ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। জনপদ ২। কদাচার ৪। পট্টিশ ৭। করী ৯। দফা ১০। বনিবনা ১১। সাধুবাদ ১৩। রক্তিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জানান দিচ্ছে শিউলি, মা আসছেন...। শুক্রবার বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

নারী নিগ্রহের আরও দুই ঘটনায় লজ্জায় মাথা হেঁট

সাত বছরের শিশুকে নির্যাতনে গ্রেপ্তার বৃদ্ধ

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৬ সেপ্টেম্বর : এমনও হয়! ৭০ বছরের বৃদ্ধ। তিনি আবার শিক্ষক। তিনিই কি না নিজের লালসা চরিতার্থ করতে সাত বছরের ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করলেন! সেই অভিযোগই উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। এনিয়ে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা কিশোরীর বাবা। তার ভিত্তিতে অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন এই সামাজিক অবক্ষয়? এ কি শুধুই মানসিক অধঃপতন? নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও অন্য কিছু?

অভিযুক্ত বৃদ্ধর পৈতৃক বাড়ি কালিয়াগঞ্জ এলাকায়। তবে ছোট থেকে তিনি এই গ্রামেই থাকেন। এখানেই মানুষ হয়েছেন। আর নিজের বাড়ি ফিরে যাননি। ওই আত্মীয়রাই তাঁকে একটি ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানে তিনি থাকেন। তিনি অবিবাহিত। শরীরে যখন শক্তি ছিল, তখন শ্রমের বিনিময়ে নিজের পেট চালাতেন। এখন অর্থ উপার্জনে গ্রামের কয়েকটি বাচ্চাকে পড়ান।

নির্যাতিতা কিশোরী দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। খুব ছোট থেকে ওই বৃদ্ধের কাছেই পড়তে যায়। তার বাবার বিঘা তিনেক জমি রয়েছে। ওই জমিতে চাষ ছাড়াও ভিনরাজ্যে দাদন খাটতে যান বাবা। মা ঘরের কাজকর্মই সামলান। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। গত সোমবারও সে ওই বৃদ্ধের কাছে পড়তে গিয়েছিল। তার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীও পড়ছিল। কিন্তু সেদিন তার 'দাদু' তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রীকে ঘরের বাইরে বারান্দায় পড়তে বসান। তাকে ঘরেই পড়াচ্ছিলেন।

> সেদিন সকাল সাতটা নাগাদ মেয়ে পড়তে যায়। ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে এসেই কাঁদতে শুরু করে। জিজ্ঞেস করলে জানায়, ঘরে একা পড়ানোর সময় ওই বৃদ্ধ তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয়। ওর যৌনাঙ্গে আঙুল ঢুকিয়ে নির্যাতন করে। গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাতও হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করলেও সে ভয়ে চিৎকার করতে পারেনি। বাড়ি ফিরে সে আর থাকতে পারেনি। মেয়ের মুখে সবকথা শুনেই আমি ওকে নিয়ে থানায় যাই। ওই বৃদ্ধর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। শুনেছি, এর আগেও সে আরও কয়েকটি মেয়েকে যৌন নির্যাতন করেছে। কিন্তু পাড়াগ্রামের মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি। শুধু মেয়েদের ওই বৃদ্ধের কাছে পড়তে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ওর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।
>
> **নাবালিকার বাবা**

নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, 'সেদিন সকাল সাতটা নাগাদ মেয়ে পড়তে যায়। ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে এসেই কাঁদতে শুরু করে। জিজ্ঞেস করলে জানায়, ঘরে একা পড়ানোর সময় ওই বৃদ্ধ তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেয়। ওর যৌনাঙ্গে আঙুল ঢুকিয়ে নির্যাতন করে। গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাতও হয়। যন্ত্রণায় ছটফট করলেও সে ভয়ে চিৎকার করতে পারেনি। বাড়ি ফিরে সে আর থাকতে পারেনি। কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। মেয়ের মুখে সবকথা শুনেই আমি ওকে নিয়ে থানায় যাই। ওই বৃদ্ধর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। শুনেছি, এর আগেও সে আরও কয়েকটি মেয়েকে যৌন নির্যাতন করেছে। কিন্তু পাড়াগ্রামের মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি। শুধু মেয়েদের ওই বৃদ্ধের কাছে পড়তে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। আমি ওর কঠোর শাস্তি দাবি করছি।'

জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। মেয়েটি আপাতত সুস্থ আছে। অভিযুক্ত বৃদ্ধর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

বিষয়টি নিয়ে মনোবিদ রিমা মুখার্জি বলছেন, 'সেক্স অ্যান্ড হাঙ্গার প্রতিটি মানুষেরই শারীরিক চাহিদা। আমরা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি, সামাজিক নিয়মগুলি সঠিকভাবে জানি। তাই আমরা আমাদের মতো করে জীবন কাটাই। কিন্তু যার সামাজিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে অবদমিত যৌন খিদে রয়েছে, হয়তো তার শিক্ষা কিংবা রুচি নেই, ভয় নেই, তারাই এধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে।'

'পুলিশ' ভাশুরের কুপ্রস্তাব নাকচে ভ্রাতৃবধূকে মারধর

আজাদ

মানিকচক, ৬ সেপ্টেম্বর : গুণধর পুলিশের কুকীর্তি। ভাইয়ের স্ত্রীকে একাধিকবার কুপ্রস্তাব দিতেন পুলিশ ভাশুর। কিন্তু ভাশুরের কুপ্রস্তাবে রাজি হননি ওই গৃহবধূ। বারবার নাকচ করেন ভাশুরের কুপ্রস্তাব। সেই আক্রোশবশত ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে ভ্রাতৃবধূকে ব্যাপক মারধর করলেন ভাশুর। এমনই গুরুতর অভিযোগ গৃহবধূর স্বামীর। বর্তমানে নির্যাতিতা গৃহবধূ মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্বামী। তবে অভিযোগের ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনও অধরা অভিযুক্ত পুলিশ ভাশুর। অভিযোগ, অভিযুক্ত এখনও বহালতবিয়তে নিজ কর্মস্থানে কর্মরত।

ঘটনাটি মানিকচকের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের। অভিযুক্ত রতুয়া থানার অন্তর্গত সামসী ফাঁড়িতে হোমগার্ড পদে কর্মরত। নির্যাতিতা গৃহবধূর স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিনরাজ্যে কাজ করেন। কাজের তাগিদে বছরের বেশিরভাগ সময় ভিনরাজ্যে থাকতে হয় তাঁকে। বাধ্য হয়ে দুই নাবালক সন্তান নিয়ে একাই থাকেন।

অভিযোগ, গত ২ সেপ্টেম্বর রাতে হঠাৎই অভিযুক্ত ও তার পরিবারের লোকজন ঘরে ঢুকে ওই গৃহবধূকে ব্যাপক মারধর করে। শুধু মারধর নয়, গৃহবধূর শ্লীলতাহানিও করা হয়। ইট দিয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। গৃহবধূর আর্তনাদে পাড়াপ্রতিবেশীরা ছুটে এলে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তরা চম্পট দেয়। পরে গৃহবধূকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়।

> আমি ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাই। আমার স্ত্রী বাড়িতে একা থাকে। এই সুযোগে আমার দাদা আমার স্ত্রীকে বারবার কুপ্রস্তাব দেন। কিন্তু আমার স্ত্রী দাদার কুপ্রস্তাব মেনে না নেওয়ায় আক্রোশবশত আমার স্ত্রীকে মারধর করেন।
>
> **গৃহবধূর স্বামী**

বর্তমানে গুরুতর আহত গৃহবধূ মানিকচক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়টি শুক্রবার জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গত ৩ সেপ্টেম্বর মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গৃহবধূর স্বামী। তবে অভিযোগের ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও এখনও অভিযুক্তকে পাকড়াও করতে পারেনি পুলিশ।

গৃহবধূর স্বামী জানান, 'এর আগেও কয়েকবার দাদা রাতের অন্ধকারে ঢুকে স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে। আমি মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু এখনও পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। শুনছি দাদা নাকি বহালতবিয়তে নিজ কর্মস্থলে ডিউটি করছেন।'

রোগীকে বাড়ি ফেরানোর পথে দুর্ঘটনায় আহত ৪

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রোগীকে নার্সিংহোম থেকে চারচাকার গাড়ি করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বিলাসপুরের কাছে ওই গাড়ি একটি লরিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি পাথর বোঝাই লরিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় গাড়িটির খোলনলচে বদলে গিয়েছে। ঘটনায় চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতরা হলেন বাগ্রুদুজা (৩৫), তাপসী মুর্মু (২৫), শ্যামল মুর্মু (২০) এবং তালমা হেমরম (৫৮)। এর মধ্যে বাগ্রুদুজা গাড়ির চালাক। বাকিরা রোগীর আত্মীয়। সকলেই ভর্তি রায়গঞ্জ মেডিকেলে। প্রত্যেকে মাথায় চোট পেয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাড়ি আসার কথা ছিল খেলা মুর্মুর। তিনি রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য চারচাকার একটি গাড়ি ভাড়া করে খেলা মুর্মুর পরিবার। গাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তালমা মুর্মু, মেয়ে তাপসী মুর্মু এবং নাতি শ্যামল মুর্মু।

দুর্ঘটনার খবর দিতে গিয়ে পরিবারের সদস্য সুরেন ওরাওঁ জানান, 'খেলা মুর্মুর আজ ডিসচার্জ হওয়ার কথা ছিল। তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য একটি চারচাকা গাড়ি ভাড়া করে নার্সিংহোমে যাচ্ছিলেন তার স্ত্রী, মেয়ে ও নাতি। বিলাসপুর বাজারে ওদের গাড়িটি একটি পাথর বোঝাই লরিকে ধাক্কা মারে। প্রত্যেকেই গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁদের রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করে। গাড়ির চালক সহ চারজন মাথায় চোট পেয়েছেন।' করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল জানান, 'আমরা আহতদের যাবতীয় খোঁজখবর নিচ্ছি। তাঁদের শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি।'

তপন হাসপাতালে পুলিশের ক্যাম্প

তপন, ৬ সেপ্টেম্বর : তিন নার্সকে হুমকি দেওয়ার ঘটনার পরেই হাসপাতালে বাড়ানো হল পুলিশি নিরাপত্তা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে তপন থানার পুলিশ। তপন থানার পুলিশ জানিয়েছেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর দিয়ে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ক্যাম্প করে থাকছে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার।

প্রসঙ্গত, তপন থানার রামনগরের প্রৌঢ় নইমুদ্দিন মিয়াঁ অসুস্থবোধ করায় ছেলে মোতালেব মিয়াঁ বাবাকে বুধবার তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন আরেক রোগী জরুরি বিভাগে ঢুকে পড়েন। তাকে দেখেই নইমুদ্দিন ও তাঁর ছেলে মোতালেব কর্তব্যরত নার্সদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি নার্সদের মারতে উদ্যত হন বাবা ও ছেলে। তাদের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সে সময় হাসপাতালে উপস্থিত অন্য রোগীরা এর প্রতিবাদ করেন। ঘটনার পর বৃহস্পতিবার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও তপন থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

পরিযায়ীদের হেনস্তা রুখতে মিছিল, সভা

সামশেরগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে কাজের অভাব। রোজগার করতে, পরিবারকে বাঁচাতে এবং পরিবারের সদস্যদের ভাতের ব্যবস্থা করতে অনেকেই বাধ্য হয়ে বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ওড়িশা, কেউ বা হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, দিল্লি। সেখানে গিয়ে তাঁরা যে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারছেন, এমনটা নয়। স্থানীয়রা তাঁদের নানাভাবে হেনস্তা করছে। এমনকি পরিযায়ীদের মৃত্যু হলে পরিবার দেহ ফিরিয়ে আনতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। মৃত্যুর সঠিক কারণও অনেক সময় জানা যায় না।

পরিযায়ীদের হেনস্তা বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে শুক্রবার সামশেরগঞ্জের কয়েকটি অরাজনৈতিক সংগঠন একটি মিছিল বের করে। মিছিল শুরু হয় ধানগড়া থেকে, শেষ হয় কাঞ্চনতলা স্কুল সংলগ্ন ঘাটে। মিছিল থেকে দাবি ওঠে, কেন্দ্রকে পরিযায়ীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। পরে সেখানে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা। জনসভা থেকে আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তার ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিও তোলা হয়।

চাঁচল গার্লস হস্টেলে আক্রান্ত অভিভাবক

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর আবহে যখন চারিদিকে প্রশ্নের মুখে নারী সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা, ঠিক সেই সময় চাঁচল কলেজের গার্লস হস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে উঠে এল প্রশ্ন। এক পড়ুয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসে হস্টেলের মূল ফটকের সামনে একদল তরুণের হাতে আক্রান্ত হতে হল মামাকে। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা মেরে ওই ছাত্রীর মামার নাক ফাটিয়ে দেয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁচলের পাঞ্চালি মোড়ের কাছে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ওই হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ার পাশাপাশি ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন চন্দ্রপাড়ার এক তরুণী। তিনি চাঁচল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। অভিযোগ, ওই ছাত্রী বৃহস্পতিবার মালদা শহরে যান কোচিং ক্লাসের জন্য। কিন্তু, বিকেলে যে সময় তাঁর ফেরার কথা ছিল সেই সময়েও হস্টেলে না ফেরায় চিন্তায় পড়ে যান বাড়ির লোকজন। শুধু তাই নয়, বাড়ির লোকেরা তাঁকে ফোনেও পাচ্ছিলেন না। দুঃশ্চিন্তায় মামা ভাগ্নির খোঁজে সন্ধ্যা নাগাদ হস্টেলে যান। এসে জানতে পারেন সবেমাত্র ভাগ্নি ফিরেছে। কেন এত দেরি হল কি সমস্যা হয়েছিল সেটা জানার জন্য ভাগ্নিকে ডেকে পাঠান। মূল দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মামার সঙ্গে ভাগ্নি কথা বলছিলেন। দেরি হওয়ার জন্য ভাগ্নিকে বকাবকি করছিলেন মামা।

অভিযোগ, সেই সময় হঠাৎ আশেপাশে থাকা বেশ কিছু তরুণ মামার উপর চড়াও হয়। কোনও কথা ছাড়াই শুরু হয় মারধর। ওই ছাত্রী মামার পরিচয় দিলেও হামলাকারীরা থামেনি। হস্টেলের বাকি ছাত্রীরাও নীচে নেমে আসে। ব্যাপক আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ছাত্রীরা। পরবর্তীতে দ্রুত হস্টেল সুপার এবং কলেজের আরও দুই অধ্যাপক এসে আক্রান্ত মামাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মারের চোটে নাক ফেটে রক্তাক্ত হয়ে যায় তাঁর।

এই ঘটনায় চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে ছাত্রীরা। ছাত্রীদের অভিযোগ, হস্টেলে নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও নেই সিসিটিভি। বিপরীতে পাঞ্চালি মাঠে সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয় আড্ডা। এমনকি মদের আসরও বসে। সেই আসর থেকে অনেক সময় কটূক্তি করা হয় ছাত্রীদের উদ্দেশে। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দ্রুত সিসিটিভি বসানো হবে। এছাড়া হস্টেলের ভেতরের নিরাপত্তায় কোনও খামতি নেই। আক্রান্তের অভিযোগ, 'যা পরিস্থিতি, তাতে ভাগ্নি না ফেরায় চিন্তা হচ্ছিল। কেন এত দেরি হল তাই আমি শাসন করছিলাম। তার মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন এসে এভাবে মারধর শুরু করে।'

ওই ছাত্রী জানান, 'আমি বারবার বলেছিলাম যে উনি আমার মামা হন। তাও ছাড়েনি। দোষীদের শাস্তি চাইছি।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হস্টেল ছাত্রীর বক্তব্য, 'ভেতরে নিরাপত্তা ঠিক রয়েছে। তবে সিসিটিভির প্রয়োজন। বিপরীতে মাঠে মদের আসর বসছে।' চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস বলেন, 'এই ঘটনার আগেই আমরা সিসিটিভি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছি। দ্রুত বসে যাবে। ছাত্রীটির মামা তাকে শাসন করছিল। হয়তো রাস্তায় পাশে থাকা তরুণরা সেটা অন্য ভেবেছে। আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্তকে উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তায় কোনও আপস হবে না।'

কড়া পাহারায় ভূতনিতে ত্রাণ বিলি

মানিকচক, ৬ সেপ্টেম্বর : পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় ভূতনির বন্যা দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হল ত্রাণ সামগ্রী। শুক্রবার তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা তাঁদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেন।

কয়েকদিন আগে ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের সময় একাংশ ভূতনিবাসী ত্রাণ লুঠ করে। বিশেষ করে উত্তর চণ্ডীপুরের গিরিটোলা, পুলিনটোলা এলাকায় ত্রাণের নৌকা পৌঁছাতেই দুর্গতরা নৌকা ঘিরে ফেলে ত্রাণ লুঠ করে। এমনকি লুঠের সময় বেশ কয়েকটি নৌকা ডুবে যায়। তবে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

ওদিকে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণশিবির এবং বাঁধের অস্থায়ী শিবিরে খাবার সহ পর্যাপ্ত ত্রাণের ব্যবস্থা করা হলেও বাড়িতে যে সমস্ত দুর্গতরা রয়েছেন তাঁদের বাড়িতে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। বারংবার তাঁরা সমস্যার কথা জানালেও প্রশাসন তাদের ডাকে সাড়া দেয়নি বলে অভিযোগ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত। এলাকার প্রতিটি বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় দুর্গতরা আশ্রয় নিয়েছে ত্রাণশিবির, বাঁধে। কারও আশ্রয় হয়েছে বাড়ির ছাদে।

পথ দুর্ঘটনায় তরুণের মৃত্যু

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার আলাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত তরুণের নাম রবিউল ইসলাম (২৪)। বাড়ি গাজোলের কদমতলি এলাকায়। পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার দুপুরে রবিউল বন্ধুর সঙ্গে আলাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় একটি গাড়ি রবিউলকে ধাক্কা মারে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গাজোল ও পরে মালদা মেডিকেলে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রবিউলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিদ্যুতের বিল ২৮ শতাংশই বকেয়া

গাজোল, ৬ সেপ্টেম্বর : উন্নততর বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল গাজোল। শুক্রবার উদ্বোধন হল বহু প্রতীক্ষিত বিদ্যুৎ দপ্তরের গাজোল ডিভিশনের। নতুন ডিভিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মালদার জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। আর এই অনুষ্ঠানেই চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন সুমিত মুখার্জি।

রাঙাভিটা এলাকায় এই নতুন ডিভিশনের অফিস উদ্বোধনে তিনি বলেন, 'মালদা এবং দুই দিনাজপুরের জন্য একটি নতুন জোনাল অফিস গড়ে তোলা হচ্ছে। তবে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ দেওয়া হলেও ৭২ শতাংশ বিদ্যুতের বিল উঠে আসছে। ২৮ শতাংশ বিদ্যুতের দাম পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করলে সাধারণ মানুষকেও এর প্রতিবাদ করতে হবে।'

রাজ্যে বিদ্যুতের হুকিং দীর্ঘদিনের সমস্যা। মালদাও যে সে সমস্যা থেকে মুক্ত নয় সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তা। নতুন এই ডিভিশনের অধীনে থাকছে গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর এবং পুরাতন মালদা ব্লক। কলকাতা থেকে মোবাইল ফোন এর মাধ্যমে শুভেচ্ছা বার্তা জানান বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ডিভিশন অফিসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে নতুন দপ্তরের দ্বারোদঘাটন করেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া এবং বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির আধিকারিক সুমিত মুখার্জি।

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'মালদায় এর আগে দুটি ডিভিশন ছিল। বর্তমানে ডিভিশনের সংখ্যা হল তিন। বর্তমানে গাজোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হিসেবে উঠে আসছে। দিনের পর দিন গাজোলে শিল্পের সংখ্যা বাড়ছে। এজন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা। নতুন ডিভিশন তৈরির ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরও উন্নত হবে।'

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিরেক্টর ডিস্ট্রিবিউশন অমিত মুখার্জি বলেন, 'গোটা মালদা জেলা জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গোটা জেলায় নতুন দশটি সাবস্টেশন তৈরি হচ্ছে। যার মধ্যে মানিকচক এবং হবিবপুরে সাবস্টেশন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি সাবস্টেশনের ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। গোটা মালদা জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে।'

সাইকেল চুরির চেষ্টায় ধৃত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সোনাকুল বাজারে শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা সাইকেল চোর সন্দেহে এক তরুণকে আটক করে। ধৃতের নাম বাবর আলি। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার তালবাংরুয়া অঞ্চলে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সোনাকুল বাজার এলাকায় ভিড়ের মধ্যে এক তরুণ সাইকেল চুরি করার চেষ্টা করে। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে ওই তরুণকে পাকড়াও করে আটকে রাখেন তাঁরা।

স্থানীয় দীন মহম্মদ বলেন, 'আমি সকালে বাজার করতে এসেছিলাম। বাইরে সাইকেল রেখে বাজারে করতে ভেতরে ঢুকি। তারপরই চিৎকার গণ্ডগোল শুনে বাইরে এসে দেখি আমার সাইকেলটি চুরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।'

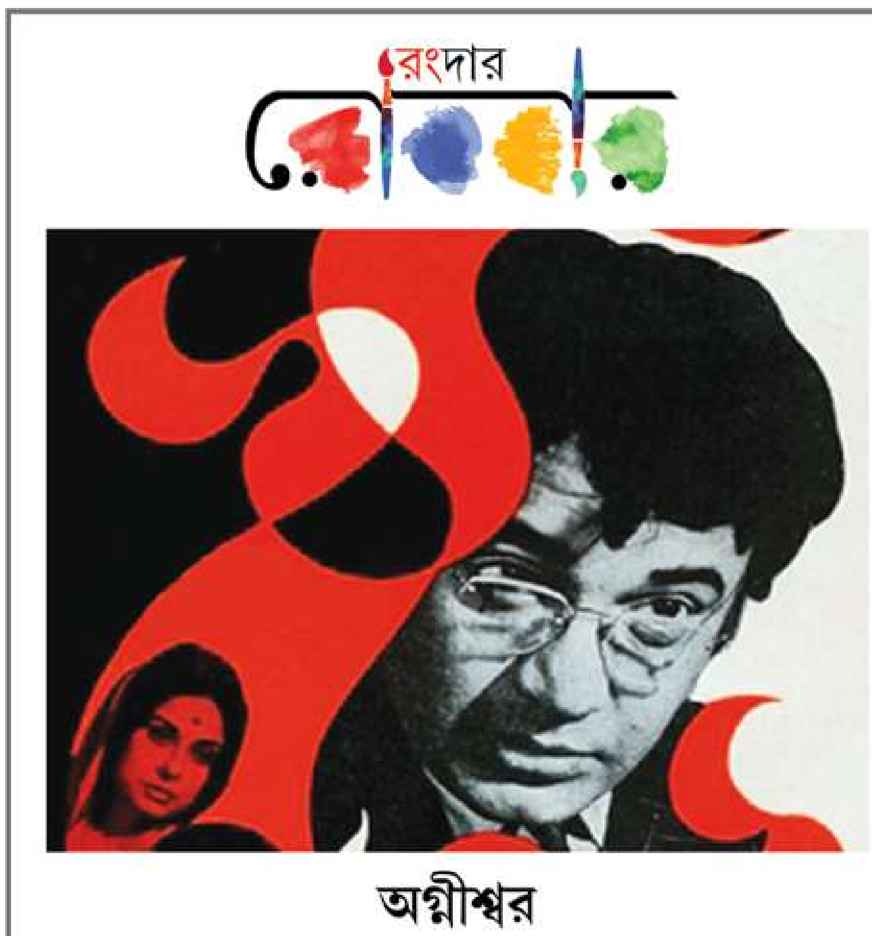

অগ্নীশ্বর

সাদা অ্যাপ্রন পরা ওই মানুষগুলো অনেকের কাছেই ভগবান। বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' ও তারাশঙ্করের 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসে তাঁরা অমর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তাঁরাই বঙ্গ সমাজে প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁদের কথা। কলম ধরলেন চার বিশিষ্ট চিকিৎসক।

প্রচ্ছদ কাহিনী : শেখর চক্রবর্তী, অমিতাভ চন্দ, সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থসারথি ভট্টাচার্য

গল্প : যশোধরা রায়চৌধুরী

নিবন্ধ/১ : প্রয়াত সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তীকে নিয়ে শোভন তরফদার

নিবন্ধ/২ : প্রয়াত পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানিস্ট প্রতাপ রায়কে নিয়ে শান্তনু বসু

কবিতা : কৌশিকরঞ্জন খাঁ, উত্তম চৌধুরী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, অমিতাভ সরকার, সুজাতা চৌধুরী, ঝুটন দত্ত ও গৌতম বাড়ই

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

পড়ুয়াদের সঙ্গে খেয়ে মিড-ডে মিলে ডিএমের তদারকি

গৌতম দাস

গাজোল, ৬ সেপ্টেম্বর : মিড-ডে মিলের হালহকিকত খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সরাসরি স্কুলে হানা দিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এদিন দুপুরে আচমকাই রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের হালহকিকত খতিয়ে দেখতে আসেন জেলা শাসক। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) অনিন্দ্য সরকার, জয়েন্ট বিডিও সুব্রত শ্যামল।

স্কুলে এসে প্রথমে জেলা শাসক যান মিড-ডে মিলের গোডাউনে। সেখানে চাল, ডাল সহ বিভিন্ন উপকরণের গুণমান খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপর কথা বলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। সবশেষে ছাত্রীদের সঙ্গে বসে মিড-ডে মিল খান জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং জয়েন্ট বিডিও।

জেলা শাসক জানান, 'পুরো জেলাজুড়ে মিড-ডে মিল নিয়ে বিশেষ পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। আমাদের কাছে বেশ কিছু অভিযোগ আসছে।

মিড-ডে মিল খাচ্ছেন আধিকারিকরা। শুক্রবার গাজোলে। - সংবাদচিত্র

খরচের হিসেব ঠিকমতো রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। খাবারের গুণগত মানও খতিয়ে দেখছি আমরা। র‍্যাশন থেকে যে চাল দেওয়া হচ্ছে, তার কোয়ালিটিও পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সাথেও সভা করছি আমরা। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষার উপরেও বিশেষ ক্যাম্প করার উপর আমরা জোর দিচ্ছি।'

১৯১২। নিউ ইয়র্ক সিটির ফিফথ অ্যাভিনিউ। ভোটাধিকারের দাবিতে নারীদের মিছিল চলেছিল এগিয়ে। সেই সময় এলিজাবেথ আর্ডেন নামের এক প্রসাধনী বিশেষজ্ঞ লাল লিপস্টিককে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। আর্ডেন নারীদের সমর্থনে তাঁর নিজস্ব সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী নারীদের ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দেন। উপহার দেন লাল লিপস্টিক। তাঁর তৈরি 'রেড ডোর রেড' লিপস্টিকটি পরবর্তীকালে নারীদের জন্য আশা, শক্তি, ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে মার্কিন নারীরা অর্জন করেছিলেন তাঁদের ভোটাধিকার।

লাল লিপস্টিক

'আমার প্রতিবাদের ভাষা'

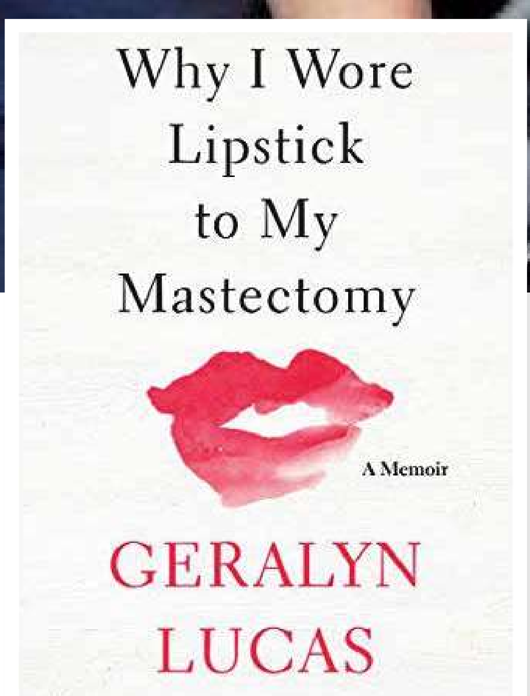

২০০৫। ক্যানসারজয়ী নারী পরিচালক জেরালিন লুকাস। তিনি তাঁর 'হোয়াই আই ওর লিপস্টিক টু মাই ম্যাসেকটমি' বইতে লাল লিপস্টিককে সাহসী নারীদের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বর্তমানে লাল লিপস্টিক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন ২০১৫ সালে মেসিডোনিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে এবং ২০১৮ সালে নিকারাগুয়ায় গ্রেপ্তারদের মুক্তির দাবিতে লাল লিপস্টিক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ভাষা।

নারী। নাড়ির বন্ধনের মতো বিভিন্ন প্রসাধনী। প্রিয় প্রসাধনীগুলোর মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম। সৌন্দর্য-চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নানা প্রসাধনী আসা-যাওয়ার পরও লিপস্টিক তার স্বকীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। এর মধ্যে লাল লিপস্টিক নারীদের কাছে বিশেষ প্রিয়। ইতিহাসেও দেখা যায় লাল লিপস্টিকের বিশেষ গুরুত্ব। যেমন, প্রাচীন মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা লাল রঙে তাঁর ঠোঁট সাজাতেন।

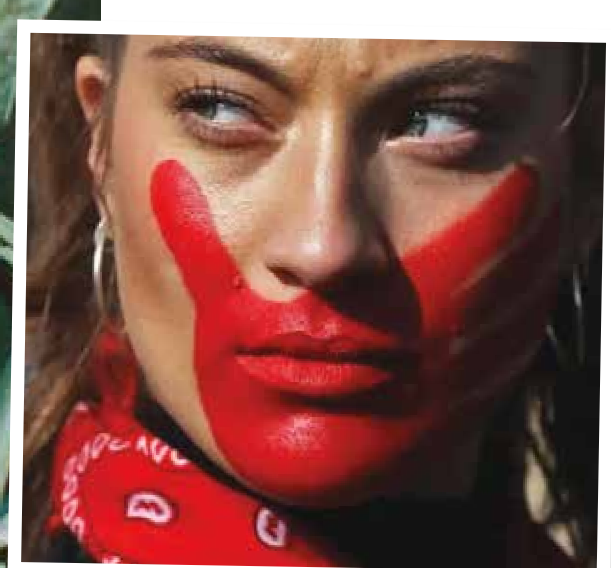

মার্কিন নারীবাদী ব্লগার কেটি ভেলভেট। তিনি বলেন, লাল লিপস্টিক মাখলেই আমি সেইসব নারীদের কথা মনে করি, যারা একদিন ফিফ্থ এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকারের দাবি করেছিলেন। যাঁরা কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও লাল লিপস্টিক নারীদের স্বদেশপ্রেম এবং মনোবল জাগিয়ে তোলার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। লাল লিপস্টিককে ঘৃণা করতেন হিটলার। তাই মিত্রবাহিনীর দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লাল লিপস্টিক অন্যতম প্রতীক।

২০১৯। দেশটার নাম চিলি। যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে নারীরা নেমেছিলেন রাস্তায়। তাঁদের ঠোঁটে ছিল লাল লিপস্টিক। হ্যাঁ, এভাবেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তাঁরা। রাচেল ফেল্ডার তাঁর বই 'রেড লিপস্টিক: অ্যান অডি টু আ বিউটি আইকন'-এ বলেন, লাল লিপস্টিক শুধু আত্মবিশ্বাসই বাড়ায় না, এটি একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক অস্ত্রও। 'দ্য লিপস্টিক এফেক্ট' নামে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বও আছে, যা মনকে জাগিয়ে তুলতে লিপস্টিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। যেমন, ২০০১ সালে নাইন-ইলেভেন হামলার পর আমেরিকায় লিপস্টিকের বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল।

নারীদের রাগ সামলাবে এআই

'রেগে আগুন তেলে বেগুন'। মাঝে মাঝে হয়তো তেড়েও আসেন। সত্যিই তাই। বউ কিংবা প্রেমিকা রেগে গেলেই বিপত্তি। তবে এই সঙ্গিনীদের সামলাতে 'অ্যাংরি জিএফ' নামে একটি এআই চ্যাটবট এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। আধুনিক যুগের সমস্যা সামলাতে হবে আধুনিক কায়দায়। একেবারে আধুনিক এআইভিত্তিক সমাধান। আসলে, এটি একটি মোবাইল অ্যাপ।

নারীর রাগ বা অভিমান হলে পুরুষ সঙ্গীরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না তাঁর রাগের কারণ। এরপর তাঁর ঠিক কী করা উচিত। নারীর রাগ আর অভিমান সামলানোর মতো প্রশিক্ষণ লাভ, সেও তো দুর্লভ। তাই এই অ্যাপটি আপনার কাজে এলেও আসতে পারে। এই চ্যাটবটের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলুন। রেগে থাকা সঙ্গিনীকে সামাল দেওয়ার বিষয়ে ট্রেনিং ও পরামর্শ পাবেন।

রিলেশনশিপ অ্যাসিস্ট্যান্ট

চ্যাটবটে একটি গেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন আপনি। 'সুদিং কমপ্যানিয়ন'-এর সঙ্গে আলাপ করুন। প্রশিক্ষণ নিলে আপনি পরে সত্যিকার অর্থেই আপনার খুব রেগে যাওয়া স্ত্রী বা প্রেমিকাকেও শান্ত করতে পারবেন। বলাইবাহুল্য এই অ্যাপের সঙ্গিনী পুরোপুরি এআই দিয়ে তৈরি, সত্যিকারের কেউ না।

নিজেকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন অ্যাপটি ডাউনলোড করে ভেতরে ভাঙা হৃদয় আকৃতির বাটন পাবেন। ট্যাপ করলেই মেনু খুঁজে পাবেন। এরপর সেখানে আপনার সঙ্গিনীর রেগে যাওয়ার কিছু সম্ভাব্য কারণ ক্লিক করার অপশন থাকব। এসব ক্ষেত্রভিত্তিক ক্ষেত্রে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারছেন। অ্যাপের ফ্রি ভার্সনে আপনি যেকোনও একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারেন। তবে এর জন্য কিছু খরচও করতে হবে আপনাকে। এই গেমে 'ফরগিভনেস বার' বা ক্ষমা নির্দেশক বারের মাধ্যমে আপনার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার জন্য স্কোর দেওয়া হয়।

এআই গার্লফ্রেন্ডকে ০ থেকে ১০০ শতাংশ খুশি করার অপশন আছে। ১০টি সঠিক কথা বলার মাধ্যমে তাকে খুশি করতে হবে, এটাই খেলার নিয়ম। সেই সঙ্গে পরিস্থিতি ও সঙ্গিনীর মেজাজ বুঝে পা ম্যাসাজ করা, ফুল কিনে দেওয়া বা রাতের খাবার রান্না করার মতো কাজ করার সুযোগ আছে এই অ্যাপে। অভিনব এই এআই অ্যাপ তৈরি করেছেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার এমিলিয়া। ইতিমধ্যে কয়েক হাজারের বেশি পুরুষ এই নতুন অ্যাপ অ্যাংরি জিএফ এর চ্যাটবট ডাউনলোড ও ব্যবহার করে ফেলেছেন।

পেশোয়ারি চাপালি কাবাব

যা যা লাগবে

মুরগির মাংস ১/২ কেজি, টমেটো পাতলা করে কাটা ১০ পিস, পেঁয়াজ কুচি ২টি, কাঁচালংকা কুচি ৫/৬টি, কালো গোলমরিচ ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, শুকনো লংকার ফালি ৪/৫টি, জিরেবাটা ২ চা-চামচ, রসুনকুচি ৪/৫ কোয়া, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতা কুচি ১/২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ডিম ১টি, ভাজার জন্য তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মুরগির মাংস (হাড় ছাড়া) ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে এক-এক করে সব মশলা দিয়ে খুব ভালো করে মেখে ঢেকে ১ থেকে ২ ঘন্টা মতো ফ্রিজে রাখুন। ২ ঘণ্টা পর বের করে চ্যাপটা মতো করে একপাশে টমেটোর টুকরো লাগিয়ে বানিয়ে নিন মুরগির চাপালি কাবাব। এবার একটি প্যানে তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে দুপাশ বাদামি করে ভেজে তুলুন মজাদার চাপালি কাবাব।

পথে ধর্ষণ, ক্যামেরাবন্দি পথচারীদের

উজ্জয়িনী, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা বাংলা। কলকাতা থেকে রাত দখলের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়। তবে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের খবরে যেন লাগাম পরানো যাচ্ছে না। যে তালিকায় নবতম সংযোজন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের ভিড় রাস্তায় ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষককে ঠেকানোর চেষ্টা করার বদলে পথচারীদের ঘটনার ছবি-ভিডিও তুলতে দেখা গিয়েছে। এই সমাজে বসবাসকারী একটা শ্রেণির মানসিকতা চমকে দিয়েছে মনোবিদদের। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে উজ্জয়িনীর ব্যস্ততম এলাকা কয়লা ফটকে।

ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম লোকেশ। যারা সেদিন ধর্ষণের ঘটনাটি ভিডিও করেছিল তাদের কয়েকজনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়ানোর কাজ করেন। লোকেশকে তিনি আগে থেকে চিনতেন। অভিযুক্ত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করেছে বলে নিগৃহীতা পুলিশকে জানিয়েছেন।

ধর্ষণের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরেই ঘটনার কথা জানতে পারে পুলিশ। ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় মধ্যপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি বলেন, 'পবিত্র শহর উজ্জয়িনী আবার কলঙ্কিত হল। মধ্যপ্রদেশের রাস্তায় এখন প্রকাশ্যে ধর্ষণ হচ্ছে। সরকার ও আইনের শাসন অবলুপ্ত হলেই এটা ঘটতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের শহরের যদি এই হাল হয় তাহলে রাজ্যের অবস্থা কেমন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।'

কংগ্রেসেই ভিনেশ-বজরং

নয়াদিল্লি ও চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : কুস্তির দঙ্গল থেকে পাকাপাকিভাবে রাজনীতির আখড়ায় নেমে পড়লেন পদকজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। যোগদানের আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন ভিনেশ এবং পুনিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালও।

আসন্ন হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে তাঁদের প্রার্থী করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ভিনেশ ফোগটকে চরকি দাদরি অথবা ঝুলানায় প্রার্থী করা হতে পারে। অপরদিকে বজরং পুনিয়াকে বদলি আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন দুই কুস্তিগির। তখন থেকেই তাঁদের কংগ্রেসে যোগদানের জল্পনা প্রবল হয়। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। ১২ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

তবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিন কংগ্রেসে যোগদানের আগে উত্তর রেলের ওএসডি পদে ইস্তফা দেন ভিনেশ এবং বজরং পুনিয়া দুজনেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেকথা জানিয়ে রেলে তাঁর কার্যকালকে স্মরণীয় এবং গর্বের সময় বলে আখ্যা দেন ভিনেশ। কিন্তু সূত্রের খবর, তাঁদের ইস্তফা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি রেল কর্তৃপক্ষ। কবে তা গ্রহণ করা হবে তা খোলসা করা হয়নি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে যতদিন পর্যন্ত না তা হচ্ছে ততদিন ভিনেশ এবং পুনিয়া কোনও দলে যোগ দিতে পারবেন না কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। রেলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতীয় রেল ভিনেশকে একটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। বেণুগোপাল বলেন, 'ভিনেশকে ভারতীয় রেল নোটিশ পাঠিয়েছে। ওঁদের অপরাধ কী? কারণ, ওঁরা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গোটা দেশ ওঁদের সঙ্গে রয়েছে।'

কংগ্রেসে যোগদানের আগে মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে ভিনেশ ফোগট ও বজরং পুনিয়া। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

এদিন যোগদানের পর ভিনেশ বলেন, 'সময় যখন খারাপ যায় তখনই বোঝা যায় কারা সঙ্গে রয়েছে। আমার কুস্তির কেরিয়ারে যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছি। যখন আমাদের রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বিজেপি বাদে বাকি সমস্ত দল আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের যন্ত্রণা এবং কান্না বুঝতে পেরেছিল।' তাঁর কথায়, 'কংগ্রেসের মতো একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। কারণ, তারা মহিলাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।'

অন্যদিকে বজরং পুনিয়াও ভিনেশের সুরে বিজেপিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি মহিলা কুস্তিগিরদের সঙ্গে অবিচার করেছে। বিজেপি আইটি সেলের একমাত্র লক্ষ্য রাজনীতি করা। আমরা তো বিজেপি এবং তাদের মহিলা সাংসদদের আমাদের প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। তখনও তাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়ানানি। কিন্তু কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল।'

মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে ঢুকছেন দীপিকা পাড়ুকোন এবং তাঁর স্বামী রণবীর সিং। শুক্রবার। আর ক'দিন পরেই মা হচ্ছেন দীপিকা। রণবীর সাধারণ কুর্তা পরলেও দীপিকার পরনে ছিল সবুজ জমকালো বেনারসী। অভিনেতা-দম্পতির সঙ্গে ছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা।

পিএসি দ্রুত তলব করবে সেবি প্রধানকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) বৈঠকে তলব করা হতে পারে। সূত্রের খবর, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে সেবি এবং তার চেয়ারপার্সন মাধবীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবে পিএসি। অভিযোগ উঠেছে, ঘুরপথে আদানিদের থেকে সুবিধা পেয়েছেন সেবি প্রধান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ। পিএসির সামনে জোড়া অভিযোগের জবাব দিতে পারেন মাধবী।

২৯ অগাস্ট পিএসির বৈঠক হয়েছিল। কমিটির প্রধান কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেবির ভূমিকা পর্যালোচনার বিষয়টি কমিটির আলোচনার তালিকায় রাখতে চেয়েছেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, সেবির চেয়ারপার্সন থাকাকালীন আদানিদের শেল কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব ছিল মাধবীর। তাঁর স্বামীরও অংশীদারিত্ব ছিল ওই সংস্থায়।

এছাড়া ২০১৭ থেকে '২১ পর্যন্ত সেবির স্থায়ী সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে চার বছরে ১৬ কোটি টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করেছেন মাধবী। চলতি মাসেই অন্তত ২টি বৈঠক রয়েছে পিএসি'র। সেপ্টেম্বরেই তাই মাধবী পুরী বুচকে ডেকে তাঁর জবানবন্দি নিতে চায় কমিটি।

টিফিনে আমিষ, শিশুকে ঘাড়ধাক্কা

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর : টিফিন বাক্সে আমিষ বিরিয়ানি নিয়ে যাওয়ার 'অপরাধে' স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এক বছর সাতেকের পড়ুয়াকে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার।

তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রের মা এই নিয়ে কথা বলতে গেলে বেসরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁকে স্পষ্ট বলেন, 'আমি এমন পড়ুয়াদের স্কুলে রাখতে পারব না, যারা বড় হয়ে মন্দির ভাঙতে পারে।' সেই জন্যই স্কুলের রেজিস্টার থেকে ওই ছাত্রের নাম কেটে দেওয়ার কথা তিনি জানিয়ে দেন।

ঘটনাটি গত সপ্তাহের হলেও ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়ায় শিক্ষক দিবসে (৫ সেপ্টেম্বর)। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রিন্সিপাল বলছেন, স্কুলে আমিষ খাওয়ার মতো 'কুশিক্ষা' ছড়াতে চান না তিনি। ভিডিওতে 'অভিযুক্ত' শিশু সম্পর্কে একাধিক অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেও শোনা গিয়েছে তাঁকে।

যোগীর রাজ্যে এক স্কুলের ঘটনা

প্রিন্সিপালের অভিযোগ, শিশুটি নাকি মাঝেমধ্যেই স্কুলে বিরিয়ানি নিয়ে আসত এবং তা ভাগ করে দিত সহপাঠীদের মধ্যে। এছাড়া বন্ধুদের নাকি সে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিত! তাঁর আরও অভিযোগ, শিশুটিকে নিয়ে না কি অন্য অভিভাবকদের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে শিশুর মায়ের দাবি, স্কুলে প্রায়ই শিশুটিকে মারধর ও হেনস্তা করা হত। অনেক কুকথা বলা হত, যা শিশুটির বোধগম্য হত না।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। দাবি উঠেছে ওই প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের। প্রিন্সিপালের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে আমরোহা মুসলিম কমিটি স্মারকলিপি দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। ইতিমধ্যে আমরোহার জেলা শাসকের নির্দেশে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

ব্যাট করছেন 'গণেশ'। কিপারও তিনি। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

স্থিতিশীল ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দল। সিপিএম পলিটব্যুরোর এক সদস্যের কথায়, 'সীতারাম আগের চেয়ে ভালো আছেন। তাঁর ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।' ১৯ অগাস্ট থেকে ইয়েচুরি এইমসে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ২২ অগাস্ট প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভায় তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল সন্দীপের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও আবেদন করার অধিকারই নেই অভিযুক্তের।

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সন্দীপ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, হাইকোর্ট তাঁর বক্তব্য না শুনেই একতরফা রায় দিয়েছে। শুক্রবার সন্দীপের আবেদন খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। সিবিআই তদন্তের ওপর এখনই তারা হস্তক্ষেপ করছে না। এই ঘটনার তদন্ত যে স্বচ্ছভাবে হচ্ছে, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টকে।

সন্দীপের আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরা বলেন, 'আমার মক্কেল তদন্তের বিরোধী নন। কিন্তু আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে আমার মক্কেলের কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু দুর্নীতির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তাহলে জনস্বার্থ মামলায় কেন তাঁর নাম এল? কর্তব্যে গাফিলতি এবং আর্থিক দুর্নীতির দুটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলাদাভাবে তদন্ত করা উচিত সিবিআইয়ের।'

সুপ্রিম রায়

- একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার
- সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। এখনই তদন্তে হস্তক্ষেপ নয়
- কলকাতা হাইকোর্ট প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে
- আখতার আলিকে আদালত ক্লিনচিট দেয়নি

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার।'

এদিন হাইকোর্টের কিছু মন্তব্যকে 'ক্ষতিকারক' বলে অভিযোগ করেন সন্দীপের আইনজীবী। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। হাইকোর্ট শুধু তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে।

সন্দীপের বিরুদ্ধে হাসপাতালের জৈব বর্জ্য নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আদালতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে চন্দ্রচূড় বলেন, আখতারকেও আদালত ক্লিনচিট দেয়নি।

সন্দীপের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করার পরেই এক্স পোস্টে তাঁকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় লেখেন, 'জনস্বার্থ মামলায় নাক গলানোর কোনও অধিকার অভিযুক্তের নেই। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই হেপাজতে থাকা সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।'

কমলার হাসিতে মুগ্ধ পুতিন

মস্কো, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গী কমলা হ্যারিসের হাসিতে মুগ্ধ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলাকেই জয়ী হিসেবে দেখতে চান তিনি। একসময়ের 'বন্ধু' ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবর্তে কমলাকে পছন্দের কারণ হিসেবে পুতিন বলেছেন, কমলার হাসির প্রকাশভঙ্গি সুন্দর। হেসে বুঝিয়ে দেন, সবকিছু ঠিক আছে। ৭১ বছরের ক্রেমলিন নেতা ভ্লাডিভোস্টকে আর্থিক ফোরামে বক্তব্য রাখার সময় কমলার নাম উল্লেখ করে বলেন, হ্যারিস তাঁর হাসি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হাসতে হাসতে পুতিন বলেছেন, 'আমরা তাঁকেই সমর্থন করব।'

পুতিন কমলার ইতিবাচক মানসিকতা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় ক্ষমতায় এলে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে বিরত থাকবেন কমলা। তবে শেষ রায় দেবেন মার্কিন জনগণ।' ট্রাম্পের আমলে রাশিয়ার ওপর প্রচুর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল, যা আগে আর কোনও প্রেসিডেন্ট করেননি বলেও মন্তব্য করেছেন পুতিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় কমলা হ্যারিস এগিয়ে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, সেজন্য কমলাকে চাইছেন পুতিন। চলতি বছরের প্রথমদিকে পুতিন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার কারণে বাইডেনকেই ফের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে চেয়েছিলেন।

৩৭০ ধারা অতীত, কাশ্মীরে বার্তা শা-র

শ্রীনগর, ৬ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল কনফারেন্স সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনার কথা বলে ভোটে নামলেও তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার তিনি সাফ বলেছেন, 'আমি গোটা দেশের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ এখন ইতিহাস। আর কখনও ওই অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে না।' জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেন শা। তাতে পাঁচ লক্ষ চাকরি, নতুন পর্যটন হাবের মতো একাধিক রঙিন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যখনই ভারত এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা হবে, তখন ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে।'

ন্যাশনাল কনফারেন্সের নির্বাচনি ইস্তাহারকে নিশানা করে শা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল ওইরকম নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং কীভাবে কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় দল সেটিকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করতে পারে? রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্সের অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন করে কি না সেটা স্পষ্ট করার জন্য আমি ওঁর কাছে আর্জি জানাচ্ছি।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য দায়ী বলেও

ভোটে জিততে রঙিন প্রতিশ্রুতির বন্যা বিজেপির

তোপ দেগেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর তিন দফায় বিধানসভা ভোট।

এদিন শা বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ১৯৪৭ সাল থেকেই আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে রয়েছে। এই অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং থাকবে।'

টিকিট না পেয়ে কান্না বিজেপি নেতাদের

চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে একজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অপর ব্যক্তির ব্যবহারে ফুটে উঠল অভিমান। প্রথমজন হরিয়ানার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শশীরঞ্জন পারমার। দ্বিতীয় ব্যক্তি করণদেব কামবোজ। শশীরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'এখন আমার কী হবে। এমনটা হবে আমি কল্পনাও করিনি।'

অন্যদিকে ক্ষুব্ধ করণদেব মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির সঙ্গে হাত মেলালেন না। কয়েকটি ভিডিওতে এমন ছবি দেখা গিয়েছে। হরিয়ানায় বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অনেক নেতার নাম নেই। টিকিট না পেয়ে কেউ প্রকাশ্যে কেউ ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। করণদেব বিজেপি ওবিসি মোর্চার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নির্বাচন ৫ অক্টোবর। সবমিলিয়ে হরিয়ানার রাজনীতি জমজমাট।

মণিপুরে রকেট হামলায় মৃত্যু

ইম্ফল, ৬ সেপ্টেম্বর : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাংয়ে শুক্রবার রকেট হামলায় এক বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন তিনি। জখম হয়েছেন পাঁচজন। সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ রকেটটি ছুড়েছে। রকেটটি এসে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাইরেমবাম কোইরেং-এর বাসভবন চত্বরে। তাতেই মারা গিয়েছেন আরকে রাবেই সিং নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। আহতদের একজন নাবালক।

ওনাম উৎসবের শুরুতে পুলিক্কালি নৃত্য পরিবেশনে ব্যস্ত শিল্পীরা। শুক্রবার কোচিতে।

মোদিকে পরোক্ষে কটাক্ষ ভাগবতের

পুনে, ৬ সেপ্টেম্বর : লোকসভা ভোটের প্রচারে নিজেকে ভগবানের পাঠানো দূত বলে দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জন্ম জৈবিকভাবে হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।' তারপর থেকেই রাহুল গান্ধি, জয়রাম রমেশের মতো কংগ্রেস নেতারা মোদিকে নিশানা করতে গিয়ে 'অজৈবিক প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করছেন। এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। বুধবার পুনেতে বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী শংকর দিনকর কানের স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেননি ভাগবত। সংঘপ্রধানের 'বার্তা' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে নানা মহলে।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'আমরা ভগবান হব কি না সেই সিদ্ধান্ত জনগণই নেবে। আমাদের নিজেদের ঈশ্বর ঘোষণা

'ঈশ্বর কে, ঠিক করবে জনতা'

করা উচিত নয়।' তিনি আরও বলেন, 'কিছু লোক মনে করেন শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের বজ্রপাতের মতো আলোকিত হওয়া উচিত। কিন্তু বজ্রপাতের পর অন্ধকার আগের থেকে গাঢ় হয়ে যায়। তাই কর্মীদের প্রদীপের মতো জ্বলে থাকতে হবে।' ১৯৭১ পর্যন্ত মণিপুরে শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন শংকর দিনকর কানে। মণিপুরি পড়ুয়াদের মহারাষ্ট্রে নিয়ে এসে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

কানের অবদানের কথা বলতে গিয়ে মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাগবত। তাঁর কথায়, 'মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই জটিল। নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি নেই। বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যাঁরা ব্যবসা বা সামাজিক কাজের সূত্রে সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন। সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন, পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।'

বিজেপিকে কোভিড তির সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে পালটা দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল কর্ণাটকের রাজনীতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মুডা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিল পদ্ম শিবির। জবাবে করোনা মোকাবিলার জন্য পাঠানো কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে তুলল কংগ্রেস। শুক্রবার বিচারপতি জন মাইকেল ডিকুনহার একটি প্রিলিমিনারি রিপোর্ট রাজ্য মন্ত্রীসভায় খতিয়ে দেখা হয়। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, বিএস ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন করোনা তহবিলে বিপুল দুর্নীতি হয়েছিল। রাজ্যে সেইসময় ১৩০০০ কোটি টাকার তহবিল পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে কোভিডকালে একাধিক নথি উধাও বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

মাদক পাচারে করিডর হয়ে উঠছে পতিরাম

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : মাদক আর কাফ সিরাপ পাচারে ক্রমশ করিডরের চেহারা নিচ্ছে পতিরাম ও কুমারগঞ্জ। কয়েকদিন আগেই বর্ডার রক্ষীবাহিনীর হাতে কুমারগঞ্জের সমজিয়ার মসজিদপাড়া থেকে কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আনারুল মণ্ডল নামের এক অভিযুক্ত। এর রেশ কাটতে না কাটতেই সম্প্রতি প্রায় দুই হাজার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল আটক করা হয়। সঙ্গে একটি চারচাকার গাড়িও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সবকিছুর বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। ওই ঘটনায় কুমারগঞ্জ ডাঙ্গারহাট এলাকার এক দম্পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে বিএসএফ।

পর পর বিপুল পরিমাণে ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় এই এলাকা ফের একবার 'পাচার করিডর' নামটি উসকে দিচ্ছে। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'বিএসএফ যেমন এই ধরনের উদ্ধার অভিযান চালায়, আমরাও থানার তরফে লাগাতার অভিযান করি।'

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ এলাকার নতুন প্রজন্মের একটা অংশ মদের নেশা ছাড়াও বিভিন্ন রকম মাদক জাতীয় নেশার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে মরার উপর খাঁড়ার ঘা, এই এলাকা দিয়েই সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে যাচ্ছে কাফ সিরাপ। সমাজের বেকারত্বের হার যত বাড়ছে ঠিক সেইভাবেই তরুণদের একটা অংশের মধ্যে নিষিদ্ধ নেশা করার হারও বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাংলাদেশে কাফ সিরাপ পাচার করার মতো বেআইনি কাজকর্ম। গত জানুয়ারিতে পতিরামে বাস থেকে চোদ্দো কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছিল। তার তিন মাস পরেই কামারপাড়া হাট থেকে পতিরাম ও বালুরঘাট থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ নেশার বস্তু সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

> পতিরাম ও কুমারগঞ্জ হচ্ছে কাফ সিরাপ ও মাদক বাংলাদেশে পাচারের করিডর। যুবসমাজের একটা অংশ মদ ছেড়ে নিষিদ্ধ মাদকের নেশায় বুঁদ হচ্ছে! যার পরিণাম মৃত্যু অবধারিত।
>
> অলিন্দ সরকার
> সমাজকর্মী

এমনকি গত বছর অক্টোবরে দাশুল এলাকা থেকে নয় লাখ টাকা মূল্যের গাঁজা ও কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার করেছিল। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুইজন। তারপরেও কোনওভাবেই কমছে না এই এলাকায় বেআইনি ব্যবসার রমরমা। কুমারগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাট, জাখিরপুর, মাধবপুর, সমজিয়া, পতিরাম, বটুন থেকে মাঝে মধ্যেই পুলিশ কিংবা বিএসএফের হাতে ধরা পড়ছে বিপুল পরিমাণে কাফ সিরাপ, গাঁজা কিংবা ব্রাউন সুগার। আবার ভিনরাজ্য থেকে মালদা কিংবা উত্তর দিনাজপুর হয়ে পতিরামের উপর দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে কুমারগঞ্জের সীমান্তবর্তী নানা গ্রামে। এগুলিই বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে।

অপরাধীদের ন্যায়বিচারের দাবি, বিতর্কে রাজ্যের মন্ত্রী

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : এবার আরজি কর কাণ্ডে অপরাধীদের ন্যায়বিচার চেয়ে বসলেন রাজ্যের এক মন্ত্রী। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে শিক্ষক দিবসের দিন এক মহিলার জন্য রক্ত দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা হেমতাবাদের বিধায়ক সত্যজিৎ বর্মন। তিনি বলেন, 'জাস্টিস ফর আরজি কর, আরজি কর কাণ্ডে যারা অপরাধী তারা যেন ন্যায়বিচার পায়।'

রাজ্য মন্ত্রিসভার এক সদস্যের এহেন বিতর্কিত মন্তব্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যজুড়ে যখন আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ঢেউ উঠছে, ঠিক সেসময় প্রতিবাদীদের পাশে থাকার বদলে অপরাধীদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন। যাতে নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়ল শাসকদল।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবসের রাতে রক্তদানের পর ব্লাড ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সত্যজিৎ বর্মন। আরজি কর নিয়ে প্রশ্ন করতেই অপরাধীদের ন্যায়বিচারের কথা বলেন, যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। মন্ত্রীর এমন মন্তব্যের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রতিবাদী মহিলাদের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। প্রতিবাদীদের দাবি, রাজ্য তথা দেশজুড়ে যখন আরজি কর কাণ্ডে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, তিলোত্তমার ন্যায়বিচার এবং নারী সুরক্ষার জন্য রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছেন সবাই, ঠিক সেই সময় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

যদিও এনিয়ে তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া, বাম ও কংগ্রেস শিবির।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

সমবায় সমিতির ভোটে অনিয়মের অভিযোগ

সামসী, ৬ সেপ্টেম্বর : রতুয়া-১ ব্লকের ভাদো সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সমগ্র ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুললেন সমিতির একাংশ সদস্য। ২ এবং ৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা হওয়ার পর শুক্রবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন। এদিন মোট যোলোজন প্রার্থীর মধ্যে দশজন তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের ছয়জন সদস্য জিতে যান। বিজয়ী সদস্যরা হলেন মহম্মদ সাহিদ আকতার, রাব্বানি, মহম্মদ এমদাদুল হক, বিবি হামিসা, খায়রুন্নেশা ও নমিতা মণ্ডল। ভাদো অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির একাংশ মালদা রেঞ্জের ডাইরেক্টর রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটির কাছে বৃহস্পতিবার লিখিত অভিযোগ করেন।

ভাদো সমবায় সমিতির এক সদস্য হারুন আল রশিদের অভিযোগ, 'সমিতির নির্বাচনে নমিনেশন জমা, স্ক্রুটিনি, নমিনেশন প্রত্যাহার সবই অতি গোপনে করা হয়েছে। কোনও সদস্যকে নোটিশ না করেই এক দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়েছে। রতুয়া-১ ব্লকের সমবায় সমিতির সার্কেল ইনস্পেকটরকে সহকারী রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়, যা বেআইনি।'

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে বারবার সশরীরে গিয়ে অথবা মোবাইল মারফত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বারবার বলেন, তিনি কোনও কিছু জানাতে বাধ্য নন। তাঁরা হঠাৎ জানতে পারেন নির্বাচন প্রক্রিয়ার সব কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।

আরও এক সদস্য আবু কালাম আজাদের অভিযোগ, 'শাসকদলের একটা গোষ্ঠীকে পুরো অন্ধকারে রেখে অপর গোষ্ঠী সমবায় আধিকারিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।'

সমিতির আরও এক সদস্য কামরুল ইসলামের অভিযোগ, 'সমিতির সদস্য সংখ্যা পাঁচশো পঞ্চাশের কাছাকাছি। একাংশ সদস্যকে খুশি করতেই নির্বাচনের নামে প্রহসন করা হয়েছে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুনভাবে নির্বাচনি নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হোক।'

এই প্রসঙ্গে রতুয়া-১ ব্লকের সমবায় সমিতির সার্কেল ইনস্পেকটর বিপ্লব অধিকারীর দাবি, 'অভিযোগ ভিত্তিহীন। সমবায় আইন মেনেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।'

জাস্টিস চাই নিজের কাছেও

প্রথম পাতার পর

দিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকার হাত ধুয়ে ফেলেছে। যায় শত্রু পরে পরে। ভাবটা এমন, চিকিৎসক খুন কিংবা দুর্নীতি-দোষী কে, জানানোর ভার তো এখন সিবিআইয়ের।

রাত জাগা জমায়েত, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের পর পোস্টে দৃপ্ত প্রত্যয় ফেটে পড়ছে যেন, 'আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না...!' প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন ঘটনার জাস্টিস? শুধু আরজি করে খুন, ধর্ষণের? উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় এক কিশোরীর যে ভরদুপুরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে সদ্য শ্লীলতাহানি হল, তার জাস্টিসের কী হবে?

দশম শ্রেণির এই ছাত্রীর মা চিৎকার করলেও আমাদের কোনও সহ নাগরিক এগিয়ে আসেননি সেদিন। এই লজ্জা রাখব কোথায়? এই মেয়েটিরও কি জাস্টিস প্রাপ্য নয়! আরজি করের ঘটনার পর থেকে অগাস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু উত্তরবঙ্গে ধর্ষণের খতিয়ান গত ১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। ২২ দিনে ১৬টি ধর্ষণ। মালদার মানিকচক থেকে কোচবিহারের বক্সিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধর্ষণের মানচিত্র। তার জাস্টিস চাইব না?

সবাই বলছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। নির্ভয়ার ধর্ষণ-খুনে অপরাধীদের ফাঁসি তো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই ছিল। তার পরেও কলকাতার অভয়া খুন-ধর্ষণের শিকার হলেন। নির্ভয়া আইন ছিল, তারপরেও রাজ্যে অপরাজিতা বিল গ্রহণ করল বিধানসভা। সেটা যথেষ্ট তো? আমরা কি নিশ্চিন্ত, আমাদের আর কোনও সন্তানকে এই নৃশংস অপরাধের বলি হতে হবে না?

'কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার/ এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?'

শত্রু আসলে আমাদের ঘরে। ধর্ষণের অপরাধীরা ভিনগ্রহের কেউ নয়। তারা আমাদের কারও প্রতিবেশী, কারও আত্মীয়। এই দুষ্কৃতীদের নিকেশ করার দায়িত্ব আমাদের, সমাজের। একদিন-দু'দিন-তিনদিন রাত দখলে নারীর প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। দুর্বৃত্তদের যে তাতে কিছু আসে যায় না, ইতিমধ্যে তা স্পষ্ট। দানব যে আমাদের ঘরেই।

রাত দখল থেকে কি পথ চলার পরবর্তী কর্মসূচি হতে পারে না, ...প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,/ দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে। নারী তুমি অর্ধেক আকাশ বলে শুধু কাব্য করে লাভ নেই। লিঙ্গ পরিচয় ছাপিয়ে যতক্ষণ নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করা যাবে, ততক্ষণ বৃথা নারীশক্তির পুজো। দুর্গা অসুর নিধন করেন। দানবকে উৎপাটিত করার ধারণা, বিশ্বাস মনের গভীরে প্রোথিত করার দায় সমাজেরই।

সেই উৎপাটন নিশ্চিত হলে কোনও সরকার, কোনও ক্ষমতাবানের মুরোদ হবে না ধর্ষককে আড়াল করার। ধর্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে না। সেদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অধ্যক্ষের কাছে এক ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলুন না, শুনে কান্না দলা পাকিয়ে যায় না গলায়! কে দেবে ওই ছাত্রীকে জাস্টিস? সরকার, প্রশাসনের নীরবতা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু নিজের কাছেও জাস্টিস চাওয়ার দিন আজ। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায়, 'টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার/ অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।' আমাদের মাঝে লুকিয়ে যে নারীবিদ্বেষ, নারীর প্রতি অসাম্যের মনোভাব, তার বিনাশ করতে না পারলে আমরা জাস্টিস চেয়েই যাব। কিন্তু নিষ্ফল হবে সব। ঘটা করে দুর্গার পুজো করব আর পুজোর মেলায় বেড়াতে গিয়ে শ্লীলতাহানি হবে আমার সন্তানের।

যতই কড়া আইন থাক, পুলিশ যতই তৎপর থাক, সমাজের আনাচে-কানাচে গেড়ে বসে থাকা নারীকে মাংসপিণ্ড ভাবার ভাবনাকে নির্মূল করতে না পারলে সব বিফল। সরকারকে জন আন্দোলনে বাধ্য করা যায়। বাংলাদেশ বাধ্য করেছে শেখ হাসিনাকে সরে যেতে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জমে থাকা অন্যায়ের নিকেশ দরকার সর্বাগ্রে। জাস্টিস চাই স্লোগানের সঙ্গে তাই আজ বড় দরকার সেই প্রত্যয়, 'আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়...।'

বিজেপির কর্মসূচি...গঙ্গারামপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ (বামে), মালদার বাগবাড়িতে সুবিচারের দাবি (ডানে)। শুক্রবার ছবিগুলি তুলেছেন চয়ন হোড় ও অরিন্দম বাগ।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করা ও মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রধান সহ মোট ছয় দফা দাবিতে জেলা শাসকের দপ্তরে শুক্রবার ডেপুটেশন দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। তার আগে বালুরঘাটে জেলা মিউজিয়ামের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। শুক্রবার ৩ ঘণ্টার এই অবস্থানের পরে কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে তাঁদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা করেন।

শিলিগুড়িতে ডেরা

প্রথম পাতার পর

ওই পরিবারের মেলামেশা নেই। বিরূপাক্ষ অনেকদিন বাদে বাদে বাড়িতে আসত। আর যখনই আসত তখনই কারও না কারও সঙ্গে ঝামেলা বাধাত। একটা নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরত। সেই গাড়ি রাস্তার উপরই রেখে দিত। তা নিয়ে থানায় অভিযোগও করেছিলাম আমরা।' শুধু প্রতিবেশীরাই নন, স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও বিরূপাক্ষকে নিয়ে ক্ষুব্ধ। কোভিডের সময় ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বিরূপাক্ষর বাড়ির লোকেদের ঝামেলা হয়েছিল। ওই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বেশকিছু ছাত্রী ভাড়া থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই ঝামেলা মেটাতে সরাসরি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করে ধমকেছিলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র।

স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'বিরূপাক্ষর বাড়িতে দু'দিন পর পর ঝামেলা হত আর কলকাতা থেকে এই নেতা, সেই নেতা ফোন করতেন। আমরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। মদন মিত্র একাধিকবার ফোন করে ওদের ঝামেলা মেটাতে বলেছিলেন।' বিরূপাক্ষর বাড়ির সমস্যা মেটাতে ফোন আসত দলের ছাত্র নেতাদের কাছেও। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, তাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া জোগাড় করে দেওয়ার জন্য দলের ছাত্র নেতাদের ফোন করে চাপ দিতেন বিরূপাক্ষ। সূত্রের খবর, কয়েকমাস আগে মাটিগাড়ার একটি হোটেলে শিলিগুড়ির প্রভাবশালী এক ব্যক্তির আত্মীয়কে মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য বৈঠক করেছিলেন বিরূপাক্ষ। সেখানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের দুই পদস্থ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন।

কারাদণ্ড

প্রথম পাতার পর

ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নির্যাতিতা নাবালিকাকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন বিচারক।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল জানাচ্ছেন, 'অভিযোগ দায়েরের ২৪ দিনের মাথায় দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল। এই রায় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এই রায়ে সমাজের কাছে একটা বার্তা যাবে, এমন ঘটনা ঘটালে কী শাস্তি হতে পারে।'

মহিলা নিগ্রহ

প্রথম পাতার পর

নিয়ে মাটিতে ফেলে বুকের মধ্যে এলোপাতাড়ি লাথি মারে। সবকিছুই পঞ্চায়েত সদস্যর সামনে ঘটেছে। কিন্তু তিনি আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি।' এদিকে সুকেশবাবুর দাবি, 'সমস্যা হয়েছিল। সমাধানও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেউ যদি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করতে যান, তবে তাঁকে আমি আটকাতে পারি না।'

যে সময় আরজি করের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে রাজ্যজুড়ে রোজ আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, যখন তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে টেমস থেকে গঙ্গাপাড়ে একই আওয়াজ উঠছে, ঠিক সেই সময় রায়গঞ্জ শহর থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে প্রকাশ্যে নিগ্রহ করা হচ্ছে এক নারীকে। সামনে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে যাচ্ছেন শাসকদলের জনপ্রতিনিধি। এই গ্রাম্য মহিলা কি সুবিচার পাবেন?

বিজেপির 'চাক্কা জ্যামে' যানজট গৌড়বঙ্গজুড়ে

নিউজব্যুরো

৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে সঠিক বিচার ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে গৌড়বঙ্গজুড়ে বিজেপির চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি হল। বিজেপির অবরোধের জেরে যানজট তৈরি হয়।

এদিন কালিয়াগঞ্জজুড়ে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। শুক্রবার দুপুরে শহরের বিবেকানন্দ মোড়ে এবং ডালিমগাঁও এলাকায় পথ অবরোধে গেরুয়া নেতাদের সঙ্গে শামিল হন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। এদিন দুই এলাকাতেই প্রায় একঘণ্টা জুড়ে চলে পথ অবরোধ। সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পালের দাবি, 'এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি চাই। পাশাপাশি, মহিলাদের সুরক্ষিত করতে না পারায় অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।'

একই চিত্র গঙ্গারামপুরে। আরজিকর কাণ্ড ও বংশীহারীতে আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে গঙ্গারামপুরে 'চাক্কা জ্যাম' করল বিজেপির গঙ্গারামপুর শহর মণ্ডল ও ব্লক কমিটি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোক বর্ধন। কুশমণ্ডির ওপর দিয়ে যাওয়া ১০ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করল বিজেপির নেতা-কর্মীরা। নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস রায়। হরিরামপুর চৌরাস্তায় জেলা সাধারণ সম্পাদক নিমাই সরকারের নেতৃত্বে পথ অবরোধ হয়। পতিরাম তালতলা মোড়ে চাক্কা জ্যাম করে বিজেপি। বালুরঘাট শহরের হিলিমোড়েও 'চাক্কা জ্যাম' করে বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার।

শুক্রবার বিকেলে রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাল। এদিন সরকারি কর্মচারী সহ তার পরিবার পরিজনরাও আরজি কর থেকে বংশীহারী কাণ্ডের প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। আরজি কর ও বংশীহারী ধর্ষণ কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ২ দিন ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ দেখাল বামফ্রন্টের যুব সংগঠন।

রায়গঞ্জেও পালিত হল বিজেপির চাক্কাজ্যাম কর্মসূচি। এদিন বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা জেলা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বকুলতলা মোড়ে পথ অবরোধ করেন। দূরপাল্লার বাসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন আটকে পড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। একই ইস্যুতে ডালখোলাতেও পথে নামে বিজেপি। ডালখোলা ট্রাফিক অফিসের সামনে বেলা ১২টার সময় রাস্তা অবরোধ করে চাক্কাজ্যাম শুরু করে বিজেপির কর্মী- সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ডালখোলা শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি ভজন দে, সুভাষ গোস্বামী প্রমুখ। পুরাতন মালদা শহর ও ব্লকের গ্রামগুলিতেও 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি নেয় বিজেপি।

শুক্রবার বেলা ১২টায় পুরাতন মালদার ৮ মাইলে বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহার নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। সাংসদ খগেন মুর্মু সাহাপুর সেতু মোড়ে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। পাশাপাশি বুলবুলি মোড়ে বিজেপির নেতা সুজিত দাস-এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ চলে। একই চিত্র দেখা যায় ইংরেজবাজারের বাগবাড়িতে।

কোনও দেশেই নেই

প্রথম পাতার পর

এখানকার বাসিন্দারা কোনও এক অদৃশ্য অঙ্কে ভারতের বাসিন্দা হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরি হয়েছে। এখানকার প্রায় ২০০ বাসিন্দা দেশের নির্বাচনে ভোটও দেন বলে দাবি করেন। এখানকার কেউ কেউ সরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। কিন্তু জমির কাগজ পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার হওয়ায় কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পান না।

গ্রামের বাসিন্দা যামিনী রায়ের আক্ষেপ, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ি ভারতীয় অংশ হয়ে থাকলেও বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভৌগোলিক চরিত্র ছিটমহলের খোলস থেকে বের হতে পারেনি।'

একসময় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের রাজারা হাতির পিঠে করে এসে তেলধারের জঙ্গলে শিকার করতেন। অতীতে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের অংশ ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন সরকারের বাড়ির জমিতে দেখা গেল, ৭৭ বছরের পুরোনো ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্দেশক সীমান্ত পিলার। পিলারের একপাশে বি অর্থাৎ ভারত, অন্য পাশে পি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান লেখা ছিল। লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেলেও পিলার এখনও রয়েছে।

এখানকার বাসিন্দা বিমান মোহন্ত বলেন, 'এখানে যাঁরা বসবাস করছেন দেশভাগের আগে থেকে তাঁরা সকলেই ভারতীয়। কিন্তু জমির কাগজে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ রয়েছে। আমরা চাই, আমাদের নামে ভারতীয় জমির দলিল করে দেওয়া হোক।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমির সমস্যা নিয়ে সীমান্ত নাগরিক সমিতি আন্দোলন করছে। সেই সূত্রেই বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। সমিতির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস দাবি করেন, 'আমরা চাই দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমিজটের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভারতীয় নাগরিকদের জমির অধিকার দেওয়া হোক।'

বৈকুণ্ঠপুর তেলধার ছিটমহলের বাসিন্দা যতীন সরকারের দাবি, 'আমরা ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরিক হিসাবে ভারতে ভোট দিয়ে আসছি। ভারতের স্কুলে চাকরিও করেছি। কিন্তু আমাদের জমির নথি পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার মধ্যে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরেও আমাদের অবস্থা একই থেকে যায়। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বিন্নাগুড়ি ও সাকাতি গ্রাম দুটিকে জমির নকশায় ভারতের দক্ষিণ বেরুবাড়ি মৌজায় দেখানো হলেও এখনও বৈকুণ্ঠপুর তেলধার পূর্ব পাকিস্তানে দেখানো আছে। সেই নথিই আমাদের কাছে আছে।'

গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৯৬৩-'৬৪ সালে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমানা জরিপের সময় এলাকায় সীমান্ত পিলার বসানো হয়েছিল। ১৯৮৬-'৮৭ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এই এলাকায় সীমানা জরিপ করা হলেও নতুন পিলার বসানো হয়নি। গ্রামের জমির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া কোনওদিনই দেওয়া হয়নি। ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

জলপাইগুড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে কোনও গ্রামের নথি জেলা প্রশাসনের কাছে নেই। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দারা তাঁদের এলাকার চারটি গ্রামের জমিজট সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে আরও কোনও এলাকায় জমিজট আছে কি না তা খোঁজ না নিয়ে বলা যাবে না। দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমির সমস্যার বিষয়ে সমীক্ষা করার প্রস্তাব রাজ্যকে জানানো হয়েছে।'

মানুষেরই ভয় বেশি

প্রথম পাতার পর

নিয়ে এখানেই থাকতে হচ্ছে। খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জীবজন্তুর চেয়ে এখন মানুষেরই ভয় বেশি। রাতের অন্ধকারে কে কখন ঢুকে পড়বে জানি না। তখন কী করব? সেই ভয়েই থাকতে হচ্ছে। সরকারের কাছে আমাদের জীবনের কোনও মূল্য নেই। দেখা যাক, এভাবে যুদ্ধ করে আর কতদিন বাঁচতে পারি!'

তিনি আরও দাবি করেন, 'গত বছরই বুঝতে পেরেছিলাম, কান্তটোলা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আশঙ্কাই সত্যি হল। সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম পুনর্বাসনের। কিন্তু পেলাম না। একটি ত্রিপল টাঙিয়ে পরিবার নিয়ে থাকতে হচ্ছে।'

একই কথা কান্তটোলা গ্রামের বাসিন্দা রুমা মণ্ডলের। নদীর ভাঙন ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে তাঁকে। জানালেন, 'মাসখানেক আগে গঙ্গার ভাঙনে ভিটেমাটি সহ ঘরবাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। পরিবারের সবাই অন্য লোকের আমবাগানে ত্রিপল টাঙিয়ে বাস করছি। রোজগারের জন্য স্বামীকে মাঝেমধ্যে দু'চারদিনের জন্য বাইরেও যেতে হয়। রাতে আতঙ্কে ঘুম আসে না। সন্ধের পর শৌচকর্ম করতে যেতেও ভয় হয়। এখানে মহিলাদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। রাতবিরেতে দুষ্কৃতীদের হাতে পড়লে কী হবে, ভেবেই শিউড়ে উঠছি।'

নজরদারি নেই কেন? প্রশাসনিক এক কর্তার মতে, 'চলছে তো।'

সন্দীপের বাগানবাড়িতে হানা

প্রথম পাতার পর

করে ক্যানিংয়ে সন্দীপের বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকশো বিঘা ফাঁকা জমির মধ্যে দু'বিঘার ওপর সন্দীপের ভিলা বা বাংলোর হদিস পাওয়া গিয়েছে। তার চাবি থাকত প্রসূনের কাছে। ওই জমিতে সন্দীপ ঘোষের নির্দেশে স্থানীয় বেশকিছু যুবক ফার্ম হাউসও তৈরি করেছেন। স্থানীয়দের দাবি, মাঝেমধ্যেই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এখানে আসতেন সন্দীপ। বেসরকারি সংস্থা কয়েকটি প্লটে বিভক্ত করে ওই বাংলোটি তৈরি করে। পরে তা কিনে নেন সন্দীপ। কেয়ারটেকার জামির লস্কর জানান, দু'বছর আগে বাংলোটি তৈরি করা হয়। সন্দীপ সারাদিন এখানেই থাকতেন। তবে দীর্ঘদিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। কেয়ারটেকারের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়নি। সন্দীপের শ্বশুরবাড়িতেও যান তদন্তকারীরা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পর কারও সাড়া মেলেনি। তারপর বৈদ্যবাটিতে কুণাল রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। মাদুরদহে লন্ড্রি ব্যবসায়ী অঙ্কুর রায়ের বাড়িতেও পৌঁছোয় ইডি। দমদম এয়ারপোর্ট এক নম্বর গেট এলাকার মিলনপল্লিতে সন্দীপের শ্যালিকার বাড়ি, সল্টলেকের বিই ব্লকের স্বপন সাহার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। জানা গিয়েছে, স্বপন সাহা, গৌতম সেন ও কুণাল রায় অনেকগুলি সংস্থার ডিরেক্টর পদে ছিলেন। যার মাধ্যমে বায়োমেডিকেল বর্জ্য বেচাকেনা হত। এদের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও তল্লাশি চালায় ইডি।

কুমারগঞ্জে ভবঘুরের মৃত্যু

কুমারগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : কুমারগঞ্জের পিরোজপুর যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে একজন ভবঘুরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মারা যায়। কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ এসে দেহ নিয়ে যায়। স্থানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী ভবঘুরেটি দু'দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পিরোজপুরের প্রতীক্ষালয়ে ছিল। তার আগে তিনি দীর্ঘদিন পতিরাম তিনকোণা মোড়ের প্রতীক্ষালয়ে থাকতেন।

জেলার খেলা

ফাইনালে এয়ারপোর্ট

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বালুরঘাট নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের উপলেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল এয়ারপোর্ট ইয়ংস। শুক্রবার দীপালি নগরের মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে উত্তরপাড়া তরুণ সংঘকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা রঞ্জন মার্ডি ছাড়াও এয়ারপোর্টের সজল মুর্মু ও শুভ হাঁসদা গোল করেন। তরুণের গোলটি শুভ সাঁতরার।

চ্যাম্পিয়ন কুশমণ্ডি

কুশমণ্ডি, ৬ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবসে কুশমণ্ডি ও কুশমণ্ডি সদর চক্রের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুশমণ্ডি সদর চক্র। শুক্রবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জিতেছে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রর বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা গঙ্গারামপুরের দুলালচন্দ্র দত্ত। প্রতিযোগিতার সেরা কুশমণ্ডির সুশোভন রায়।

যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন তাজপুর, বাসন্তী

কুমারগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : ব্রহ্মপুর দাসপাড়া ফুটবল মাঠে ব্রহ্মপুর সিধুকানু ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হল তাজপুর ও বাসন্তী। দুই দল সাড়ে তিন হাজার টাকা করে পুরস্কার পায়।

সেমিতে বিহার

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : সাব-জুনিয়ার মেয়েদের জাতীয় ফুটবলের গ্রুপ 'বি' থেকে সেমিফাইনালে পৌঁছাল বিহার। শুক্রবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে প্রথমে মুখোমুখি হয় গুজরাট ও মেঘালয়। শিল্পাবেন ঠাকর ও লক্ষ্মীবেন চৌধুরীর গোলে জয়লাভ করে গুজরাট। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছে শিল্পাবেন।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় খেলায় কর্ণাটককে ১-৫ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের জায়গা পাকা করে নেয় বিহার। চারটি গোল করে ম্যাচের সেরা রিঙ্কু কুমারী চৌহান। তাদের অন্য গোলটি অনশু কুমারীর। কর্ণাটকের গোলস্কোরার প্রতীক্ষা ভি।

জয়ী তপন

গঙ্গারামপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচে তপন সদর চক্র ২-১ গোলে হারিয়েছে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রকে। তপনের শিশু ওরাওঁ ও সুদীপ তির্কি গোল করেন। গঙ্গারামপুরের একমাত্র গোলটি নীরেন মুর্মুর।

সেরা সনতাই

হরিরামপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে হরিরামপুর বিশহর আদিবাসী ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সনতাই একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে চোপা একাদশকে হারিয়েছে।

পড়তে হবে

শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় 'ক্যাম্পাসে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি' শীর্ষক খবরে সামসী কলেজের অধ্যক্ষের নাম সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের জায়গায় পড়তে হবে সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবি থেকে শনি ইভনিং শো

মালদা

■ ৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় মালদা টাউনহলে মালদার নির্বাচিত কবিদের কবিতা সংকলন এবং গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান 'কবিতা সময়'।

■ ৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মালদা টাউনহলে আলেখ্য আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান 'চিরকালের রূপকথা বাঁশিওয়ালা'।

■ ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় মালদা পোস্ট অফিস মোড়ে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে পথনাটিকা 'জাস্টিস ফর অভয়া'।

উত্তর দিনাজপুর

■ ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ছন্দমের বিশেষ মঞ্চায়ন 'মেদেয়ারা'।

যাঁরা ইভনিং শো বিভাগে নিজেদের সেমিনার, ওয়ার্কশপ, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবর দিতে চান, তাঁরা আমন্ত্রণপত্র পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযূপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা-৭৩২১০১

প্রয়াণ দিবসে নজরুল স্মরণ

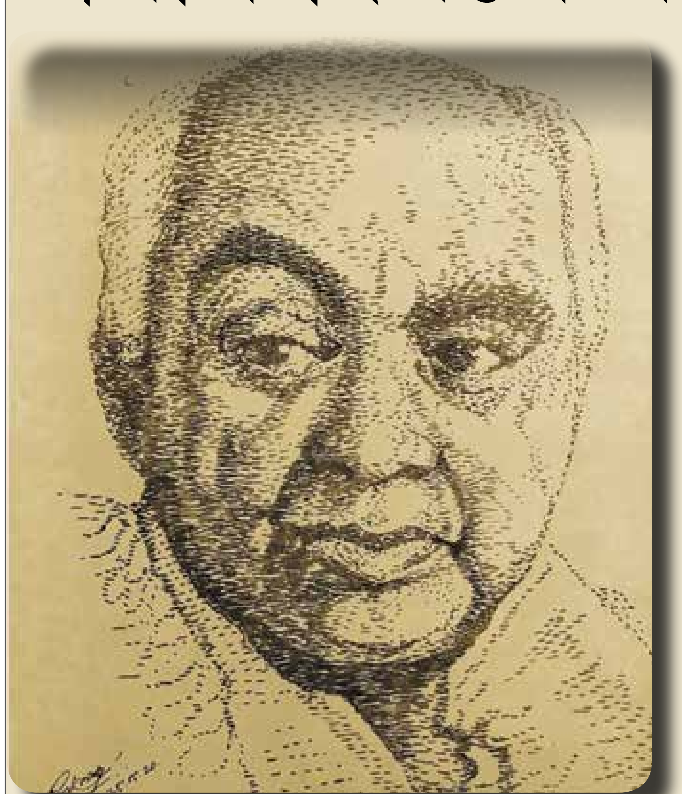

নজরুল স্মরণ।

রায়গঞ্জ : 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান...' গেয়েছিলেন তিনি। রায়গঞ্জে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল সম্প্রতি।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, দার্শনিক কাজী নজরুল ইসলাম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ এই দুই বাংলাতেই লেখনীর জাদুতে জনপ্রিয় তিনি। মানুষের ওপর অত্যাচার, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ই ফুটে উঠেছে বিদ্রোহী কবির লেখায়। 'অগ্নিবীণা' হাতে তাঁর সাহিত্যের জগতে প্রবেশ। আর 'ধূমকেতু'র মতো তাঁর প্রকাশ। জীবন থেকে কলম সবেতেই বিদ্রোহের সুর তুলেছেন কবি। দরিদ্র মুসলিম পরিবারের নজরুল ইসলাম বাঙালির মননে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।

রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হল কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, প্রাসঙ্গিক কথা, সঙ্গীত পরিবেশনা, আবৃত্তি, আলেখ্য ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহী কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। স্মরণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী সহ অনেকে। গানে গানে নজরুলের প্রতি সম্মান নিবেদন করেন কমল নাগ, আকাশ সরকার, গৈরিকা আচার্য প্রমুখ। নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন অরুন্ধতী রায়, সন্দীপন সরকার, স্নিগ্ধা সরকার প্রমুখ। যন্ত্রসংগীতে সহযোগিতা করেন বৃন্দাবন মণ্ডল, অমিতাভ দে প্রমুখ। এছাড়া রায়গঞ্জ পুরসভা ও রায়গঞ্জের অন্য কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থা দিনটি পালন করে।

ছবি ও তথ্য- সুকুমার বাড়ই

মালদার গম্ভীরায় খুশি বিচারকরা

মালদা : অসমের বিহুকে হারিয়ে বিচারকদের মনে দাগ কাটল মালদার গম্ভীরা। সম্প্রতি ইংরেজবাজার ব্লকের উত্তর ও দক্ষিণ সার্কেলে ১৪টি স্কুলের লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় জোহরাতলা হাইস্কুল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বেশিরভাগ স্কুল বিহু নৃত্য এবং ঝুমুর পরিবেশন করলেও বিচারকদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। মালদার গম্ভীরা, মুখানৃত্য দেখে মুগ্ধ হন বিচারকরা। জাতীয়স্তরে লোকনৃত্য প্রতিযোগিতার আগে ব্লক, জেলা হয়ে রাজ্যস্তরে হবে। ইংরেজবাজার ব্লকের লোক নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে জোত আরাপুর পিএম হাইস্কুল ও দ্বিতীয় হয় জোহরাতলা হাইস্কুল। জোতআরাপুর পিএম হাইস্কুলের ছাত্রদের অভূতপূর্ব প্রতিভা ও নৃত্য পরিবেশনা দেখে খুশি স্কুলের গাইড ও শিক্ষকরা।

বিচারক কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ ক্ষীতিশচন্দ্র মাহাতো বলেন, 'লোকসংস্কৃতি দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে দিয়ে লোকসাংস্কৃতি বাঁচাতেই স্কুলের অষ্টম ও নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। থিম দিয়ে বেঁধে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, লোকনৃত্য মানুষের মনে বেশি দিন বাঁচে।'

ছবি ও তথ্য : এম আনওয়ার উল হক

রায়গঞ্জে সাহিত্য আসর

রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জ সমাজকল্যাণ বিভাগের ১৮০তম সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসর বসল সম্প্রতি। রায়গঞ্জে দেবীনগরে সংস্থার নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠানটি হয়। ওই সাহিত্য আসরে সভাপতিত্ব করেন বিকাশ নন্দী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রপতি সম্মানপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জি। নবীন ও প্রবীণদের আগমনে সাহিত্য আসর জমে ওঠে। রায়গঞ্জের কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যাদব চৌধুরী, সমর আচার্য, সৌমিতা মৌলি, সৌরেন চৌধুরী প্রমুখ। অনেকে কবিতা পাঠ ও বক্তব্য রাখেন। তাঁদের কথা ও কবিতায় সাম্প্রতিক সময়ের অস্থিরতার বিষয়টি উঠে আসে। আসরে সংগীত পরিবেশন করেন পার্থপ্রতিম বোস, গৌরীশংকর রায়, জয়দেব সাহা, প্রবীর সাহা প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু মুখার্জি, অরিন্দম প্রামাণিক প্রমুখ। আবৃত্তি ও সংগীতে শিশুরা অংশ নেয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নীরদরঞ্জন রায়।

ছবি ও তথ্য : সুকুমার বাড়ই

মালঞ্চর নাট্যোৎসবে মাটির গন্ধের তিনদিন

অনিন্দ্য সরকার

বসন্ত শেষের হাওয়া।

মালদা : সম্প্রতি দুর্গাকিংকর সদনে মালদা মালঞ্চ নাট্যদলের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দুদিন ধরে নাট্যোৎসব হল। প্রতিটি নাটকেই ছিল মেঠো সুর, মাটির গন্ধ। গ্রামবাংলার লোকসংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে মঞ্চস্থ হয় তিনটি নাটক। নাট্যোৎসবের প্রথম দিনে মঞ্চস্থ হয় পরিমল ত্রিবেদীর নির্দেশনায় মালদা মালঞ্চের প্রযোজনা 'চাঁদ মনসা কথা'। প্রচলিত মনসামঙ্গল কাব্যকে ভেঙে তাকে নানান স্তরে উত্তরণ ঘটিয়ে নবরূপে সজ্জিত এই নাটক। কিছু মুহূর্তে ছিল পালাগানের কথন, কখনও কাব্যের ভাষা, কখনও বা গানের ছন্দ। চাঁদ-মনসার দ্বৈরথে ঋতুরাজ ও অন্বেষার অভিনয় এই নাটকের অন্যতম সম্পদ। ব্যঞ্জ, দোতারা, ঢোল, ধামসার সুরমূর্ছনায় অভিজিৎ আচার্য্যের সংগীতের সঙ্গে কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়ের কোরিওগ্রাফি সত্যিই মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধে মঞ্চস্থ হয় কালিয়াগঞ্জ সুচেতা কলাকেন্দ্রের প্রযোজনা 'বসন্ত শেষে'। নাট্যরচনা করেন পত্রাবলী চক্রবর্তী ও সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তামসরঞ্জন ব্যানার্জি। বাংলার কীর্ত্তন সংস্কৃতিকে নাটমন্দির থেকে তুলে এনে তাকে এক নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চে প্রদর্শন করার এই প্রয়াস ভীষণ প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী কীর্ত্তনিয়া কৃষ্ণভামিনী দাসীর জীবন ঘিরে এই নাটক। ঘটনার পরতে পরতে আসতে থাকে তাঁর দুই পালিতা কন্যা রাধা ও রুক্মা, গগন সহ একাধিক চরিত্র। খুলতে থাকে সমাজের একেক দিক। কৃষ্ণভামিনীর চরিত্রে সংগ্রামী ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত সুঅভিনয় করছেন। কিন্তু তাঁর গলায় কীর্তন ভীষণ নিষ্প্রভ। তুলনায় সকলের সমবেত কীর্তন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে গৌরাঙ্গ সাহার হাতে শ্রীখোলের নিপুণ বোল। যা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। বাকি চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন অঙ্কিতা দাস, শিবরঞ্জনী ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সঙ্গীত নির্দেশনায় ছিলেন ডঃ কঙ্কনা মিত্র। কৃষ্ণ চরিত্রটির শারীরিমুদ্রায় শৃঙ্গার কিংবা রৌদ্র রস ঠিকমতো ফুটে ওঠে না। মূলত রচনাগুণেই নাটকটি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। তবে রাধার বাড়ি ছাড়া ও বিয়ে নাটকের চলনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না।

দ্বিতীয়ার্ধে মঞ্চস্থ হয় ভবনীপুর সপ্তপ্রদীপ সংস্কৃতি সোসাইটির প্রযোজনা 'বোলান ফিরবে?' নাট্যরচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন সুব্রত ঘটক। গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া বোলান গানের সুরে সুরে সামাজিক অবক্ষয়ের একটি বাস্তব দিককে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার। নাটকের মূল চরিত্র শিবু ও তাঁর বোলান গানের দল। শহরের এক বাবুর আধুনিক সুরে বোলানের পরিকল্পনা, তা বাস্তবায়িত করার জন্য চুরি, হত্যা- এই নিয়েই এগিয়ে চলে নাটক।

নাট্য সমালোচনা

বোলান গানে কী হিন্দি সুর বাজে, শিবুর ছেলে লখুর এই আক্ষেপ যেন শহুরে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদকেই ইঙ্গিত করে। গোটা মঞ্চই যেন শিবুর সংসার, নাটকের শেষে বোলানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কার সুর দর্শকমনকে উদ্বেলিত করে। শিবুর চরিত্রে সুব্রত ঘটক ও কমলার চরিত্রে মল্লিকা মণ্ডল অনবদ্য। আলো ও আবহের ব্যবহারে আরও কিছুটা সচেতন হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আলোক প্রক্ষেপণে সোমনাথ ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন খোকন।

চন্দ্রাহতের কুটিরে স্বস্তির হাওয়া বইল

সুকুমার বাড়ই

চন্দ্রাহতের কুটির নাটকের দৃশ্য।

রায়গঞ্জ : চারিদিকে আরজি কর নিয়ে মন খারাপের বাতাস। তারই মধ্যে যেন কিছুটা আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করল চন্দ্রাহতের কুটির। সম্প্রতি বিধানমঞ্চের সন্ধে এক অন্যরকম সময় উপহার দিল রায়গঞ্জের নাট্যপ্রেমীদের।

বাস্তব-পরাবাস্তব মিলেমিশে একাকার চন্দ্রাহতের কুটির নাটক। নাটকের পুরোটাই যেন প্লট ভাঙার ধারাবাহিক খেলা। ডার্ক স্টুডিও প্রযোজিত ও নাটকীয় নিবেদিত রবিশঙ্কর বলের লেখা অবলম্বনে চন্দ্রাহতের কুটির নাটকটিতে শোনা গেল চাঁদের আলোর অন্ধকারে অমাবস্যার গান। নাটকটিতে সম্পাদনা ও নির্দেশনা দিয়েছেন পৃথ্বীশ রাণা। মঞ্চ, আলো সংগীত, আবহ, পোশাক, অঙ্গবিন্যাস, রূপসজ্জা সবেতেই অভিনবত্বের ছোঁয়া ছিল। কয়েকটি চরিত্র যেমন চেরী, মনোতোষ বসু, মাৎসুও বাশো, কেশব, বঙ্কিম, কপিল, মন্টুর অভিনয় ছিল দেখার মতো।

আসলে এক সুস্থ সমাজ নির্মাণের সুর বয়ে যায় চন্দ্রাহতের কুটিরে। মঞ্চজুড়ে সাম্প্রতিক জটিলতম জীবনের আনন্দ ও তার সারশূন্যতার দৃশ্যায়ন দেখা যায় নাটকে। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপের খোঁচায় নাটকটিতে এসে পড়ে এই রাজ্যের, দেশের ও বিশ্ব রাজনীতি, ব্যাক্তি জীবনের টানাপোড়ন ও প্রেম। অভিনয়ে আলোচনা, তর্ক, গানের পরেও অস্থির অসম্পূর্ণ জীবনের রেশ রয়ে যায়।

অভিনেতোরা এঁকে দেন উন্মাদ সমাজের এক মানচিত্রও। পুরো সমাজ যেন আটকে যায় চন্দ্রাহতের কুটিরেই। গল্পগুলো কোলাজের মতো। ঝলমলে উজ্জ্বল উপস্থাপনা। নাচ, গান, বাজনা, মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোর ঝলকানি ও শব্দের ব্যবহার ছিল অসাধারণ। নাটকে ভাবনার খোরাকের সঙ্গে নির্মল আনন্দ দর্শকদের মনযোগ কাড়ে।

এবিটিএ'র সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কুশমণ্ডি : কুশমণ্ডি এবিটিএ-র উদ্যোগে গঙ্গারামপুর মহকুমার ৬টি আঞ্চলিক শাখায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বালুরঘাট মহকুমায় এবং সাতটি আঞ্চলিক শাখায় মহকুমা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৮ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে। কবিতা আবৃত্তি নৃত্য একক ও দলগত নৃত্য প্রতিযোগিতায় কয়েকশো প্রতিযোগীর অংশগ্রহণের খবর জানিয়েছেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ি।

তথ্য : সৌরভ রায়

বালুরঘাট : নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বালুরঘাট জোনাল প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া ফল আশুতোষ বালিকা বিদ্যাপীঠের। বালুরঘাট হাইস্কুলে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আবৃত্তি, প্রবন্ধ, অঙ্কন সহ একাধিক বিভাগের প্রতিযোগিতায় আশুতোষ স্কুলের ছাত্রীরা সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছে বলে খুশির কথা জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা পম্পা দাস।

তথ্য : পঙ্কজ মহন্ত

শিক্ষক দিবসে রক্তদান

কুমারগঞ্জ : শিক্ষক দিবসের দিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বড়ম উচ্চবিদ্যালয়ে। রক্তদান শিবির ছাড়াও নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশন করল বর্তমান ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের শিক্ষক তোতন হালদার জানিয়েছেন, বাঙালি নাচ-গানের সাথে সাঁওতালি নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুমারগঞ্জ উত্তর চক্রের এসআই দেবলীনা চ্যাটার্জি উপস্থিত হয়েছিলেন।

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

লোকনৃত্যে প্রতিবাদের বার্তা

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে।

গাজোল : ব্লকস্তরের জাতীয় লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে উঠে এল আরজি করের ঘটনা। সম্প্রতি, রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ে গাজোল ব্লকের গাজোল, গাজোল উত্তর এবং পাণ্ডুয়া চক্রের মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে নিয়ে এই নৃত্য প্রতিযোগিতা হল। প্রতিযোগিতায় শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষানিকেতন, পাণ্ডুয়া একে হাইস্কুল, বাদনাগরা হাইস্কুল, রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়, টিয়াকাটি হাইস্কুল, মশালদিঘি শিবব্রতী বিদ্যাপীঠ ও শিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দির এই আটটি হাইস্কুল অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক লোকনৃত্য পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। যার মধ্যে ছিল রাজস্থানের লোকনৃত্য, আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লোকনৃত্য, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ক সমবেতনৃত্য, ছেলেমেয়ের সমান অধিকার বিষয়ক নৃত্য সহ বেশ কিছু বিষয়। মালদা জেলার অন্যতম লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা গানের মধ্যে দিয়ে আরজি করের ঘটনা তুলে ধরা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষানিকেতন। দ্বিতীয় পাণ্ডুয়া একে হাইস্কুল এবং তৃতীয় বাদনাগরা হাইস্কুল। উপস্থিত ছিলেন গাজোল উত্তর চক্র ও ভারপ্রাপ্ত গাজোল চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শিবনাথ চৌধুরী, পাণ্ডুয়া চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অরূপকুমার দাস, রামচন্দ্র সাহা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সংঘমিত্রা সান্ত্রা প্রমুখ। এদিন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলকে ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। *তথ্য : গৌতম দাস ও ছবি : পঙ্কজ ঘোষ।*

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কুমারগঞ্জ : সম্প্রতি সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সমজিয়ার ডাঙ্গারহাট কাটলাতে কাটলা যুব সংঘের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হল। সন্ধে থেকে শুরু হয় স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তারপর বহিরাগত শ্যাম ডান্স অ্যাকাডেমির নৃত্যানুষ্ঠান চলে মাঝরাত পর্যন্ত।

তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পঞ্চাশে কিশলয়

রায়গঞ্জ : কিশলয় কেজি স্কুলের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নৃত্য, সংগীত, অঙ্কন, আবৃত্তি, যোগা ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় শুরু হয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। অংশ নেয় আশপাশের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিযোগিতা ঘিরে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহ ছিল।

তথ্য : চন্দ্রনারায়ণ সাহা

নীরবে সবুজ বিপ্লব নবতিপর ভূষণ বর্মনের

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ : গাছের প্রতি ভালোবাসা ছোট থেকে। যৌবনে রায়গঞ্জের ইটাহার সহ বিস্তীর্ণ এলাকা চষে বেরিয়েছিলেন ৯৬ বছরের ভূষণ বর্মন। বাকিদের মতো তাঁকে বয়সের কাছে হার মানতে হয়েছে। কানে ভালো শোনেন না। পরিবারের সদস্য বলতে স্বামী-স্ত্রী। দুই মেয়ে ছিল। টানাটানির সংসারেও দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ঘরের জন্য নুন আনতে গিয়ে পান্তা শেষ হয়ে যায়। তবু গাছের প্রতি ভালোবাসা এই ৯৬ বছরেও এতটুকু কমেনি। গাছ লাগিয়ে পূরণ করেন মনের খিদে। আর খিদের আগুন নেভায় জমির ফসল।

গত ৩০ বছর ধরে নানা প্রজাতির গাছ লাগিয়েছেন ৯৬ বছরের ভূষণ বর্মন। । সবুজ বাঁচানোর অঙ্গীকার নিয়ে একই লড়াই করে চলেছেন এই নবতিপর। নীরবে আম,জাম,কাঁঠাল সহ একাধিক দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানো এবং তার সংরক্ষণ করে চলেছেন। সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে বারবার গিয়েছেন। পরামর্শ দিয়েছেন বৃক্ষ রোপণের। গাছের প্রতি বৃদ্ধের এই

মাটির তারা

নিজের জগতে ভূষণ বর্মন।

ভালোবাসা সকলের নজর কেড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ফণি বর্মন বলেন, 'একটা সময় সমাজ গড়ার প্রত্যাশা নিয়ে রায়গঞ্জ, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় উনি কাজ করেছেন। বয়সের কারণে এখন আর বেশি দূরে যেতে পারেন না। তাছাড়া শ্রবণশক্তিও কমে গিয়েছে। এত কিছু প্রতিবন্ধকতা তাঁর বনসৃজনের ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।'

একই অভিমত বেতোরের বিনয় সরকারের। বলেন, 'খুব কষ্টে সংসার চালালেও থেমে নেই তাঁর বনসৃজনের কাজ। বেতোরে আম, জাম, কাঁঠাল সহ দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে তাঁর পরিচর্যা একাই করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে বারবার গিয়ে তাদেরও বৃক্ষরোপণের বার্তা দিয়েছেন। প্রচারের আলোতে আসার কোনও অভিপ্রায় বা ইচ্ছা ভূষণের নেই। তাই, নীরবে গত ৩০ বছর ধরে গাছ লাগিয়ে চলেছেন।'

স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য প্রণব বর্মন বলেন, 'ভূষণবাবু আমাদের আদর্শ। একজন তাঁর রোজগারের টাকায় গাছের চারাগাছ কিনে এনে তাঁকে নিজের সন্তানের মতো পালন করেন। আজকের দিনে এটা সত্যিই একটি নিদর্শন। ওনাকে দেখে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

যাকে নিয়ে এই প্রতিবেদন, তিনি অবশ্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের। ভূষণ বর্মন বলেন, 'আমি ছোট থেকেই গাছপালা ভালোবাসতাম। কিন্তু বনসৃজনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একদিন বেতোর শ্মশানে গাছ লাগানোর জায়গা পাই। তারপর থেকে ৩০ বছরে প্রায় ১০০ গাছকে মানুষ করেছি। শ্মশানে যাঁরা দাহ করতে আসেন, তাঁদেরও বলি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরাও যেন বৃক্ষরোপণ করেন। পরিবেশ সচেতনা এখন আগের থেকে অনেকটাই বেড়েছে।'

পাশে আছি স্বপ্ন দ্যাখো
কেরিয়ার প্ল্যান

রবীন্দ্রভারতীতে সংগীত, নাটক, নৃত্যে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভর্তির বিষয়: ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টসে যেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়া যাবে সেগুলি হল--রবীন্দ্রসংগীত, ভোকাল মিউজিক, নৃত্য, নাটক, সংগীতবিদ্যা, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, পারকাশন এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীত (ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক) বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে।

ভর্তির শর্তাদি: ২০২২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে স্নাতক উত্তীর্ণরা শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরে ভর্তি হতে পারবেন। দু'বছরে মোট চারটি সিমেস্টার।

ভর্তির শর্তাদি: শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

আবেদন করতে চাইলে: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইট দেখুন https://www.rbu.ac.in/

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

এইমস কল্যাণীতে দুটি ডিপ্লোমা কোর্স

১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে

কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)। এই প্রতিষ্ঠানে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ও অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।

কোর্স : এমসে ডেন্টিস্ট্রি বা দন্ত চিকিৎসা বিভাগের দু'টি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে-- ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল হাইজিন এবং ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল মেকানিক্স।

কোর্সের মেয়াদ: দুটি ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। প্রতিটি কোর্সে শূন্য আসন ২টি করে।

প্রতি বছরই এখানে জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয়।

কোর্স ফি: ২০০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদন করতে চাইলে দ্বাদশের পরীক্ষায় জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ইংরেজি-র মতো বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

ভর্তি পরীক্ষা: প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

দুঘণ্টার পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে এমসিকিউধর্মী। মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষায় ৫০ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণরা কোর্সগুলিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদনমূল্য বাবদ যথাক্রমে ২৫০ এবং ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://aiimskalyani.edu.in/

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, কমার্স অ্যান্ড ল, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে ভর্তি নেওয়া হবে: বাংলা, কমার্স, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, ভূগোল, দর্শন, সংস্কৃত, সমাজবিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করা যাবে।

ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অধীনে প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, মাইক্রোবায়োলজি, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যায় ভর্তি হওয়াযাবে।

আবেদন করতে হলে: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকারীকে স্নাতক হতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।

ভর্তি হতে হলে: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://raiganjuniversity.ac.in/

কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন, অফলাইন দুভাবেই আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

মোট আসন সংখ্যা: ৫টি।

ভর্তি হতে হলে: বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। তবে যাঁরা ইউজিসি নেট/ সিএসআইআর নেট/ সেট/ স্লেট/ গেট উত্তীর্ণ বা জাতীয় স্তরের কোনও ফেলোশিপ প্রাপক বা যাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমই বা এমটেক ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদের শুধু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

লিখিতপরীক্ষা: ২৩ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা। ইন্টারভিউ ৩০ সেপ্টেম্বর।

যোগ্যতা: আবেদনকারীর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল বিষয়ে এমটেক/ এমই/ বিটেক/ বিই অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি অথবা বিই/ বিটেক-এর পর এমসিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আগ্রহীদের প্রথমে অনলাইনে ১০০ টাকা আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে অন্যান্য। নথি সহ জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.caluniv.ac.in/

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স সহ বিভিন্ন সেলফ ফিন্যান্সিং কোর্স ও অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির সুযোগ।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে পড়া যাবে: বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এডুকেশন, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, আইন, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশন, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ভর্তি হওয়া যাবে।

আইন ও হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশনের এলএলএম কোর্স এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের বিএলআইএস ও এমএলআইএস-এর কোর্সেও ভর্তি হওয়া যাবে। এর জন্য আলাদা যোগ্যতা প্রয়োজন। বিশদে জানতে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট।

মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি।

আবেদনের শেষ তারিখ: আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://cbpbu.ac.in/

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আগ্রহী প্রার্থীরা এখনই আবেদন করুন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের পাশাপাশি আইন বিষয়েও ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

যেসব কোর্সে আবেদন: মাস্টার অফ সায়েন্স/ মাস্টার অফ আর্টস, মাস্টার অফ কমার্স এবং ব্যাচেলর অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, মাস্টার্স অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, এলএলএম-এ ভর্তির আবেদন প্রায় শেষের পথে।

আইন বিভাগে আসন মোট ৪১টি।

আবেদন করতে হলে: যে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য বিভাগে ভর্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে এখনই দেখুন ওয়েবসাইট।

আবেদন করতে চাইলে: যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.nbu.ac.in/

রেলে স্টেশনমাস্টার, ক্লার্ক সহ বিভিন্ন পদে ১১,৫৫৮

আবেদন করা যাবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত

রেলের চাকরিতে চাকরিপ্রার্থী মাত্রেই পাখির চোখ। অধিকাংশ কর্মপ্রার্থী রেলের চাকরি এই কারণে পছন্দ করেন যে, রেলে বেতন যেমন বেশি তেমনি অন্যান্য সুবিধেও অনেকটাই। নেই চাকরির বাজারে তাই রেলে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার চাকরির খবর অনেকখানি আশার আলো।

কোথায় নিয়োগ: ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

কী ধরনের নিয়োগ: নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে অ্যাকাউন্টস কাম টিকিট ক্লার্ক, জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ক্লার্ক পদে ৩৪৪৫ কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় গুডস ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৮১১টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

রেলে নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় এইসব পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নিয়োগ

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নেওয়া হবে যেসব পদে সে সম্বন্ধে জানানো হল। আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

স্টেশন মাস্টার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদে আবেদন করতে পারেন।

বয়স : প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2. বেসিক পে ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ ৯৯৪টি।

জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৫০৭টি।

সিনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। ব

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭৩২টি।

গুডস ট্রেন ম্যানেজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2.
বেসিক পে: ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩১৪৪টি।

চিফ কমার্সিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: আবেদনকারীর দৃষ্টিশক্তি দরকার B-2.
বেসিক পে: ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৭৩৬টি।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় নিয়োগ

আবেদনপত্র নেওয়া হবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩৬১টি।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৯৯০টি।

ট্রেন্স ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-3.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭২টি।

উল্লিখিত সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হিসাব করতে হবে ০১-০১-২০২৫ তারিখের হিসাবে।

তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলি হলে ৪০, ওবিসি হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক-টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দুটি পর্যায়ের অনলাইন সিবিটি টেস্ট হবে।

প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্টে ১০০ নম্বররে ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে।

৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০ শতাংশ, ওবিসিরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি জাতির প্রার্থীরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির প্রার্থীরা ২৫ শতাংশ নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টের জন্য ডাক পাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে।

বাংলায় প্রশ্ন: কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, রাঁচি ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে স্টেশন মাস্টার পদের বেলায় কম্পিউটার বেসড স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, সনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

ট্রেন্স ক্লার্ক, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, গুডস ট্রেন্স ম্যানেজার পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, যাঁরা যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে আবেদন করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে আবেদন করবেন। এজন্য আবেদনকারীর বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে ও সাক্ষর ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফোটো স্ক্যান করবেন সেই ফোটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য এগুলি কাজে লাগবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করবেন। তখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন।

এরপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০০ টাকা (তপশিলি, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সাধারণ প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফি থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন ব্যাংক চার্জ কেটে।

কোনও ভুল হয়ে থাকলে তা পুনরায় ঠিক করে নিতে পারবেন।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কোন ওয়েবসাইট তা বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট। কলকাতা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbsiliguri.org

কেন্দ্রীয় ৮ বাহিনীতে কয়েক হাজার কনস্টেবল

আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি মানেই তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই বেশি মাইনে। কনস্টেবল পদে কয়েক হাজার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে এখনই আবেদন করুন।

কোন পদে নিয়োগ: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট, সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে আর আসাম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

কমপক্ষে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০২-০১-২০০২ থেকে ০১-০১-২০০৭-এর মধ্যে।

ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলিরা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৬৫ সেমি আর ত্রিপুরা ও সিকিমের নকশাল অধ্যুষিত প্রার্থীদের বেলায় ১৬০ সেমি) আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (পার্বত্য এলাকার হলে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি)।

মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৫৫ সেমি)।

দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় একচোখে ৬/৬ এবং অন্য চোখে ৬/৯। কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 এবং খারাপ চোখে N9. ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, ট্যারা দৃষ্টি, শুধুমাত্র বাঁ চোখ বোজানোয় অক্ষমতা, আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করায় অক্ষমতা, শিরাস্ফীতি, অন্য কোনও শারীরিক ত্রুটি, চোখে চশমা বা কন্ট্যাক্ট লেন্স কিংবা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

মূল মাইনে: ২১৭০০-৬৯১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই: যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন 'কনস্টেবল (জিডি) ইন সেন্ট্রাল

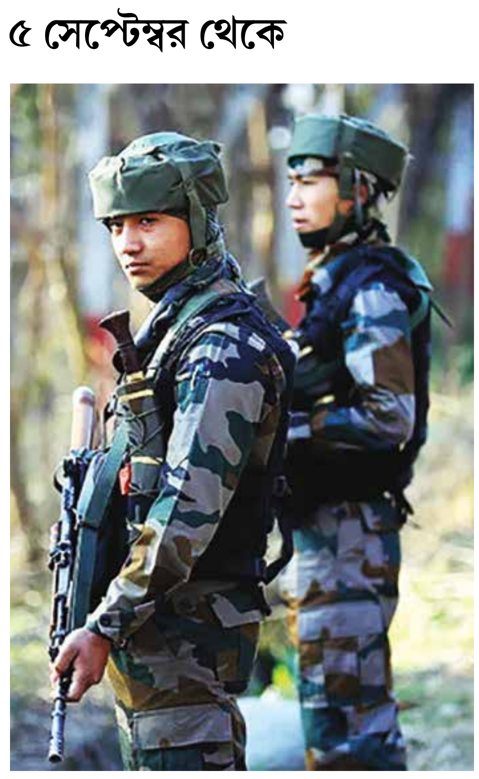

আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (সিএপিএফএস), এসএসএফ, রাইফেলম্যান (জিডি) ইন আসাম রাইফেলস এগজামিনেশন, ২০২৫-এর পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (সিবিই) হবে আগামী বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ।

প্রশ্নপত্র হবে বাংলাতেও: এই পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বাংলা ভাষা সহ সারা রাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়।

কোন মানের প্রশ্ন: মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে।

কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (পিএসটি) ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (PET) জন্য ডাকা হবে। সেই সময় যাবতীয় সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই ওয়েবসাইটে www.ssc.gov.in

স্টেট ব্যাংকে ৫৮ পদে

আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্পেশালিস্ট ক্যাডার পদে কর্মী নিয়োগ করবে। এটি অফিসার পদমর্যাদার।

যেসব পদে নিয়োগ: ব্যাংকে নিয়োগ হবে ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্ল্যাটফর্ম ওনার), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ক্লাউড অপারেশন্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইউএক্স লিড, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (সিকিউরিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (আইটি-আর্কিটেক্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড অপারেশন্স), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড সিকিউরিটি), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ডেটা সেন্টার অপারেশন্স) এবং সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (প্রোকিয়োরমেন্ট অ্যানালিস্ট) পদে।

মোট শূন্যপদ: ৫৮।

নিয়োগ চুক্তির ভিত্তিতে: উল্লিখিত পদগুলিতে প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে কর্মীদের। এরপর আরও দু'বছর বাড়ানো হতে পারে চুক্তির মেয়াদ।

প্রার্থীর বয়স: ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বয়স যথাক্রমে ৩১-৪৫ বছর, ২৯-৪২ বছর এবং ২৭-৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তদের জন্য থাকছে ছাড়। ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে নিযুক্তদের সর্বাধিক বার্ষিক পারিশ্রমিক হবে যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ। বিভিন্ন পদে আবেদনের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাদারি অভিজ্ঞতা পৃথক। বিশদে জানতে দেখুন মূল বিজ্ঞপ্তি। প্রাথমিক বাছাইয়ের পরে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: ব্যাংকের ওয়েবসাইটে (https://sbi.co.in/web/careers) গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবেদনমূল্য বাবদ ৭৫০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনমূল্যে ছাড় পাবেন সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তরা। এর পর সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ দিন: আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

অতিথি শিক্ষকদের নতুন আন্দোলনে সমস্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পোর্টালে নম্বর আপলোডে ‘না’

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : উপাচার্য-রেজিস্ট্রার সংঘাতের মধ্যেই বেতন আটকে থাকা শিক্ষকরা এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টালে পরীক্ষার নম্বর আপলোড করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। ফলে পরীক্ষার ফলপ্রকাশ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। ফলপ্রকাশে দেরি হলে আগামীদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ উপাচার্য। সমাধান খুঁজতে এবার আচার্য তথা রাজ্যপাল ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হওয়ার ভাবনা উপাচার্যর।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগে প্রায় ১৮জন অতিথি অধ্যাপক রয়েছেন। অস্থায়ী রেজিস্ট্রার কৌশিক মাঝি গত মে মাসে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এই অতিথি অধ্যাপকদের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে চিঠি দেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরে। ওই চিঠির উত্তর না পেয়ে অতিথি অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ করে রাখেন তিনি। এনিয়ে গত জুলাই মাসে আন্দোলন শুরু হলে, উপাচার্য নিজ ক্ষমতায় ওই বেতন চালু করেন। কিন্তু তারপর থেকে আর বেতন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেননি রেজিস্ট্রার। তাই ফের বন্ধ বেতন। জুলাই ও অগাস্ট মাসের বেতন না পেয়ে, গত এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলনে নেমেছেন অধ্যাপকরা।

অযথা কেন শিক্ষকের মাইনের নথিতে কোনও মতামত না দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে, এবিষয়ে ক্ষুব্ধ উপাচার্য চিঠি দিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন রেজিস্ট্রারকে। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও ওই উত্তর বিশ্ববিদ্যালয় পায়নি বলে জানা গিয়েছে। রেজিস্ট্রারের এমন অনড় মনোভাবের কারণে এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আন্দোলনে নেমে পড়েছেন। শিক্ষকদের পোর্টালে পরীক্ষার ফলপ্রকাশ করতে হয়। সমস্ত বিভাগের অধ্যাপকরা এই প্রক্রিয়া শেষ করার পরেই, বিশ্ববিদ্যালয় ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু করে। এবারে ওই পরীক্ষার নম্বর আপলোড না করার সিদ্ধান্ত নিল অধ্যাপকরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক মন্মথ করের অভিযোগ, ‘আমাদের কাজ করিয়ে নিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের আর্থিক সংকটে ফেলা হচ্ছে। উপরন্তু আমাদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি করা হচ্ছে। তাই যতদিন আমরা বেতন না পাচ্ছি, ততদিন আমরা পরীক্ষার পোর্টালে নম্বর আপলোড করব না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে তা জানিয়ে দিয়েছি।’

অস্থায়ী রেজিস্ট্রার কৌশিক মাঝির সাফাই, ‘আমার জানা নেই, বিষয়টি দেখছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত মিত্রর বক্তব্য, ‘ওঁরা বেতন পাচ্ছেন না, আন্দোলন করতেই পারেন। রেজিস্ট্রারের কাছে ফাইল মতামতের জন্যে পাঠানো হয়েছে। তিনি কোনও উত্তর দেননি বলেই আটকে রয়েছে। রেজিস্ট্রার কোনও মতামত না দিলে আমি এই বেতন প্রক্রিয়া চালু করব না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে আচার্য ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে চিঠি দেব।’

সমস্যার কথা

- দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিভাগে প্রায় ১৮জন অতিথি অধ্যাপক রয়েছেন
- অস্থায়ী রেজিস্ট্রার কৌশিক মাঝি গত মে মাসে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই এই অতিথি অধ্যাপকদের বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে চিঠি দেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরে
- চিঠির উত্তর না পেয়ে অতিথি অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ করে রাখেন তিনি। এনিয়ে গত জুলাই মাসে আন্দোলন শুরু হলে, উপাচার্য নিজ ক্ষমতায় ওই বেতন চালু করেন
- তারপর থেকে আর বেতন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেননি রেজিস্ট্রার। তাই ফের বন্ধ বেতন। জুলাই ও অগাস্ট মাসের বেতন না পেয়ে, গত এক সপ্তাহ ধরে আন্দোলনে নেমেছেন অধ্যাপকরা
- ওই আন্দোলনের জেরে এবারে পরীক্ষার নম্বর আপলোড না করার সিদ্ধান্ত নিল অতিথি অধ্যাপকরা

> **ওঁরা বেতন পাচ্ছেন না, আন্দোলন করতেই পারেন। রেজিস্ট্রারের কাছে ফাইল মতামতের জন্যে পাঠানো হয়েছে। তিনি কোনও উত্তর দেননি বলেই আটকে রয়েছে। রেজিস্ট্রার কোনও মতামত না দিলে আমি এই বেতন প্রক্রিয়া চালু করব না।**
>
> – দেবব্রত মিত্র, উপাচার্য

মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের পোস্টার উধাও

পুরাতন মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করে আরএসপির লাগানো পোস্টার খুলে নিয়ে পালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে পুরাতন মালদার বুলবুলি মোড়ে। শুক্রবার সকালে বিষয়টি দেখতে পান আরএসপির জেলা সম্পাদক সর্বানন্দ পান্ডে। তাঁর অভিযোগ, ‘তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই ওই ঘটনা ঘটিয়েছে।’

বিষয়টি নিয়ে শহরজুড়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। আরজি কর-এর ঘটনা নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে লাগানো পোস্টার খুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা খুবই নিন্দনীয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

সর্বানন্দ পান্ডের বক্তব্য, ‘আরএসপির ব্যানারে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বড় হরফে ব্যানার লাগানো হয়েছিল। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা সেটি সহ্য করতে না পেরে খুলে নিয়ে পালিয়েছে। আমরা এই ধরনের ঘটনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। শাসকদল ভয় পেয়ে যাওয়ায় পোস্টার খুলে নিয়ে যাওয়ার মতো জঘন্য কাজ করেছে।’

যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে শহর তৃণমূলের নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা। তাঁর দাবি, ‘তৃণমূল যাঁরা করেন, তাঁরা এসব কাজ করেন না। আরএসপির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওরা নিজেরাই প্রচার পাওয়ার জন্য ব্যানার খুলে নিয়ে পালিয়েছে।’

দরজার সামনে লরি ও ট্যাংক

বিশ্রামাগারে যাওয়াই দায়

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : সরকারি টাকায় তৈরি করা হয়েছিল বিশ্রামাগার। মানুষ সেখানে যেতে পারে না। কারণ, বিশ্রামাগারের সামনে দাড়িয়ে থাকে লরি, পুরসভার জলের ট্যাংক। এটা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। পুরসভা বা প্রশাসনের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের ভূমিকায় মানুষ বেশ ক্ষুব্ধ।

বুনিয়াদপুর কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সড়কের পাশে বংশীহারী গার্লস হাইস্কুলের উলটো দিকে পুরসভা পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশুউদ্যান। এর পাশেই বিশ্রামাগার। যাঁরা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই পার্কে ঘুরতে আসেন, পার্কের গেট বন্ধ থাকলে তাঁরা ওই বিশ্রামাগারে চলে যেতেন। কিছুদিন ধরে বিশ্রামাগারের সামনে লরি এবং পুরসভার জলের ট্যাংক দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করেছে। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে ওই জায়গা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। জলের ট্যাংক এবং লরির পাশ কাটিয়ে বিশ্রামাগারে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে সেখানে কেউ যেতে চাই না। বিশেষ করে মেয়েরা।

বৃহস্পতিবার বিকালে বিবেকানন্দ শিশুউদ্যানে এসেছিল আসমা খাতুন, শিউলি দাস, আঞ্জুয়ারা হক। এরা সকলেই ক্লাস নাইনের পড়ুয়া। একযোগে ওরা বলে, স্কুল ছুটি হলে বা স্কুল বন্ধ থাকলে এই শিশুউদ্যানে ঘুরতে আসি। পার্কের গেট বন্ধ থাকলে পাশের বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণ বসি। কিন্তু বিশ্রামাগারের সামনে জলের ট্যাংক এবং লরি দাঁড়িয়ে থাকায় ওই জায়গায় পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিরাপত্তার অভাববোধ করি বলে সেখানে যাই না।’

পড়ুয়াদের আরও অভিযোগ, ওই বিশ্রামাগারে বহু ছেলে আড্ডা দেয়। এখন আর পথেঘাটে মেয়েরা নিরাপদে নেই। যেকোনও সময় অঘটন ঘটতে পারে। পুরসভা এবং প্রশাসনের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন, ‘আমি অতিশীঘ্রই বিশ্রামাগারের সামনে থেকে ট্যাংকার এবং লরিগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

পড়ুয়াদের অভিযোগ

ওই বিশ্রামাগারে বহু ছেলে আড্ডা দেয়। এখন আর পথেঘাটে মেয়েরা নিরাপদে নেই। যেকোনও সময় অঘটন ঘটতে পারে। পুরসভা এবং প্রশাসনের এদিকে নজর দেওয়া উচিত।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ	
এ পজিটিভ	– ০
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ০
বি নেগেটিভ	– ০
এবি পজিটিভ	– ০
এবি নেগেটিভ	– ০
ও পজিটিভ	– ০
ও নেগেটিভ	– ০
(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)	
■ রায়গঞ্জ মেডিকেল	
এ পজিটিভ	– ০
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ০
বি নেগেটিভ	– ০
এবি পজিটিভ	– ০
এবি নেগেটিভ	– ০
ও পজিটিভ	– ০
ও নেগেটিভ	– ০
■ বালুরঘাট হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	– ১৭
এ নেগেটিভ	– ০
বি পজিটিভ	– ৮৬
বি নেগেটিভ	– ০
এবি পজিটিভ	– ৬
এবি নেগেটিভ	– ০
ও পজিটিভ	– ৮৪
ও নেগেটিভ	– ০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

মহামিলন উৎসব

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ শ্রী শ্রী লোকনাথ শুভলগ্ন মন্দিরের ৩৩ তম বাৎসরিক মহামিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ৭টায় লোকনাথের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা, পাদুকাভিষেক ও মহাবাল্যভোগ বিতরণ করা হয়। এরপর গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ ও মহাগুরুর মহাপুজো করা হয়। এছাড়াও বিশ্বশান্তি যজ্ঞ, সন্ধ্যাপুজো ও সন্ধ্যারতি হয়। রাতে বহিরাগত শিল্পীরা পরিবেশন করেন ভক্তিগীতি।

চিন্তা বাড়ছে উত্তর দিনাজপুরে

নাবালিকাদের পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রতি মাসে তিন থেকে চারজন নাবালিকা পালিয়ে বিয়ে করছে। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা ফের বাবার বাড়ি ফিরে আসছে। পুলিশ জানাচ্ছে, ইটাহার, কালিয়াগঞ্জ ও হেমতাবাদেও একই ছবি ধরা পড়েছে।

বাংলায় মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ের প্রবণতায় লাগাম দিতে সরকার কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং ১৮ বছরের আগে বিয়ে আটকানোর জন্য এই প্রকল্প। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে, বিয়ের প্রবণতা বাড়ছে নাবালিকাদের। কেন এমন হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তায় সবাই।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ণধার জবা ভট্টাচার্য বলছিলেন, ‘গ্রামীণ এলাকায় বিয়ের নামে প্রতারিত হয় বহু নাবালিকা। তবুও তারা অল্পবয়সি ছেলেদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেদের বেশিরভাগই নাবালিকাদের এলাকার। আবার ভিনরাজ্যে কাজ করে এমন অনেক তরুণ অনটনের সংসারে মোটা টাকা দিয়ে নাবালিকাদের বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে।’

সমাজকর্মী কল্পনা রায় জানাচ্ছেন, ‘বিয়ে করার নামে গ্রামীণ মেয়েদের ভুল বুঝিয়ে এলাকার তরুণরা পালিয়ে যাচ্ছে। আবার যখন টাকা শেষ হচ্ছে, তারা ফিরে আসছে। অভিভাবকেরা সচেতন না হলে এই ব্যাধি রোধ করা যাবে না। তবে শুধু নাবালিকা নয়, পালিয়ে যাচ্ছে সাবালিকারাও। গতকাল ইটাহারের একটি গ্রাম থেকে ২২ বছরের এক তরুণীর পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে।’ উত্তর দিনাজপুর জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অসিতরঞ্জন দাস কোনও রাখঢাক না করেই জানান, ‘এই জেলায় প্রতি মাসে তিন থেকে চারজন নাবালিকা এলাকারই ছেলেদের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে। তবে টাকার ঘাটতি হলেই তারা আবার ফিরে আসে। আমাদের কাছে খবর আসলে নাবালিকাদের বিয়ে রুখে দেওয়া হচ্ছে।’

অনিয়মিত সাফাই, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা

পুরাতন মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : পুরাতন মালদা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষিপাড়ায় বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে জনমানসে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওই ওয়ার্ডে নিয়মিত নিকাশিনালা পরিষ্কার হয় না বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে সবসময় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

যার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। যদিও এলাকায় বৃষ্টির পর জল নেমে গেলেও বাসিন্দাদের দুর্ভোগ লেগেই থাকে। দুর্গন্ধে টেকা দায়। শুধু তাই নয়, দেখা দিয়েছে মশা, মাছির উপদ্রব। বাসিন্দাদের দাবি, ওই এলাকায় দু-তিনটি নিকাশিনালা রয়েছে। সবকটি বেহাল। আরও বেশ কিছু পাড়ার গলিতে নিকাশিনালা বানানোর দাবি থাকলেও সেগুলো পূরণ হয়নি। যে কারণে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে।

স্থানীয় এক মহিলা বলেন, ‘সাফাইকর্মীরা নিয়মিত নিকাশিনালা পরিষ্কার করছেন না। ফলে সমস্যা হচ্ছে। আমরা বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলারকে জানিয়েছি।’ কাউন্সিলার তপন চক্রবর্তী বলেন, ‘বাসিন্দাদের সমস্যা হলে সেটি মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে ওই পাড়ায় নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই হয়।’

নর্দমা ও পাকা রাস্তার উদ্যোগ

পুরাতন মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : পুরাতন মালদার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি নিকাশিনালা ও ঢালাই রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, সম্প্রতি ফিফটিন ফিন্যান্স প্রকল্পে ওই টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ওই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরের বাচামারি, পালপাড়া, রামচন্দ্রপুর, মণ্ডলপাড়া একাধিক এলাকায় মানুষের সমস্যা মিটবে।

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা জানান, ‘ওয়ার্ডে আগামীদিনে ঢালাই কাজ হবে। তার প্রক্রিয়া কার্যত আমরা শুরু করে দিয়েছি। ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ মিলেছে।’ পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ বলেন, ‘রামচন্দ্রপুর, পালপাড়া, মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দারা সমস্যায় ছিলেন। তাঁদের সমস্যা মেটাতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি।’

দুটি কমিউনিটি হলের নির্মাণের সূচনা

মালদা, ৬ সেপ্টেম্বর : নেতাজি সুপার মার্কেটে জোড়া কমিউনিটি হলের কাজের সূচনা করল ইংরেজবাজার পুরসভা। বুধবার বিকেলে নারকেল ফাটিয়ে ফলক উন্মোচন করেন পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার দুই সিআইসি শুভময় বসু ও নিবেদিতা কুণ্ডু, নেতাজি সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ব্যানার্জি প্রমুখ। জোড়া কমিউনিটি হলের জন্য পুরসভা খরচ করছে ৬০ লক্ষ টাকা।

রথবাড়ি বাজারের নয়া সংযোজন নেতাজি সুপার মার্কেট। শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের লালকুঠি হরিজন আবাস সংলগ্ন এই পুরবাজারের বয়স খুববেশি নয়। পোশাকি নাম নেতাজি সুপার মার্কেট হলেও লোকমুখে সেটি চায়না মার্কেট নামেই প্রচলিত। এই মার্কেটে মূলত ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর দোকানের আধিক্য বেশি। চলতি বছরেই এই বাজারকে নিয়ে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইংরেজবাজার পুরসভা। বাজারটির একটি অংশে তৃতীয় তলে দোকান ঘর নির্মিত হবে। ব্যবসায়ীদের তরফে এই কাজের জন্য পুরসভাকে ১৫ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি খরচ করবে পুরসভা। হরিজন আবাস সংলগ্ন ছাদের তৃতীয় তলে পুরনাগরিকদের জন্য সাড়ে ৩ হাজার স্কোয়ার ফুট বিশিষ্ট বড় কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হবে। যে -কোনও অনুষ্ঠান, সভা, বৈঠকের জন্য পুরসভার কাছ থেকে হলটি ভাড়া নেওয়া যাবে। সংলগ্ন ছাদেই সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির জন্য আরও একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানান, ‘নেতাজি মার্কেটের এই জোনে ব্যবসায়ীদের বসার কোনও জায়গা ছিল না। ব্যবসায়ীদের জন্য মিটিং হল এবং এই এলাকার মানুষদের জন্য একটি কমিউনিটি হল করে দিচ্ছে পুরসভা। হলগুলি মানুষের অত্যন্ত কাজে আসবে।’

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, ‘নেতাজি সুপার মার্কেটের গুরুত্ব এখন অনেকটাই বেড়েছে। ব্যবসায়ীদের বসার কোনও জায়গা ছিল না। তাঁরা আমাদের কাছে দাবি জানাচ্ছিলেন। আমরা বাজারের ছাদে দুটি কমিউনিটি হল তৈরির সিদ্ধান্ত নিই। আজ সেই কাজের সূচনা হল।’

বুনিয়াদপুরে ‘কসমো’র শোরুম

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : বুনিয়াদপুর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে কসমো বাজার তাদের ৫২ তম শোরুম উদ্বোধন করতে চলেছে। ৭ সেপ্টেম্বর এর উদ্বোধন রয়েছে বুনিয়াদপুরে। যা নিয়ে চরম উৎসাহ বুনিয়াদপুরবাসীর।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে তাদের শোরুম খুলতে সক্ষম হয়েছেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও চারটি রাজ্যে কসমো বাজার রয়েছে। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে হাল-ফ্যাশনের জামাকাপড়ের নতুন কালেকশনের সম্ভার নিয়ে এসেছে তারা। সমস্ত স্তরের গ্রাহকদের জন্যে সাশ্রয়ী মূল্যে ও উচ্চমানের মেন্স, উইমেন্স, কিডস গার্মেন্টস, হোম ফার্নেসিং, অ্যাক্সেসারিজ ও কসমেটিক্স সামগ্রীর বিপুল সম্ভার নিয়ে আসছে ‘কসমো’। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষার কারণে কসমো বাজার সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

কোম্পানির এই মাইল ফলক উদযাপন করতে এবং শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কেনাকাটার উপর বিনামূল্যে নানা উপহার, প্রতিদিন লাকি ড্র রয়েছে। আছে নির্দিষ্ট কেনাকাটার উপরে বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফার। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মহিলাদের জন্য রয়েছে হাল ফ্যাশনের নিত্যনতুন ডিজাইনের শাড়ির বিপুল সম্ভার। শুক্রবার তাদের গণেশপুজো সম্পন্ন হয়েছে। এদিন বিকেলে একঝাঁক মহিলা ঢাকি সহ স্টোরের কর্মীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বুনিয়াদপুর শহর পরিক্রমা করে। শনিবার সকাল থেকে বুনিয়াদপুর ট্রাফিক মোড়ের পাশে চৌধুরী মার্কেটের দ্বিতলে জনসাধারণের জন্যে মলটি খুলে দেওয়া হবে।

কসমো বাজারের ডাইরেক্টর গণেশ পোদ্দার জানান, ‘বুনিয়াদপুর শহরে এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। দুর্গাপুজোর আগেই শনিবার থেকে এলাকার সমস্ত স্তরের জনসাধারণের জন্যে সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটার বিপুল সম্ভার আয়োজন করা হল। নির্দিষ্ট কেনাকাটার উপরে সুনিশ্চিত উপহার সহ প্রতিদিন লাকি ড্র এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুরসভায় অভিযোগ স্থানীয়দের

ঘনবসতি এলাকায় ভবঘুরেদের আশ্রয়স্থল

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৬ সেপ্টেম্বর : ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে ভবঘুরেদের ঘর। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিজেদের দাবির সপক্ষে গণস্বাক্ষর করা দাবিপত্র পুরসভাকে মঙ্গলবার জমা দিলেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, ভবঘুরেদের ঘর হলে নষ্ট হতে পারে এলাকার পরিবেশ। এই জন্য পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের হাটখোলা এলাকার বাসিন্দারা সেখানে ভবঘুরেদের জন্য ঘর না করার জন্য পুরসভার দ্বারস্থ হন। যদিও বা পুরসভার দাবি, আশ্রয়হীনদের সাময়িকভাবেই ওই জায়গায় রাখা হবে।

বেশ কয়েক বছর আগে বালুরঘাট পুরসভার তরফে শহরের লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি বহুতল তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে মূলত ভবঘুরে ও সাফাইকর্মীদের রাখার জন্য ওই ভবনটি তৈরি করা হয়। তবে এক কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ওই ভবনটি তৈরি করা হলেও সে ভবনের তালা খোলা পড়েনি। তৈরি হওয়ার পর থেকে ভবনটি বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বালুরঘাট পুরসভা নতুন করে ভবঘুরেদের থাকার ব্যবস্থা করছে। শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেবকাছারি এলাকায় ভবঘুরেদের থাকার জন্য ভবন তৈরি করছে। ওই এলাকায় পুরসভার মার্কেট তৈরি করা হয়। সেই মার্কেট কমপ্লেক্সের উপরে নতুন করে ভবন তৈরি করার কাজ চলছে। এরপর শহরের ভবঘুরেদের এই ভবনে রাখা হবে। জোরকদমে কাজ চললেও পুরসভার তরফে বাসিন্দাদের স্পষ্ট জানানো হয়নি। যা নিয়েই আপত্তি বাসিন্দাদের।

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা রাজু বসাক বলেন, ‘হাটখোলা ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকা। সেখানে ভবঘুরেদের জন্য ঘর করা হবে বলে জানতে পেরেছি। সেখানে যেন এমন ঘর না করা হয় তার জন্য আমরা গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র পুরসভাকে দিয়েছি।’

এবিষয়ে সাহেবকাছারি হাটখোলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গৌতম সাহা বলেন, ’আমরা পুরপ্রধানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সেখানে অফিস হবে বলে পুরপ্রধান জানিয়েছেন। অফিস হলে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ভবঘুরেদের এনে রাখা হলে আমাদের সমস্যা হবে। এমনটা যাতে না হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে।’

এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার প্রবীর দত্ত বলেন, ‘ওই জায়গায় ভবঘুরেদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। ভবঘুরেদের ওখানে রাখলে স্থানীয়দের সমস্যা হবে, তাই তাঁরা আপত্তি জানিয়েছেন। ওখানে অফিস করলে ভালো। কিন্তু অফিসের পরিবর্তে ভবঘুরেদের রাখা হলে স্থানীয় সকলেরই সমস্যা হবে।’

অন্যদিকে, এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র বলেন,‘ওই জায়গায় শেল্টার ফর শেল্টারলেস হোম তৈরি হচ্ছে। আপাতত একটি অফিস ক্যাম্পাস হবে। প্রশাসনের যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আশ্রয়হীনদের প্রয়োজনে রাখা হবে। মানসিক ভারসাম্যহীনদের রাখা হবে না। বাসিন্দারা আমার কাছে এসেছিল, আমি তাদের সবটা বুঝিয়ে বলেছি।’

বালুরঘাট শহরে হাটখোলায় ভবঘুরেদের অস্থায়ী আস্তানা। - সংবাদচিত্র

নেই পরিকাঠামো, চিন্তায় কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা

রায়গঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : চাহিদা প্রচুর। সারাবছর ধরে প্রতিমা তৈরির কাজ পান রায়গঞ্জ কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবে সঠিক সময়ে প্রতিমা ক্রেতার হাতে তুলে দিতে সমস্যায় পড়েন শিল্পীরা। এরকম পরিস্থিতিতে এবার মৃৎশিল্পীদের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি উঠল রায়গঞ্জে।

রায়গঞ্জের মৃৎশিল্পী হরিপদ পালের বক্তব্য, ‘রোদ হলে ভালো। কিন্তু প্রতিমা তৈরির মূল সিজিনে বৃষ্টি হয়। এতে আমাদের প্রতিমা তৈরির কাজ বিঘ্নিত হয়। আমরা চাই, আমাদের জন্যে শহরে আলাদা জায়গা দেওয়া হোক। যেখানে স্টুডিও তৈরি করতে পারব।’

কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পী চিত্ত পালের দাবি, ‘আমাদের পরিবার বড় হয়েছে। সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। তাই প্রতিমা তৈরির জায়গা কম থাকায় অনেকে কাঞ্চনপল্লির খেলার মাঠে প্রতিমা তৈরি করছে। খোলা মাঠে প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছি।’

মৃৎশিল্পী ভানু পাল বলেন, ‘জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। তাই প্রশাসন যদি একটু সহায়তা করে তাহলে মৃৎশিল্পীরা আরও ভালো কাজ করতে পারবে।’

রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, ‘ওদের দাবি ন্যায্য। বৃষ্টি বাদলে প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারি সহায়তায় স্টুডিও পেলে তাঁরা আরও ভালোমানের কাজ করতে পারবে। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বহু তরুণ-তরুণী কাজ পাবে।’

> আমাদের স্টুডিওর ভেতরে জায়গা কম থাকায় আমরা চাহিদা পূরণ করতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায়, মাঠে প্রতিমা তৈরি করছি।
>
> **ভানু পাল**, মৃৎশিল্পী

‘৯০০’ গোলের শিখরে সিআর সেভেন

লিসবন, ৬ সেপ্টেম্বর : ২০০২ সালের ১৪ অগাস্ট। ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল এক রোগাপাতলা চেহারার ১৭ বছর বয়সি ফুটবলারের। তারপর কেটে গিয়েছে ২২ বছর। সেই রোগাপাতলা চেহারার ফুটবলারই সর্বকালের সেরাদের একজন। গত দুই দশক যিনি মাতিয়ে রেখেছেন বিশ্ব ফুটবলকে। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন তাঁর মজ্জাগত। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নজির। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীররাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।

এদিনি ম্যাচের ৭ মিনিটে ডিয়েগো ডালটের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ৩৪ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। নুনো মেন্ডেজের ক্রস থেকে গোল করেন সিআর সেভেন। গোলের পর চিরাচরিত সেলিব্রেশনের পরিবর্তে হাঁটু মুড়ে মাঠে বসে পড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা। কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নজির গড়েও কিছুটা সংযমী তিনি। এমনিতে রোনাল্ডো মানেই আগ্রাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন। অনন্য কীর্তি গড়ার পর রোনাল্ডো বলেছেন, ‘এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।’

রোনাল্ডোর পরবর্তী লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। তিনি বলেন, ‘১০০০ গোল করতে চাই। যদি আমি কোনও বড় চোট না পাই তাহলে এটাই আমার মূল লক্ষ্য হবে।’ কেরিয়ারের ক্লাব ফুটবলে সম্ভাব্য সকল ট্রফি জিতলেও দেশের জার্সিতে অধরা রয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপ নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভাবছেন না রোনাল্ডো। বরং ইউরো জয়টা তাঁর কাছে বিশ্বজয়ের সমান। তিনি বলেন, ‘পর্তুগালের হয়ে ইউরো জয়টা আমার কাছে বিশ্বকাপ জেতার সমান। আমি পর্তুগালের হয়ে ইতিমধ্যে দুটি ট্রফি জিতেছি।’

২০০২ সালের ৭ অক্টোবর কেরিয়ারের প্রথম গোল করে জানান দিয়েছিলেন ফুটবল বিশ্বকে শাসন করতে এসে গিয়েছেন। সেইসময় অবশ্য তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির অন্যতম সেরা প্রতিভা। তখন পেশাদার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি।

কেরিয়ারের ৯০০ গোলের মধ্যে ৭৬৯টি গোল ক্লাবের হয়ে এবং ১৩১টি গোল দেশের জার্সিতে করেছেন রোনাল্ডো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে বিশ্ব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পেলেও কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের শ্বেতশুভ্র জার্সিতে ৪৫০টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেশি ৬৯টি গোল করেছেন ২০১১-’১২ মরশুমে। সেটাও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের হয়ে খেলা ৯টি মরশুমের ৮টিতেই গোলের হাফ সেঞ্চুরি করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডো।

এক ঝলকে

স্পেন	০-০	সার্বিয়া
পোল্যান্ড	৩-২	স্কটল্যান্ড
ডেনমার্ক	২-০	সুইৎজারল্যান্ড
সান মারিনো	১-০	লিচেনস্টাইন
আজারবাইজান	১-৩	সুইডেন
বেলারুশ	০-০	বুলগেরিয়া
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড	২-০	লুক্সেমবার্গ
এস্টোনিয়া	০-১	স্লোভাকিয়া

> এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশেপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।
> -ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নজির গড়ার পর সতীর্থের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

খেলায় আজ

২০০৪ : আইসিসি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার ও টেস্টের বর্ষসেরার ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন রাহুল দ্রাবিড়। একই মঞ্চে ইরফান পাঠানকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা এমার্জিং ক্রিকেটারের পুরস্কার।

ভাইরাল

রানার ফ্লাইং কিস

গত আইপিএলে আউট করার পর বিপক্ষ ব্যাটারকে ফ্লাইং কিস দিয়ে এক ম্যাচ নির্বাসন ও ১০০ শতাংশ জরিমানার মুখে পড়েন হর্ষিত রানা। শুক্রবার দলীপ ট্রফির ম্যাচে ইন্ডিয়া ‘সি’ দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে আউট করে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইন্ডিয়া ‘ডি’ দলের বোলার রানা ফ্লাইং কিস দিলেন।

ইনস্টা সেরা

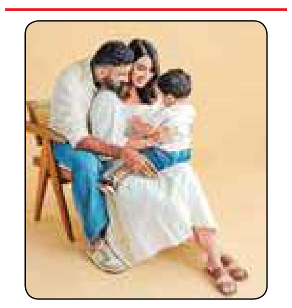
স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

সংখ্যায় চমক

২০ বছর

২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিলের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে জয় পেল ফিফা ক্রমতালিকায় সবার নীচে থাকা সান মারিনো। ১২০ ম্যাচ পর উয়েফা নেশনস লিগে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় লিচেনস্টাইনকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চলতি বছর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি টেস্টের জন্য ছয়দিন রাখা হয়েছে। কেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. যুবরাজ সিং, ২. মহম্মদ নিসার।

সঠিক উত্তরদাতারা

শাশ্বত গোপ, ডিআরবি বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, পৌলোমী সাহা, শতদল কর্মকার, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুখেন স্বর্ণকার, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, বীথিকা দাস, চিত্রা বসাক।

চিলি ম্যাচ শেষে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে শূন্যে তুলে উচ্ছ্বাস আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের।

চিলিকে হারিয়ে মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল আর্জেন্টিনার

আর্জেন্টিনা-৩ চিলি-০

বুয়েনস আয়ার্স, ৬ সেপ্টেম্বর : পায়ের চোটের জন্য মাঠে ছিলেন না লিওনেল মেসি। আগেই অবসর ঘোষণা করে ফেলায় ছিলেন না অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াও। তারপরও জিতে ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের দিকে আর্জেন্টিনা এক পা বাড়িয়ে রাখল। চিলির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতে আলবিসিলেস্তেরা দীর্ঘদিনের সতীর্থ ডি মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল দিলেন।

এদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন ডি মারিয়া। ম্যাচ শেষে তাঁকে আকাশে ছুড়ে দিয়ে উদযাপনে মেতে ওঠেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডিরা। সতীর্থদের আবেগ দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে যায় মারিয়ার মধ্যেও। যা আরও বাড়িয়ে দেয় তাঁকে পাঠানো মেসির বার্তা। মেসি লিখেছেন, ‘আশা করি সন্ধ্যাটা পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে তুমি ভালোই উপভোগ করেছ। আমরা যা কিছু পেতে চেয়েছিলাম সবই অর্জন করেছি। ফুটবলজীবনের সকল আনন্দ আমরা ভাগ করে নিয়েছি। তোমার অভাব অনুভব করব। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

মেসি না থাকায় এদিন পাওলো ডিবালা ১০ নম্বর জার্সি গায়ে নেমেছিলেন। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে আর্জেন্টাইন যুবরাজও কি তাহলে অবসরের পথে পা বাড়াচ্ছেন?

গতিময় ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৮ মিনিটে আসে তাদের প্রথম গোল। খেলার দিক পালটে রডরিগো ডি পলকে ডান দিকে পাস বাড়ান ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডি পল বল দেন হুলিয়ান আলভারেজকে। আলভারেজ চলতি বলেই ক্রস রাখেন। কিন্তু লওটারো মার্টিনেজ ফলস দেওয়ায় হতভম্ব হয়ে যায় চিলি রক্ষণ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৮৪ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল আলভারেজের। স্টপেজ টাইমে দুরূহ কোণ থেকে গোল করে ১০ নম্বর জার্সির মর্যাদা রেখেছেন ডিবালা।

দলীপে ৪ শিকার আকাশের

উনিশের মুশিরের ১৮১, স্পিনে দাপট মানবের

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : তারুণ্যের তেজ।

দলীপ ট্রফির চলতি জোড়া ম্যাচে বছর উনিশের মুশির খান, বাইশের মানব সুথর তারুণ্যের যে পতাকা তুলে ধরছেন। গতকাল প্রথম দিনে পেস-সহায়ক পিচে সিনিয়ার সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে অপরাজিত শতরানে নজর কাড়েন ভারতীয় ‘বি’ দলের মুশির খান।

আজ দ্বিতীয় দিনে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘এ’ বনাম ‘বি’ ম্যাচেও জারি মুশিরের দাপট। যার সামনে ফের ভোঁতা পেস-বাউন্সি উইকেটে খলিল আহমেদ, আবেশ খান, আকাশ দীপদের শর্ট-পিচ স্ট্র্যাটেজি। অষ্টম উইকেটে নভদীপ সাইনিকে (৫৬) নিয়ে গড়লেন ২০৫ রানের যুগলবন্দি। ১০৫ রান থেকে এদিন শুরু করে যখন কুলদীপ যাদবের শিকার হন, মুশিরের নামের পাশে ঝলমল করছে ১৮১।

৩৭৩ বলের ম্যারাথন ইনিংসে মারেন ১৬টি চার ও ৫টি ছক্কা। মুশির-ম্যাজিকের কাঁধে চড়ে ‘বি’ দল ৯৪/৭ থেকে পৌঁছে যায় ৩২১-এর ভালো জায়গায়। নয় নম্বরে নেমে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের সর্বোচ্চ স্কোর করেন নভদীপও। বাংলার রনজি দলের সদস্য আকাশ দীপ ‘এ’ দলের পক্ষে সর্বাধিক চারটি উইকেট নেন।

জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘এ’ দলের স্কোর ১৩৪/২। মুকেশ কুমার-যশ দয়ালরা অনুকূল পরিস্থিতিতে নতুন বলে উইকেট এনে দিতে ব্যর্থ। শেষপর্যন্ত দুই ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল (৩৬) ও অধিনায়ক শুভমান গিলকে (২৫) আউট করেন নভদীপ। রিয়ান পরাগ ও লোকেশ রাহুল দিনের শেষে যথাক্রমে অপরাজিত ২৭ ও ২৩ রানে। বাংলাদেশ সিরিজের আগে লোকেশ চাইবেন, দলীপের পিচে প্রস্তুতি আরও ভালোভাবে সেরে নিতে।

চাপের মুখে লড়াকু ইনিংসের তৃপ্তি নিয়ে মুশির বলেন, ‘উলটো দিক থেকে নিয়মিত উইকেট পড়লেও নিজেকে বলেছিলাম, উইকেট দেব না। যত বেশি সম্ভব বল খেলব। জুটির খোঁজে ছিলাম। সাইনিভাই ক্রিজে আসার পর সেই ভরসা জোগায়।’

ব্যাট হাতে লড়াকু শতরান করে ফিরছেন মুশির খান। শুক্রবার।

অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত ‘ডি’ বনাম ‘সি’ দলের টক্করে নজর কাড়লেন রাজস্থানের ২২ বছরের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথর। পিচে সবুজের আভা। বাউন্সি উইকেট। পেসারদের আদর্শ যে বাইশ গজেই স্পিনে কামাল মানবের। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে গত আইপিএলে মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সেই ‘অখ্যাত’ মানবের ঘূর্ণি প্রতিপক্ষ ‘ডি’ দলের ইনিংসকে নাগালের বাইরে যেতে দেয়নি। ভারতীয় ‘ডি’ দলের ১৬৪ রানের জবাবে এদিন ‘সি’ দলের প্রথম ইনিংস ১৬৮ রানে শেষ হয়। দিনের শুরুতেই অভিষেক পোড়েল (৩৪) ফেরার পর দলকে টানেন বাবা ইন্দ্রজিৎ (৭২)। ৪ উইকেট নেন হর্ষিত রানা। ৪ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘ডি’ দলের স্কোর ২০৬/৮। আট উইকেটের মধ্যে একাই পাঁচটি নেন মানব (৫/৩০)।

প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঝেড়ে এদিন হাফ সেঞ্চুরি করেন ‘সি’ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৫৬) ও দেবদূত পাডিক্কাল (৫৪)। রিকি ভুঁই করেন ৪৪। প্রথম ইনিংসের ৮৬ করা অক্ষর অপরাজিত ১১ রানে। সবমিলিয়ে ‘ডি’ দলের লিড ২০২। হাতে অবশিষ্ট দুই উইকেট। প্রথম দু’দিনের হালহকিকত যা, তাতে দুশো প্লাস স্কোর তাড়া করা সহজ হবে না।

রহিম ফিরতে চান জাতীয় দলে

প্রথম একাদশের লক্ষ্যে পরিশ্রম করছেন কিয়ান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : একদিকে স্বপ্নপূরণের হাতছানি, অন্যদিকে দাঁতে-দাঁত চেপে ফিরে আসার লড়াই। দুই তরুণ ফুটবলার নিজেদের লড়াইটা দেখছেন দুইরকমভাবে। আবার দেশের ফুটবলারপ্রেমী থেকে বিদগ্ধ কোচ, প্রায় সকলেই মনে করেন কিয়ান নাসিরি ও রহিম আলি, এই দুজনের মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার প্রতিভা। শুধু দরকার, নিজেদের সঠিকভাবে চেনার।

এই প্রথম জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন কিয়ান। বছর দুয়েক আগের ডার্বি বয়’কে দায়িত্ব নিয়েই ডেকে নিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। এখনও সুযোগ আসেনি জার্সি গায়ে মাঠে নামার। তার আগেই কিয়ান বললেন, ‘এটাই আমার প্রথমবার জাতীয় দলের শিবিরে আসা। নাম আছে জেনেই দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মাঠে নামার জন্য আমি তৈরি। সেই সুযোগ যদি নাও পাই, তবু আমি খুশি কারণ দেশের সেরা ২৫ জনের সঙ্গে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছি বলে। তবে আমি নিজে পরিশ্রম করলে সুযোগ আসবেই।’ গত চার-পাঁচ বছর আই লিগ ও আইএসএলে কাটিয়ে তাঁর লক্ষ্যই ছিল জাতীয় শিবিরে ঢোকা, এটা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই কিয়ানের। তিনি জানান, ‘এবারই ডাক পাব, সেটা ভাবিনি। তবে আপাতত প্রথম ধাপে পা রাখতে পেরেছি। এবার দ্বিতীয় ধাপে মাঠে নামা বাকি। তার জন্য সঠিক পথে এগোতে হবে। তবে তার আগে চাই, আমরা যেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিততে পারি।’

> জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভাল খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।
> **রহিম আলি**

কিয়ান যখন প্রথম একাদশের লড়াইয়ে তখন ফের জাতীয় দলে ঢোকার জন্য লড়ছেন আর এক বঙ্গসন্তান রহিম। তাঁকে ইগর স্টিমাক বা ওয়েন কোয়েল পছন্দ করলেও নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি তিনি। পুরোনো ক্লাব ছেড়ে এবার ওডিশা এফসিতে যোগ দিয়ে পরিশ্রমকেই তাই পাথেয় করছেন রহিম, ‘জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভালো খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।’ এখন দেখার এই কিয়ান-রহিম জুটিই শেষপর্যন্ত ভারতের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারেন কিনা।

অনুশীলনের ফাঁকে প্রভসুখান সিং গিলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন আনোয়ার আলি।

ইঙ্গিত আগেই ছিল। শুক্রবার সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়। এদিন তাঁর হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি তুলে দেওয়া হয়। রয়্যালসে ফিরে খুশি দ্রাবিড়ও।

কিউয়িদের দায়িত্বে বিশ্বজয়ী রাঠোর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : উপমহাদেশীয় সফরে নিউজিল্যান্ড।

প্রথমে আফগানিস্তান, তারপর শ্রীলঙ্কা। অক্টোবরে গুরুত্বপূর্ণ ভারত সফরে তিনটি টেস্টও খেলবে কিউয়িরা। উপমহাদেশীয় আবহাওয়ায় টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলাতে বিশেষ পদক্ষেপ কিউয়ি টিম ম্যানেজমেন্ট, বোর্ডের। চলতি সফরের জন্য কোচিং স্টাফে রদবদল। ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হল ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচ বিক্রম রাঠোরকে। স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ।

স্পিন বোলিং কোচ হেরাথ

সোমবার নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে। ইতিমধ্যেই কেন উইলিয়ামসনরা পা রেখেছেন ভারতের মাটিতে। রাচিন রবীন্দ্রর মতো কয়েকজন তারকা আগেভাগে এসে চেন্নাই সুপার কিংস অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি শুরুও করে দেন। নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে শ্রীলঙ্কা সফর (প্রথম টেস্ট শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর)। জোড়া সিরিজের জন্যই ভারত-শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাঠোর-হেরাথদের সাপোর্ট স্টাফে অন্তর্ভুক্ত করা।

গত টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে জেতার পর রাহুল দ্রাবিড়ের পাশাপাশি সরে দাঁড়ান রাঠোরও। সেই রাঠোরের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আফগান-হার্ডল অতিক্রমে। হেরাথ অপরদিকে সাকলিন মুস্তাকের জায়গা নিচ্ছেন। ঘরোয়া দায়বদ্ধতার জন্য দায়িত্ব ছেড়েছেন প্রাক্তন পাক অফস্পিনার সাকলিন। বিকল্প হিসেবে হেরাথ। আফগানিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা সফরেও মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র, আজাজ প্যাটেলদের গাইড করবেন।

বাবরদের ব্যর্থতায় অবাক, দুঃখিত অশ্বীন

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী?

টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার রেশ ভালোভাবে কাটার আগেই ফের ধাক্কা। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকার পরিবর্তে ঘরের মাঠে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে ডামাডোল, অচলাবস্থা তুঙ্গে। ইমরান খান, জাহির আব্বাস, জাভেদ মিয়াঁদাদদের দেশের ক্রিকেটের এমন দুরবস্থা কেন, কীভাবে হল-চলছে ময়নাতদন্ত। ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিসদের মতো কিংবদন্তিরা পাক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায়।

এমন অবস্থায় আজ পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে নিজের বিস্ময় লুকিয়ে রাখেননি টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বাবর আজম, শান মাসুদদের এমন দুরবস্থা দেখে দুঃখপ্রকাশও করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সাফল্য আমায় যতটা উৎসাহ দিয়েছে, ঠিক ততটাই অবাক হয়েছি পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা দেখে। বাংলাদেশের কৃতিত্ব খাটো করার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী।’ সাম্প্রতিক অতীতে আইসিসি প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন অশ্বীন। সেই অভিজ্ঞতার সুবাদে বাবর, শানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও রয়েছে অশ্বীনের। কিন্তু তারপরও ভারতীয় অফস্পিনার কিছুটা খোঁচা দেওয়ার সুরে বলেছেন, ‘যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।’

> যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

দেশের মাটিতে ২০২১ সালের পর আর কোনও টেস্ট জিততে পারেনি পাকিস্তান। মাঝে এক হাজার দিনেরও বেশি পার হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতো অশ্বীনও চান, পাকিস্তান ক্রিকেট ছন্দে ফিরুক।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ

ব্রাসেলস, ৬ সেপ্টেম্বর : পয়েন্টের নিরিখে প্রথম ছয়ে থাকায় ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামার ছাড়পত্র পেলেন নীরজ চোপড়া। সুইৎজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর বসবে ডায়মন্ড লিগের আসর। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে নীরজ রয়েছেন চার নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে যথাক্রমে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (পয়েন্ট ২৯), জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার (পয়েন্ট ২১), চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভাদলেজ (১৬ পয়েন্ট)। তবে অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে প্যারিসে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের জায়গা হয়নি এই ছয়জনের তালিকায়।

হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।

নীরজ চোপড়া

চলতি মরশুমে নীরজ দুইটি ডায়মন্ড লিগে নেমেছেন। অলিম্পিকের আগে মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৮.৮৬ মিটার ছুড়ে রুপো জিতেছিলেন। অলিম্পিকের পর লুসানে ডায়মন্ড লিগেও নীরজ রুপো জেতেন। ছুড়েছিলেন মরশুমের সেরা থ্রো- ৮৯.৪৯ মিটার। অলিম্পিকের পর নীরজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন থেকে ভোগানো অ্যাডাক্টর পেশিতে অস্ত্রোপচার করাবেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।'

ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি

মার্কিন ধনকুবেরের মেয়ে

ফাইনালে ওঠার পর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বাঁয়ে) ও জেসিকা পেগুলা।

ছবি : এএফপি

প্রতিশোধের সুযোগ জেসিকার সামনে

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : সেমিফাইনালে ধনকুবের বেন নাভারোর মেয়ে এমাকে হারিয়েছেন বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক ধনকুবের টেরি পেগুলার মেয়ে জেসিকার চ্যালেঞ্জ তাঁকে সামলাতে হবে ফাইনালে। সেটাও আবার তাঁদের ঘরের মাঠে স্বদেশীয় দর্শকদের চিৎকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। ইউএস ওপেন টেনিসের সেমিফাইনালে এমাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/২) গেমে হারানোর পর সাবালেঙ্কা মার্কিন দর্শকদের উদ্দেশে নরমে-গরমে বলে দিয়েছেন, 'আপনারা এখন আমার জন্য চিৎকার করছেন। তবে একটু দেরি করে ফেললেন। যদিও আপনারা এখনও ওকে সমর্থন করছেন। আপনাদের চিৎকারে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে।'

সাবালেঙ্কা গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু খেতাবি লড়াইয়ে হেরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফের বিরুদ্ধে। এবার তাঁর সামনে আরও এক মার্কিনি। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলতে চলা জেসিকার সেমিফাইনালে জয় অবশ্য সহজে আসেনি। চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভার বিরুদ্ধে তিনি ১-৬ গেমে উড়ে যান। সেই সময় কেমন ছিল তাঁর মনের অবস্থা? জেসিকা বলেছেন, 'ওইসময় নিজেকে শিক্ষানবিশ বলে মনে হচ্ছিল। উড়িয়ে দিচ্ছিল আমাকে। আর একটু হলেই কেঁদে ফেলছিলাম। জানি না কী করে ঘুরে দাঁড়ালাম।' পরের দুই সেটে ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতে সেমিফাইনালের চাকা সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরিয়ে জেসিকা খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নেন।

দেশের হয়ে খেলাই অনুপ্রেরণা যশস্বীর

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের হয়ে খেলাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। সাফল্যের জন্য বাড়তি তাগিদ জোগায়। আসন্ন বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ হোক বা অস্ট্রেলিয়া সফর-সেই মানসিকতা নিয়েই নামতে চান যশস্বী জয়সওয়াল। বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফি খেলার ফাঁকে ভারতীয় টেস্ট দলের বাঁহাতি ওপেনার বলেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জয়ে অবদান রাখার তাগিদ নিয়ে নামব। দেশের হয়ে খেলা সবসময় দুর্দান্ত। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করাটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।'

কেরিয়ারের প্রথম ৯ টেস্টেই ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে হাজার রানের নজির গড়ে ফেলেছেন। সোনালি দৌড় অব্যাহত রাখতে চান। যশস্বী জানান, ফর্মটা ধরে রাখা সুনিশ্চিত করতে ঘাম ঝরাচ্ছেন। ধারাবাহিক প্র্যাকটিস, প্রস্তুতির হাত ধরে আরও উন্নতিই পাখির চোখ। তবে ফলাফল নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ। মূল কথা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা।

বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। যশস্বী বলেন, 'তিনটি দলই ভালো খেলছে। ওদের সঙ্গে টক্কর নেওয়া উপভোগ করব। মুখিয়ে রয়েছি আসন্ন টেস্ট দ্বৈরথগুলির জন্য।'

ছোট পায়ে উঁচু লাফে সোনা জয় প্রবীণের

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাই জাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ দিয়ে প্রবীণ কুমারপিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্টকে (২.০৬ মিটার)।

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বর : ছোট পা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন।

পুত্র জন্মানোর খুশির মধ্যেও ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল পরিবারের। সেই প্রবীণ কুমারের হাত ধরেই মুখোজ্জ্বল বাবা-মা, গোটা দেশের। মাত্র সতেরো বছরে গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন। প্রেমের শহর প্যারিসে প্রবীণের হাত ধরে এদিন সোনা জয়। ছোট পা নিয়ে উঁচু লাফে সবাইকে টপকে পোডিয়ামের সর্বোচ্চ স্থান।

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাইজাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ প্রবীণের। পিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্ট (২.০৬ মিটার), উজবেকিস্তানের তিমুরবেক গিয়াজভকে (২.০৩ মিটার)। ফাইনাল-টক্করে শুরুটা করেন ১.৮৯ মিটার লাফ দিয়ে। তারপর ২.০৮ মিটার। বার দুয়েক ২.১০ মিটারের গণ্ডি পেরোনোর চেষ্টাও করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশ্য তাতে পদকের রং বদলায়নি।

প্রবীণের সোনার লাফের সুবাদে প্যারিস প্যারালিম্পিকে রেকর্ড ষষ্ঠ সোনা প্রাপ্তি ভারতের। সবমিলিয়ে ২৬ নম্বর পদক। ৬টি সোনা, ৯টি রুপো ও ১১টি ব্রোঞ্জ। পদক সংখ্যায় ২০২০ টোকিও প্যারালিম্পিককেও ছাপিয়ে গেল ভারত।

টোকিও প্যারালিম্পিকে ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে রুপো জিতেছিলেন প্রবীণ। এদিন কেরিয়ারের সেরা লাফ। চলতি আসরে তৃতীয় ভারতীয় হাইজাম্পার হিসেবে (শারদ কুমার ও মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু) পদকপ্রাপ্তি। পাশাপাশি প্রবীণ স্পর্শ করেন পরপর দুই প্যারালিম্পিকে থাঙ্গাভেলুর পদক জয়ের নজির।

- গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন।
- টোকিওয় ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কঠিনষ্ঠতম হিসেবে রুপো জিতেছিলেন প্রবীণ।
- সুইৎজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয় প্রবীণ কুমারকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দেয়।

সাফল্যের রাস্তা যদিও সহজ ছিল না। যদিও ছোট থেকেই প্রতিবন্ধকতাকে কখনও পথের কাঁটা হতে দেননি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার ছেলে প্রবীণ। ছোট পায়ের বাধা সরিয়ে খেলাধুলাকেই আঁকড়ে ধরেন। শুরুতে ভলিবলের প্রেমে পড়েন। জীবন বদলে যায় হাইজাম্পে আসার পর। প্রবীণের স্বপ্ন পূরণের ফেরিওয়ালা হিসেবে পাশে দাঁড়ান প্যারা অ্যাথলেটিক্স কোচ ডঃ সত্যপাল সিং।

সুইৎজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয় প্রবীণকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দেয়। এরপর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। তিন বছর আগে প্যারালিম্পিকে (করোনাকালে ১ বছর পিছিয়ে ২০২১-এ হয়) পদক প্রাপ্তি, এশিয়া প্যারা গেমসে (২০২২) সোনা জয়-একঝাঁক উজ্জ্বল পালক প্রবীণের মুকুটে। সেরা প্রাপ্তি আইফেল টাওয়ারের শহরে এদিনের সোনার লাফ।

শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারে রুট : ভন

লন্ডন, ৬ সেপ্টেম্বর : বয়স এখন ৩৩। টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের সংখ্যা ৩৪। ইতিমধ্যেই বারো হাজার রান ক্লাবের সদস্যপদ পাওয়া হয়ে গিয়েছে। বড় কোনও অঘটন না হলে টেস্ট ক্রিকেটে আগামী কয়েক বছরে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান পূর্ণ করে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারবেন জো রুট। এমনটাই মনে হচ্ছে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন রুট। তাঁর ব্যাটিং উপভোগ করতে গিয়ে ভনের মনে হচ্ছে, 'শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারলে রুটই পারবে, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আরও অন্তত তিন বছর খেলবে রুট। আর এই তিন বছর সময়ের মধ্যে শচীনের রেকর্ড ভাঙার জন্য বাকি থাকা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান রুট করে ফেলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।' রুটের প্রতি আস্থা দেখিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে খোঁচা দিয়েছেন ভন। বলেছেন, 'রুট যদি শচীনের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, তাহলে বিসিসিআই-কে মানতেই হবে একজন ইংরেজ ব্যাটারের দাপট।'

> রুট যদি শচীনের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, তাহলে বিসিসিআই-কে মানতেই হবে একজন ইংরেজ ব্যাটারের দাপট।
>
> **মাইকেল ভন**

দলের সঙ্গে অনুশীলনে জেমি, আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগানিদের জন্য সুখবর। বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন জেমি ম্যাকলারেন ও আলবার্তো রডরিগেজ।

ডুরান্ড ফাইনালের পর দিন তিনেক ছুটি দেওয়ার পর গত বুধবার থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাকলারেন যে দ্রুত মাঠে ফিরতে চলেছেন, এই আভাস বৃহস্পতিবারই পাওয়া যায় যখন দেখা গেছে চোট পাওয়া দুই বিদেশিই মাঠের ধারে বল নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছেন। এদিন আর সাইডলাইনে নয়, দলের সঙ্গে একেবারে মাঠেই নেমে পড়লেন তাঁরা। নিশ্চিতভাবেই এতে দুশ্চিন্তা কমল সমর্থকদের। আক্রমণভাগে যেমন বিকল্প বাড়ল হোসে ফ্রান্সিককো মোলিনার, তেমনি রক্ষণেও দ্বিতীয় বিদেশি নিয়েই আইএসএল শুরু করার সম্ভাবনা তৈরি হল। মোহনবাগান এবার নিজেদের ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এবারের ডুরান্ড কাপে মোলিনা তাঁর প্রথম দল নিয়ে খেললেও মুম্বই কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি এই শতাব্দী প্রাচীন টুর্নামেন্টকে। তাদের মূলত দ্বিতীয় সারির দলই এসেছিল খেলতে। ফলে খানিকটা হলেও অজানা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নামতে হবে দিমিত্রি পেত্রাতোস-জেসন কামিন্সদের। কারণ গত দুই মরশুমের দল থেকে অনেকেই যেমন বিদায় নিয়েছে তেমনি মুম্বইয়ে এসেছেন বেশকিছু নতুন ফুটবলার, বিশেষ করে বিদেশি।

তাছাড়া ডুরান্ড কাপে হারের ধাক্কা কাটিয়েও শুরুটা ভালো করার জন্য শক্তিশালী মানসিকতা দরকার। মোলিনা অবশ্য বলেছেন, 'ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত।

> ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত। আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।
>
> **হোসে মোলিনা**

আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।' আগামী শুক্রবারের ম্যাচের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন বলে জানান। এদিকে, মুম্বই ম্যাচের জন্য এদিনই অনলাইনে টিকিট ছেড়ে দিল মোহনবাগান।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, লহন্ডা গোমর্দ্ধা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর আসন্ন পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত খসড়া নির্বাচন তালিকা এবং নির্বাচনের অনুষ্ঠান সূচি ও নিয়মাবলি 06ই সেপ্টেম্বর 2024 তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তারিত জানতে সমিতির কার্যালয় বা সমবায় আধিকার উত্তর দিনাজপুর রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করুন।

অরিজিৎ চক্রবর্তী
অনিল বর্মন
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
লহন্ডা গোমর্দ্ধা
এস.কে.ইউ.এস.লিঃ

ইস্টবেঙ্গলের জয়

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচেও জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। তারা ৩-০ গোলে হারাল কলকাতা পুলিশকে। ম্যাচের ৫ মিনিটে হীরা মণ্ডলের ফ্রি কিক থেকে গোল করেন সুনীল বাথালা। ৩৫ মিনিটে শ্যামল বেসরার পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান তন্ময়। ম্যাচের শেষ লগ্নে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সায়ন বন্দোপাধ্যায়। এদিন অবশ্য ৬৪টি মিনিটে মাথায় চোট লাগে সুমন দের। তবে ম্যাচের পর কোচ বিনো জর্জ জানিয়েছেন, তাঁর চোট গুরুতর নয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা এডউইন লেপচা - কে 03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89A 58666 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমার উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না। আমার পরিবারের সকল সদস্যদের আনন্দের মুহূর্ত সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।